সঙ্গীত-কোষ।

প্রধান প্রধান কবি ও গীতরচয়িতৃগণ-বিরচিত

চারি সহস্রাধিক সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা

১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য ৫৲ টাকা।

1st part

1306 Beng.



"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

তিনি বীর-রসের গান ধরিতেন, তখন আলেকজেণ্ডর বী
গর্ব্বে নৃত্য আরম্ভ করিতেন, আবার যখন তিনি করুণ-রসে
গান ধরিতেন, তখন বীরবর অধোমুখে অশ্রুবর্ষণ করিতে
সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডাজ "অলফেড্" একজন উৎকৃষ্ট বী
বাদক ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীত মাহাত্ম্যবলে প্রচ
বেশে শত্রু-শিবিরে গমন-পূর্ব্বক শত্রুগণকে বীণার সঙ্গী
বিমোহিত করিয়া, সুকৌশলে শত্রুকুলের সমস্ত গুপ্ত ব
পরিজ্ঞাত হন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুন
স্বকীয় রাজ্য লাভ করেন। সঙ্গীতের মহিমাশক্তি
মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভুজঙ্গ প্রভৃতিগণও বিমোহিত হইয়া ব
স্বীকার করে। সুতরাং যাহারা সঙ্গীতে উপেক্ষা ক
তাঁহারা পশুপক্ষী অপেক্ষাও অধম বলিয়া প্রমাণিত। অ
মণ্ডলে আরও অনেক পশু-পক্ষী আছে, যাহারা স
শ্রবণমাত্র আনন্দিত ও বিমোহিত হইয়া থাকে। ক
আছে, ভাগীরথী-বক্ষে বিহারকালে রামপ্রসাদের
শ্রবণ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার লৌহ-কঠিন হৃ
কুসুম কোমল হইয়াছিল। সঙ্গীতের মোহিনী শ
আকৃষ্ট হইয়া কাননের কুরঙ্গকুল নির্দ্দয় নিষাদ-হস্তে
প্রাণবিসর্জ্জন করে—ভীষণ ভুজঙ্গ-নিকর বিবর প
পূর্ব্বক ভূগর্ভ হইতে ভূতলে আগমন করে—গভীর
সঞ্চারী মীনগণ আনন্দে সলিলোপরি সন্তরণ করিতে থ
এক কথায়, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে পশুপক্ষী
স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকেন।

বীণাপাণি যে জাতির গৃহ দেবতা, দেবর্ষি নারদ যাহ
শিক্ষাগুরু, যাহার বীণা অবিরাম হরিগুণ গান ক
ভুবনভাবন ভবানীপতি ডম্বরুধ্বনি করিয়া তাণ্ডব
করেন, যে জাতির চতুর্ব্বেদ উচ্চ সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে পরি

চৈতন্যের মধুর সঙ্গীতে যে দেশ প্রতিধ্বনিত, হায় রে, সেই দেশের ও সেই জাতির নিকট সঙ্গীত আজ এত অপকৃষ্ট! স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র, বাবুদের একটী লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন;— "যিনি বারবিলাসিনীর চীৎকারমাত্রকেই সঙ্গীত মনে করেন, তিনিই বাবু!" হায় রে! সঙ্গীত-বিদ্যার অধঃপতন ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? পুত্র, পিতার সম্মুখে সঙ্গীত করিবে—ছাত্র, শিক্ষকের নিকট গান গাহিবে, এ দেশে ইহা বড়ই লজ্জার কথা! যে কুলাঙ্গনা গীত গাহিতে জানেন, তাঁহাকে দিবারাত্র গলা চাপিয়া থাকিতে হয়। কুলাঙ্গনা যদি কখনও সঙ্গোপনে আপন প্রিয়সখীর নিকটেও গুণ্ গুণ্ সঙ্গীত করেন এবং তাঁহার দুরদৃষ্টক্রমে দৈবাৎ তাহা গুরুজনের কর্ণে প্রবেশ করে, অথবা, শাশুড়ী-ননদী শুনিতে পান, তখনই তাঁহার উপর সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা হইবে! দেশের অভিভাবকেরা মনে করেন, যে ছেলে, গান গাহিতে শিখিয়াছে, সেতো বংশের কুলাঙ্গার, তাহার আবার লেখা-পড়া শিখিবার আশা কি? যে আর্য্যভূমি একদিন সঙ্গীত-বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল, হায় রে, সেই আর্য্যভূমে আজ সঙ্গীত-বিদ্যার এমন দুর্গতি ও দুর্দ্দশা! কোকিলের পঞ্চমস্বর, পাপিয়ার সপ্তমতান, ষড়্‌জসংবাদিনী ময়ূরীর কেকা, সকলেই শুনিয়া থাকেন। তাই বলি, বনবিহারী বিহঙ্গম-দেরও যে স্বাধীনতা আছে, আকাশের পাখীরও যে অধি-কার আছে, তাহাও আমাদের নাই! প্লুটার্ক (Plutarck) বলিয়াছেন যে, "সৃষ্টিকর্ত্তা সঙ্গীতের প্রণালীতে এই জগৎ রচনা করিয়াছেন!"—লুথার (Luther) বলেন, "যে শিক্ষক তাঁহার ছাত্রগণকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতে না জানেন, আমরা তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া শ্রদ্ধা করি না!"—প্লেটো (Plato) বলিয়াছেন, "সঙ্গীত-বিদ্যা না শিখিলে, মনুষ্যের

সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না !" জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান
দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সাধন
সহায় সঙ্গীত !

গভীর অধ্যয়ন-জনিত মানসিক পরিশ্রমে
অথবা, সাংসারিক ও শারীরিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত
অনেকে ইতিহাস ও জীবন-চরিত, অনেকে নাটক
পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা বলি,
বিশ্রাম, আমোদ ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে,
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। কি আনন্দ-বর্দ্ধ
শোক-সন্তাপ-নিবারণে, সঙ্গীতই আমাদের প্রধান
তাই বলি, সঙ্গীত কেবল অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ
সঙ্গীত বেশ্যাগৃহের জন্য নহে ; সঙ্গীত অপার্থিব ব
দেবারাধ্য ধন !—সঙ্গীত আমাদের পরমারাধ্য দে
স্বতীর পরম-আরাধিত বিদ্যা।

(গুণসাগর



রাগ-রাগিণীর কাল নির্ণয়।

কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী গান করিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

(প্রাতঃকাল)

৪ টা হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত — সোহিনী ও মালকোষ।
৫॥ টা ” ৬ টা ” — ললিত ও ভৈরব।
৬ টা ” ৮ টা ” — ভৈরবী ও রামকেলি।
৮ টা ” ১০ টা ” — কুকুভ, বিভাস, আলাহিয়া ও দেবগিরি।
১০ টা ” ১২ টা ” — টৌড়ী, সিন্ধু, কাফী, আসোয়ারী ও সিন্দুড়া।

মধ্যাহ্নকাল।

১২ টা ” ২ টা পর্য্যন্ত — সারঙ্গ, গৌর-সারঙ্গ মুলতান ও সামন্ত।
২ টা অপরাহ্ণ ৪ টা ” — পিলু ও বারোয়া।

(সায়ংকাল)

৪ টা ” ৬ টা ” — গৌরী ও পূরবী।
৬ টা রাত্রি ১০টা ” — ইমন-কল্যাণ, কল্যাণ, অহং, ভূপালী, ইমন, ভূপালী, জয়-জয়ন্তী, কেদারা ও হাম্বির।

(রাত্রিকাল)

১০ টা ” ১১টা ” — বাগেশ্রী, খাম্বাজ, সাহানা, কানেড়া, পাহাড়ী, ঝিঁঝিট, বাহার ও পরজ।

নিশীথ (অৰ্দ্ধরাত্রি)

১২ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত মেঘ, বসন্ত, শঙ্করা, মেঘ মল্লার, দেশ সুরট-মল্লার।

সকল সময়ে গেয় ... গৌর-মল্লার ও বাউল

ছয় ঋতুতে ছয় রাগ।

গ্রীষ্ম	...	ভৈরব
বর্ষা	...	মেঘ
শরৎ	...	মালকোষ
হেমন্ত	...	দীপক
শীত	...	শ্রী
বসন্ত	...	হিণ্ডোল।

রাগ ও রাগিণী।

ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিণী।

১ ভৈরব।

বাঙ্গালী, ২ ভৈরবী, ৩ মধ্যম, ৪ সিন্ধুরী, ৫ মধুমাধবী, রী।

২ মালকোশ।

টোরী, ৮ মাঝ, ৯ খম্বাবতী, ১০ গৌরী ১১ গুণকরী, কুভা।

৩ হিন্দোল।

৩ রামকরী, ১৪ পাঠমঞ্জরী, ১৫ ললিত, ১৬ বেহাগড়া, শ্যক, ১৮ বেলাবলী।

৪ দীপক।

৯ দেশা, ২০ কাফী, ২১ কেদারা, ২২ কানাড়া, মোদী, ২৪ নট।

৫ শ্রী।

৫ বসন্ত, ২৬ দেবগান্ধার, ২৭ মলবী, ২৮ মালশ্রী, াবরী, ৩০ ধনাশ্রী।

৬ মেঘ।

১ মল্লারী, ৩২ গুর্জ্জরী, ৩৩ দেশকার, ৩৪ ভূপালী টী, ৩৬ টঙ্কী।

সময় নিরূপণ।



দিবাভাগের রাগ রাগিণী।

বেলা একদণ্ড হইতে পাঁচদণ্ড পর্য্যন্ত--ভৈরব, ভৈরবীবাঙ্গালী, রামকেলী, দেশকার, যোগিয়া, খট, আশাবরী, গান্ধার দেবগান্ধার, ভটিয়ারি, আনন্দ ভৈরবী ও কালাংড়া।

বেলা ছয়দণ্ড হইতে দশদণ্ড পর্য্যন্ত—বিভাষ, দেবগিরি কুকুভা, আলাহিয়া, বেলাবলী, পটমঞ্জরী, সরফরদ ও সুহা।

বেলা দশদণ্ড হইতে ষোল দণ্ড পর্য্যন্ত—সিন্ধুরা, কাফী, সিন্ধু টোড়ী, গুর্জ্জরী, সুঘরাই।

বেলা সতরদণ্ড হইতে বিশদণ্ড পর্য্যন্ত—বৃন্দাবনী সারঙ্গ মধুমাতসারঙ্গ, গৌরসারঙ্গ, শুদ্ধ সারঙ্গ, পটহংসিকা দেওসাক, বসন্ত, মাঝ।

একুশদণ্ড হইতে চব্বিশদণ্ড পর্য্যন্ত—ভীমপলাশ্রী, রাজ বিজয়, ধানী, ধবশ্রী, মুলতান, পিলু ও মালীগৌরা।

পঁচিশদণ্ড হইতে আটাশদণ্ড পর্য্যন্ত—পুরবী, বরাট, আহিরী ধনাশ্রী, মালশ্রী, দিনপুরিয়া, বামশ্রী, ঢোল।

রাত্রিকালের রাগরাগিণী।

সন্ধ্যা একদণ্ড হইতে পাঁচদণ্ড পর্য্যন্ত—কামোদ, ছায়ানট কেদার, শ্যাম, হাম্বির।

ছয়দণ্ড হইতে দশদণ্ড পর্য্যন্ত—ইমনকল্যাণ, ভূপালী জয়জয়ন্তী, রাতপুরিয়া।

এগারদণ্ড হইতে পোনরদণ্ড পর্য্যন্ত—শুদ্ধকানাড়া, খাম্বাজ পরজ, সাহানা, বাগেশ্রী, সিন্ধুড়া, লুম, মালকোষ।

.হতে বিশদণ্ড পর্য্যন্ত—বেহাগ, বেহাগড়া, সম্পূরণ, শঙ্করা, রতিবাহি, সুরট, ঝিঝিট, বারোঁয়া, য়া, মেঘ।

হইতে পঁচিশদণ্ড পর্য্যন্ত—নটনারায়ণ, কেদারা, টা।

ণ্ড হইতে উনত্রিশদণ্ড পর্য্যন্ত—হিণ্ডোল, সোহিনী, য়াদ।

দণ্ডের সময় ললিত ব্যবহার হয়। বসন্ত, , হিণ্ডোল প্রভৃতি রাগ বসন্তকালে ব্যব- বসন্তকালের ব্যবহার্য্য বাহার সোহিনী বর্ষাকালে মেঘ, জয়জয়ন্তী, মল্লার।



সংগীত-কোষের সাধারণ সূচি।

সূচীপত্র।



অ

আ

আ

ঊ

এ

এখনি আসিবে গো গিরিরায় কমলাকান্ত
এখনো রজনী আছে বল কোথায় অজ্ঞাত
এ গৃহ উদ্যান নাথ দ্বারকানাথ রায়
এ ঘোর ভব সাগরের জ'ল কাঙ্গাল বাউল
এ চাঁদের মুখের হাসি নিয়ে রাজকৃষ্ণ
এ জনমের তরে সুখ অজ্ঞাত
এ জনমের সঙ্গে কি সই বঙ্কিমচন্দ্র
এ জীবনের নাই রে আশা গোবিন্দ গোঁসাই
এত আশা ভালবাসা ভুলিনি নবীনচন্দ্র সেন
এত কি করেছি অপরাধ অজ্ঞাত
এত কি কপালে আছে গো নরোত্তম
এত খেলা নয় খেলা নয় এযে হৃদয় রবীন্দ্র
এত দয়া পিতা তোমার ত্রৈলোক্য নাথ
এত দিন কার বেগারে ছিলে গো অজ্ঞাত
এত দিনে প্রাণসখা বীরেন্দ্রনাথ
এত দিনের পর কৃষ্ণরে ঐ
এত দিনে পোহা'ল ভারত অজ্ঞাত
এত দিনে বুঝি প্রেম অজ্ঞাত
এত দিব পরে সত্য সে কি রবীন্দ্র
এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে কালীনাথ
এত ভালবাসা রে প্রাণ অজ্ঞাত
এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ রাম বসু
এত যে যন্ত্রণারে প্রাণ তবু জগন্নাথ বসু
এত হবে তাত জানিনা নিধু বাবু
এত হাসি কেন আজ রবীন্দ্র
এ দেশের দুখে কয় হিন্দু মেলা
এ ধনি এ ধনি বচন শুন চণ্ডিদাস

ঐ

কেমনে হব পার সংসার	কৃষ্ণমোহন
কে মোহিনী ভালে কালশশী	রামপ্রসাদ
কে যাবি সই তোরা	তারকমোহন ভট্টা
কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা	ক্ষীরোদ
কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ মরদ মাদা	ধীরেন
কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি	সত্যেন্দ্র নাথ
কে রচিবে মধুচক্র মধুকর	গিরীশ
কে রণ তরঙ্গে উলঙ্গী	রঘুনাথ রায়
কে রমণী মহাকালের	দাশরথী
কে রণ রঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী	দেওয়ান রঘুনাথ
কেরে অঞ্জন গঞ্জনবরণী	আশুতোষ দেব
কেরে ও কামিনী ধূলা ধূসরিণী	অজ্ঞাত
কেরে নিরুপমা রূপ অনুপ	কমলাকান্ত
কেরে বনবাসিনী বালা	অজ্ঞাত
কেরে বনমাঝে একা	কমলাকান্ত
কেরে বামা বারিদবরণা তরুণী	ঈশ্বর গুপ্ত
কেরে বামা নিবিড় নীরদবরণী	নবীন চক্রবর্ত্তী
কেরে বামা হরহৃদি পরে মগনা	কমলাকান্ত
কেরে হর উরসী	আশুতোষ দেব
কেরে বাম করে অসিধরা	কেদার চক্রবর্ত্তী
কেরে রমণী ভুবনমোহিনী	বরদাচরণ গুপ্ত
কেরে হরিবোল বলে যায়	অজ্ঞাত
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা	রামানন্দ রায়
কেলুয়া তোর পারিতে	অজ্ঞাত
কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জ	গিরীশ
কেশব তোমার কাল অঙ্গে	অজ্ঞাত
কেশব নাশয় মে মম বিষয়াভিলাষং	অজ্ঞাত

ঘ

চ

ছ

ছাড়বোনা তোর চরণ	অজ্ঞাত	
ছাড় মান ধর না পায়	গিরিশ	
ছাড় হে চাতুরী ও নাগরী	গোবিন্দ অধিকারী	
ছাপাগুলি বরনা	অজ্ঞাত	
ছি ছি ভালবেসে আপন বশে	গিরিশ	
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল	গিরিশ	
ছি ছি কি পোড়াকপাল	সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	
ছি ছি কি লাঞ্ছনা পুরিল	অজ্ঞাত	
ছি ছি ছাড়িলে হে হরি	ঐ	
ছি ছি ছি ছাড় বাঁকা মদন	ঐ	
ছি ছি ছি ছি ছেড়ে	অমৃতলাল বসু	
ছি ছি ছি ছি ছি	অমৃতলাল বসু	
ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের	অতুলকৃষ্ণ	
ছি ছি ছি বলিস্ তখন শ্যামকে	গিরিশ	
ছি ছি দস্যুরাজ একি কাজ	হরিনাথ মজুমদার	
ছি ছি রাধে কেমনে	অজ্ঞাত	
ছিল না মনেতে নিশি	নিধু	
ছিল গো ভারতে তব	শীতলাকান্ত চট্টো	
ছিলাম প্রাণ পাখী আগে	কালীপদ	
ছিল ভ্রান্ত ধর্ম্মে	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী	১
ছিলে ব্রহ্মার কমণ্ডলে	কৈলাস মুখো	
ছুঁয়োনা কাল হবে অঙ্গ	অজ্ঞাত	
ছেড়ে গেল মেঘনাদ	রামমোহনবন্দো	
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	
ছোড় দাগাবাজী ছোড়	গিরিশ	

জ

৪৮/০

ঝ

ট

ঠ

ড

তবচরণ দুখানি অতি অজ্ঞাত
তব জাবনে জীবন যেন অজ্ঞাত
তবদরশনে নাথ অজ্ঞাত
তব পদে মনসাধে অজ্ঞাত
তব শুভ সন্নিধানে তোমারি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী
তব সুতের অবসান হোল দাশরথী
তবু হেরিতে তোমায় রমাপতি
তবে তায় কে করে যতন অজ্ঞাত
তবে প্রেমে কিসুখ হোত নিধু
ত্যজে মণি মন্দির দাশরথী
তর্ তর্ তর্ তর্ গিরিশ
তরল তরঙ্গে গঙ্গে অজ্ঞাত
তরি লেগেছে মাটে অজ্ঞাত
তাই কালরূপ ভালবাসি রামপ্রসাদ
তাই কালরূপ ভালবাসি কমলাকান্ত
তাই কি মনে করে নিধুরাম
তাই ডাকি হরি অজ্ঞাত
তাই ডাকিহে তোমায় চিরঞ্জীব
তাই ডাকি হে তোমায় অজ্ঞাত
তাই তারা তোমায় ডাকি অজ্ঞাত
তাইতে আমার মন কালবরণ অজ্ঞাত
তাইতো কালার লাগি প্রাণ অজ্ঞাত
তাই তোমায় ডাকি ডাক্‌লা অজ্ঞাত
তাই বলি মন জেগে রামপ্রসাদ
তাই বলিরে ভাই সুবল অজ্ঞাত
তাকি হবেনা মার্জ্জনা অজ্ঞাত
তা নুম্ দেরে না অজ্ঞাত

৬

তারে মাল্লি কেন ওরে মাধাই অজ্ঞাত
তাল ভৈরব বেতাল রে ঐ
তামসী রজনী পথ নাহি চিনি ঐ
তাহারে রাখিব কেমনে রাধামোহন সেন
তাঁর গুণে পূর্ণ জগত অজ্ঞাত
তাঁরে দূর জানিভ্রম ঐ
তাঁরে ভজরে মন ঐ
তাঁহার আরতি করে চন্দ্র ঐ
ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী দাশরথী
ত্রাণ করহে শঙ্কর দাশরথী
তিনি পরমাত্মা পরম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
তিমিরে ধীরে ধীরে রাজকৃষ্ণ
তিলেক দাঁড়াও ঘাতুক গণ হরিশচন্দ্র মিত্র
তিলেক দাঁড়াও রে শমন রামপ্রসাদ
ত্রিপুরা ত্রিলোক তার রঘুনাথ রায়
ত্রিলোচন দুখ বিমোচন রঘুনাথ রায়
তীর্থ বাসী হওয়া মিছে শম্ভুচন্দ্র রায়
তীর্থে কি হইবে ফল ঈশ্বরচন্দ্র দাস
তীর্থ ক্ষেত্র মিথ্যা জ্ঞান করি মধুকান
তুই কি এলি মা গৌরী কৈলাস মুখো
তুই কি আসিরে রামধন দাশরথী
তুই যারে কি করবি শমণ শ্যামা রামপ্রস
তু জপ জপ রে মন রাজ অজ্ঞাত
তু ডার দে হেরি ঐ
তুম্ নয়ন মে মানো সদারঙ্গ
তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় অজ্ঞাত
তুমি আমার প্রাণাধার রামশঙ্কর রায়

তুমি হে জটাধারী বল অজ্ঞাত
তুমি হে দীনের সখা ঐ
তুমি হে ভরসা মম অকূল ঐ
তুমেরে প্রাণ আধার গুরু নানক
তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন অজ্ঞাত
তুলি যাথী যুথী মালা গিরিশ
তুসে কৌন সরবর বয়জু বাওরা
তুহি আদ অন্ত তুহি জল অজ্ঞাত
তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু তানসেন
তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণ তানসেন
তুহি ভজ ভজরে মন অজ্ঞাত
তুহি জ্ঞান ধ্যান বিষ্ণু ঐ
তেরোহি ধ্যান ধরত গোলাব
তেরো পরতাপ বড়ো তানসেন
তোদের কাজ কি সে শ্যামের অজ্ঞাত
তোদের যিনি রাজা দ্বারী বিহারী চক্রবর্ত্তী
তোদের সে কানাই মধুকান
তোমরা কেহে খঞ্জননয়নী অজ্ঞাত
তোমরা দুভাই পরম দয়াল ঐ
তোমাতে যখন মজে আমার বিষ্ণুরাম চট্টো
তোমাদেরি ভালবাসি অজ্ঞাত
তোমা বিনা কে প্রভু ঐ
তোমা বিনা প্রাণ আমার মহারাজ প্রতাপ
তোমায় ছেড়ে ওহে মানুষ দীনমিত্র
তোমায় দীন হীন সন্তানে ডাকে চিরঞ্জীব
তোমায় বলে কেদার কেদার কৈলাস মু
তোমার অনন্ত মায়া কে জানে শিবচন্দ্র

দুলাল ঐ যে ভেরী দীনমিত্র
দুলে আয় ছত্রপতি তানসেন
দুষ্ট দুর্জ্জন দূর তানসেন
দুষ্ট রাণি দু হুঁ করু জ্ঞানদাস
দুতী একবার যাও দেখি গোবিন্দ অধিকারী
দূর সমীরে ডরি কালীপদ
দূর হয়ে যা যমের ভটা রামপ্রসাদ
দূরে যা দূরে তোরা কিছু অক্ষয়কুমার বড়াল
দেখ আসিয়া চন্দ্রাবলী অজ্ঞাত
দেখে এলাম তব রাধারে মধুকান
দেখ ঐ দেখ ধেনু দাঁড়ায় গিরিশ
দেখগো কালিন্দীর কিনারে অজ্ঞাত
দেখগো ভারত মাতা তোমারি নগেন্দ্র
দেখ জহুরা নয়ন খুলে কালীসাধন গু
দেখ ঝুলিছে কিশোর অজ্ঞাত
দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত মধুকান
দেখ দেখ কানাইয়া আঁখি অজ্ঞাত
দেখ দেখ দেখ দয়া আনন্দচন্দ্র মিত্র
দেখ দেখ তোরা জগতের অজ্ঞাত
দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য ঐ
দেখ দুলাল দয়াতে কেমন আনিল দীনমি
দেখনা ওকে নারী ঐ যে অজ্ঞাত
দেখনা গো জলে কি ঐ
দেখনা চেয়ে প্রাণে গোবিন্দ অধিকারী
দেখনা মন ঝকমারী এ দুনিয়া লালন সাঁ
দেখনা মন নেহার করে ফিকির চাঁদ
দেখনা সই প্রভাতে অরুণ নিধু

ধ

ন

নাচ বনমালী দিব কর — গিরিশ
মা চলে চরণ কেন চলিতে — অজ্ঞাত
নাচিয়ে গাহিয়ে বংশী বাজায়ে লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রব
নাচে কার রমনী রণে — তারক ব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য
নাচেরে আর হরিবলে — অজ্ঞাত
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার — ক্রোরীসন্তোষ রায়
নাচে শ্যাম রঙ্গে — কৈলাস মুখো
নাচে শ্রীবাসের অঙ্গিনায় — অজ্ঞাত
না চাহিতে দিয়েছ সকল — সত্যেন্দ্র নাথ
না জানি কি গুণ ধরে — যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
না জানি সাধের প্রাণে — গিরিশ
না জাগি হরি কেমন নামটি — অজ্ঞাত
নাতনী তুই যেমন — গোপাল উড়ে
নাথ আমায় করুনা করিবে — অজ্ঞাত
নাথ কি দিব তোমারে — সত্যেন্দ্রনাথ
নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার — অজ্ঞাত
নাথ তোমারি ভালবাসা — অজ্ঞাত
নাথ রাম কি বস্তু — দাসরথী
নাদ অগাধ সম্পূরণ — অজ্ঞাত
নাদ দরিয়া তান — তানসেন
নাদ নগর বসায়ে সুরপট — তানসেন
নাদ বিদ্যা অপার — নওল কিশোর
নাদ সমুদ্র অপরাম্পর — নওল কিশোর
না দিলে আপন মন — গোপালউড়ে
না দেখিলে বলনা সই — অজ্ঞাত
নানান্ দেশের নানান্ ভাষা — নিধু
নাম জপ সাবধানে — রামশঙ্কর রায়

প

ফ

ফুর্ ফুর্ ফুর্ দিচ্চে হাওয়া কামিনী কুমার দত্ত
ফুল্লপ্রাণে ফুল্লমনে গিরিশ
ফুলসঙ্গিনী সনে বসি গিরিশ
ফুলিরি সাজ মধুবনমে সদারঙ্গ
ফুলীবন রাই সুখদাই মিয়া বক্সু
ফুল ফুটেছে গোলাপ অজ্ঞাত
ফুলে ঢলে রবীন্দ্রনাথ
ফুলে নাই বাহার অজ্ঞাত
ফুলের বাসর সখি অজ্ঞাত
ফেলে একেবারে চলে গেছে অজ্ঞাত
ফেলেদে ছার বিষয় অজ্ঞাত
ফোটে ফুল শুকনো অজ্ঞাত

ব

বঙ্গে একি অত্যাচার কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি
বঞ্চিত করোনা কুরু দাশরথী
বচন অতীত যাহা নীলমণি ঘোষ
বড় অসময় তাই প্রেমময় ষ্টারথিয়েটার
বড় আশা করে এসেছি রবীন্দ্র নাথ
বড় আশা করে তোমার রবীন্দ্র
বড় আশার কথা শুনেছি অজ্ঞাত
বড় বেজায় দর বাড়ালে অজ্ঞাত
বড়াই কর কিসে গো মা রামপ্রসাদ
বড়া মজাদার মিঠ পিয়ার ধীরেন
বড়া মজেদার দরিয়ামে অজ্ঞাত
বড় রসিক সুজন প্রেম দীনমিত্র

ব

বল কি উপায় যাইরে অজ্ঞাত
বল কি কোরে শোক অজ্ঞাত
বল কি বলছিলে সে সব অজ্ঞাত
বল কি সন্ধানে যাই অজ্ঞাত
বল তুই কেমন করে যাবিরে পাগলা ফকীর
বল দেখি ভাই কি হয় রামপ্রসাদ সেন
বল দেখিরে শুক-সারী অজ্ঞাত
বল বল নারদ মুনি মথুরায় আনন্দচন্দ্র মিত্র
বল্‌ব কি ওরে ভাই অজ্ঞাত
বল্‌ব কি তোরে ওরে দীনমিত্র
বল মা আমি দাঁড়াই রামপ্রসাদ
বল মিত্রবর কি করি অজ্ঞাত
বল যাদুধন কেন হেরি কেদারনাথ গঙ্গো
বল রাধাকৃষ্ণ রাধিকা ভুবনমোহন গঙ্গো
বলরে মন হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ রাখালদাস নাগ
বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মা অজ্ঞাত
বল্‌লে সখি জলধর গোবিন্দ অধিকারী
বল সই কত আর সই অজ্ঞাত
বল যাই কি কারণ দিবস রাজকৃষ্ণ
বলাই ডাকিস্‌নেরে অজ্ঞাত
বলাই ডেকোনা মা বিদায় অজ্ঞাত
বলা হোল নাত সব অজ্ঞাত
বলিলে স্বজনী যেও না রবীন্দ্রনাথ
বলিব কি সখি আর তোমারে অজ্ঞাত
বলিলে ভাল সুধামুখী অজ্ঞাত
বলিহারী কি আশ্চর্য্য মানবের রাধানাথ
বলিহারী তোমার চরিত সত্যেন্দ্রনাথ

ব্রহ্ম নাম কি মধুর রে — কালীনারায়ণ গুপ্ত
ব্রহ্ম নামটী ধরে থাক — চণ্ডীকিশোর কুশারী
ব্রহ্ম নাম বিনে আর কি — চণ্ডীকিশোর কুশারী
ব্রহ্মবলে প্রাণগলে কই — অজ্ঞাত
ব্রহ্মময়ী রাণী ভবানী — দাশরথী
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান — অজ্ঞাত
বাউলের সঙ্গে পড়ে — অজ্ঞাত
বাওয়ারী কি সঙ্গ — অজ্ঞাত
বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে — গিরিশ
বাঁকা বিহারী কুন্তল — অজ্ঞাত
বাঁকা ভুবনমোহন একবার — মদনমোহন মিত্র
বাকি কি রেখেছ — অজ্ঞাত
বাছা বলিরে অকালে — হরিনাথ
ব্যাকুল ভেরী ব্রজনারী — অজ্ঞাত
বাছা তরণীরে কভু — হরিনাথ সেন
বঙ্গঞ্জোপূর্ণ হোল আজি — অজ্ঞাত
বল্লে ত ডক বীণা — অজ্ঞাত
বল সই সে ধন শ্যাম — অজ্ঞাত
বল যান লাগি বাঁশীর — অলিআশ
বলাই রে সিঙ্গা বাজ এই — হেমচন্দ্র বন্দ্যো
বলাজিরে বীণা জয় রাধে — রাজারাম রায়
বাজাও বিবেক বংশী — অজ্ঞাত
বাজিছে মধুর স্বরে — অজ্ঞাত
বাজিয়ে বাঁশী ফিরে যমুনায় — অজ্ঞাত
বাজিয়ে নাও হাতে বহরে — কালীপদ
বাজে কাযে মিন্সেকে — ক্ষীরোদ
বাজে বাঁশী সুমধুর — অজ্ঞাত

ব

ভ

য

র

ল

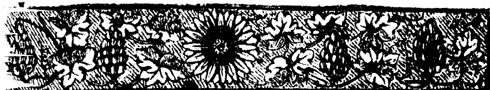
শ

স

হ

ক্ষ

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।



প্রণয়-সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

পিক কুহু বলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে ;
ফুল্ল দিন-কর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজী নীরে।
শ্যাম ধরণীতল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম ভূষণ শিরে,
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে ;
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে। ১ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কি কাল হইল কাল, এই কি বসন্ত কাল,
ঐ দেখ ডাকিতেছে, ডালেতে কোকিল কাল।
একে প্রাণপতি কাল, তাহে তো যৌবন কাল,
বিদেশেতে চিরকাল, নাহি তার কালাকাল ॥ ২ ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা।

ফুট্‌লো কলি, জুট্‌লো অলি,
ছুট্‌লো নূতন প্রেমের ধারা,
রবির করে, চাঁদের করে
কোচ্চে খেলা দিচ্চে ধরা।
তমাল ডালে, হেলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোণার পারা ;
নীল আকাশে, চল্‌লো ভেসে,
কিরণ ভরা উজল তারা॥ ৩॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
চল সহচরী, কুসুম কাননে।
মলয় মাখিয়ে, হেলিয়ে দুলিয়ে,
আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে।
আঁখিটি মেলিবে, বিজলী খেলিবে,
বসন্ত আসিবে, লইতে মদনে।
গগনেরি গলে, তারা হার দোলে,
দেখিয়ে সকলে, চুমিব বদনে॥ ৪॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান।
কুসুম হেরি ভুলতে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান।
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥ ৫॥

বসন্তবাহার—মধ্যমান।

বসন্ত ফিরিয়ে এলো সব সুখময় রে !
বিকসিত ফুল সব, কত শোভা পায় রে !
যত সব পাখীগণে, গাইছে মধুর তানে,
ভ্রমর ভ্রমরী সনে, কত সুখে ধায়রে।
কেবল এ অভাগিনী, পরপ্রেম প্রণয়িনী
হয়ে প্রেম-পাগলিনী কত দুঃখ সয়রে। ৬।

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়॥ ৭॥

দেশ-সাহানা—খ্যামটা।

কানন ভরিয়া মরি, কুসুম হাসিল রে।
মলয় নাচিল, অরুণ উদিল, বিহগ গাহিল রে,
ভুবন পূরিল, সৌরভ ছুটিল, মাধুরী খেলিল রে।
পতি সনে সতী, প্রণয়ে মাতিল রে;
পবিত্র প্রণয় আজু, জগ হেরিব রে॥ ৮॥

ছায়ানট—আদ্ধা।

[illegible]হার লো সহচরি, কানন আঁধার করি, ওই দেখ বিভাবরী আসিছে
দিগন্ত ছাইয়া শ্যাম মেঘ রাশি থরে থরে ভাসিছে।
আয় সখি এই বেলা, মাধবী মালতী বেলা,
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা,
[illegible] সকল-সখী মৃদু মৃদু হাসিছে॥

ভীমপলশ্রী—খেমটা।

চল সবে যাই মোরা কুসুম কাননে।
সুবাস বহিছে তথা মৃদুল পবনে॥
পিককুল কুহুস্বরে, সদা তথা গান করে,
মন প্রাণ যাবে হরে, শুনিলে শ্রবণে। ১০॥

বসন্ত বাহার—জলদ তেতালা।

বসন্তে কি শোভা, অতি মনোলোভা,
কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ ফুটল নানা ফুল,
মন্দগমন, সুরভি পবন, প্রমোদ কানন সমাকুল!
জাতী যুথী বিকশিত পলাশ কাঞ্চন, ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে
কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিলে করে আকুল।
চল চল চল সখি যতন করিয়ে, মালতী মল্লিকা চাঁপা সেউতী তুলি
গাঁথিব বিচিত্র মালা মত্ত যাহে অলিকুল॥ ১১॥

পিলু—যৎ।

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুট্‌লো বুঝি আকাশে ঐ,
জ্যোৎস্না হাসি ঢাল্‌ছে শশী প্রাণে ফাঁসি দিলে যে সই।
বাই হাস্‌ছে ও রূপ দেখে, সবাই উজল ও রূপ মেখে,
হাস্‌বে বলে এসে শেষে কেঁদে কেন সারা হই। ১২॥

সাহানা—যৎ।

আমরি কি বনশোভা মনোলোভা হয়েচে।
ঘন ঘন তরুগণ ঘন সম ছেয়েচে।
বনলতা বনবালা, জড়াইয়ে ডালপালা,
পতিবুকে মুখ রাখি, মুখে চেয়ে র'য়েচে।
আমি যার বনলতা, আজি তিনি এলে হেথা,
তরু-লতা-প্রেম-গাঁথা শুধাইব হরিষে;—
কোকিলা আবার তায়, দিতে সে কথার সায়,
দেবদারু-তরু শাখে সরু ডাকে ডেকেচে॥ ১৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বসন্ত অনিল! মৃদু সুকোমল, যাও যাও ত্বরা প্রিয়ের কাছে।
কোমল কুসুম, পিও নেত্রনীর, বহে যাহা প্রিয় সখার লাগি,
কহিও বুঝায়ে, বোঝে যেন বঁধু, আমি তার চির জনম তরে॥ ১৪॥

বাহার—যৎ।

চললো সজনী সবে ভ্রমিতে কাননে।
দুলিতেছে লতা সব সুশীতল সমীরণে।
সরসে কমল ফুল সৌরভে করে আকুল,
তাহে গুঞ্জরিছে অলি, কি শোভা প্রমোদ বনে॥ ১৫॥

লুম ঝিঁঝিট—যৎ।

কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিছে বীণা ঝঙ্কারি মরি রে।
উথলি উঠে সুরব সার পরাণ পূরি রে।
পবন কয় প্রণয় কথা কুসুম কাণে রে।
ভুবন ভরি মাধুরীময় আনন্দ আনে রে।
ফুঁ দিয়ে ফুলে উড়ায়ে অলি বিহরি আয় রে।
বিরহ ব্যথা বিসরি সখি বিহরি আয় রে॥ ১৬॥

বৃন্দাবনী সারং—খেমটা।

কূজে কোকিল কুহরি কিবা কাননে লো।
বিধু বিকাশে বিমল বিভা বিমানে লো।
জীবন জুড়াবে এস এস তবে বধু-বিরহ-বিধুরা বালা বিপিনে লো॥ ১৭॥

ঝিঁঝিট—মিশ্র তেতালা।

পবন পরশে, হাসিছে হরষে নীর তরুতলে।
লাজবতী লতা প্রেমপাশে বাঁধা কিবা কুতূহলে।
উদিছে উষা, ভালো [illegible] ভূষিত ভুবন।
এ মধু মিলনে, এসো গো জীবন [illegible] জীবন॥ ১৮॥

গৌরী—পটতাল।

একতানে, সমীরণ সনে, গাইছে তটিনী গুণ গুণ স্বরে।
ফুল্ল নীরে, ফুল ফুল্ল ঝরে, হেলা দোলা, তরঙ্গলীলা,
বাইছে, ধাইছে তর তরে॥
চিত্তরঞ্জন গুঞ্জন, ফুলকুল চুম্বন, পরিমল বিভোর, টল টল মধু-
স্বর-মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে॥ ১৯॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মধুর রজনী, মধুর ধরণী, মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর!
ভাগীরথী বুকে, ভাসি ভাসি সুখে, চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ, ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির
অপরূপ হাস, আননে বিকাশ, অধর পল্লব অলপ অধীর!
না জানি কেমন দেখিছ স্বপন, মধুর—মধুর—মুরতি মদির॥ ২০

বাহার—কাওয়ালী।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনা ভরে, হৃদয় কেমন করে,
নব জীবন জীবনে হব জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায়, মন বাহিরিতে যায়,
তাহারে খুঁজিব দিক্‌দিগন্ত! জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত
কেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে! কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!
তেমনি আমিও সখি যাব, না জানি কোথায় পাব!
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত, তাহারে খুজিব দিক্ দিগন্ত॥ ২১॥

ঝিঝিট—পোস্তা।

মধুর মধুর মধু রজনী, মরি কি মধুর প্রাণ সজনী।
বিধু করে করে আলো অবনী, রসে ভাসে হাসে কুমুদী ধনী,
পতি সমাগমে প্রমোদ গণি, ফুল সাজে সাজে মধু-মোহিনী। ২২

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা।

অলি বারবার ফিরে যায়।
অলি বার বার ফিরে আসে, তবে ত ফুল বিকাশে!
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে!
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহ পাশে!
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশ রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে!
ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে!
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে॥ ২৩॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

মঞ্জুল কুঞ্জে, সমীরণ সনে ঝুলে ঝুলে খেলে ফুলগণে।
ফোটা ফুল তুলি, সাজাইয়া ডালি, চারুহার গাঁথিব যতনে।
মনোমত ক'রে, সাজাইব তাঁরে, প্রাণ ভরি দেখিব নয়নে।
ফুলময় তনু, ফুলময় ধনু, ফুল খেলা খেলিব দু'জনে॥ ২৪॥

বেহাগ মিশ্র—খেম্‌টা।

একে সই ছোটে মলয় বায়।
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়॥
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্ প্রাণ নিয়ে না যায়।
চলে যা ফিরিয়ে বদন নয়নে না মিলে নয়ন
হয়েছে কেমন কেমন তাই বলি আয় চলে আয়।
কেন লো কাঁদবি শেষে, ফেলবে ফাঁসে মুচকে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সই ছলতে অবলায়॥ ২৫॥

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে যথা, মলয় মারুত বয়ে যায়॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল সৌরভের ভরে, সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢলে পড়ে কলির গায়॥ ২৬॥

বিহঙ্গরা—জলদ একতালা।

তুলি যাতি যূতি মালা গাথিব সই।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাথি মালা, দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে বাধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তরতর, সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল ফুল ফুলবাস অবচই ॥ ২৭ ॥

সোহিনী-বাহার—কাওয়ালী।

বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে জনে।
যে যুবতী পতিসহ আছে সুখ-মিলনে।
পতি যার পরবাসে, কে তাহারে ভালবাসে
সদা নেত্রনীরে ভাসে, মদনেরি তাড়নে।
প্রফুল্ল-কুসুমচয়. জ্ঞান হয় বিষময়,
বিরহিনী কত সয়, প্রাণপতি বিহনে ॥ ২৮ ॥

মোহে মরম বীণা বলিতে মধুর বাজে;
মম প্রাণ উথলে ওঠে ধরিতে সোহাগ রাজে॥
কুসুমে ভ্রমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে;
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয় মাঝে ॥ ২৯ ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হেরিয়া পূর্ণিমা শশী হাসিতেছে নিশীথিনী।
আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে শ্বেতাঙ্গিনী।
হাসে দূরে ধরাধর বিপিনে বিটপীবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে সুতরলা তরঙ্গিনী ॥
প্রকৃতি আমোদে মাতি, আছয়ে চঞ্চল পাতি,
উষার সুষমারাশি বিলাইবে বিলাসিনী ॥ ৩০ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এস এস সবে মিলি কুসুমিত কাননে।
তুলে ফুলরাশি হাসি এ ছুকুল বসনে॥
কামিনী কামিনী ফুল, মল্লিকা মালতী ফুল,
আকুল ভ্রমরাকুল জ্বালাইব জ্বলনে।
ছোবনা গোলাপ ফুল কাঁটা ফোটে মরমে॥ ৩১॥

ভৈরবী বাহার—যৎ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুল কাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে, মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভ রসিত, সতত মলয় সমীরণে॥
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন, না হেরি এমন ত্রিভুবনে॥ ৩২॥

বসন্ত—চৌতালা।

পীতবসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন,
কোকিল ভ্রমর মধুর মধুর,
করয়ে কূজন গুঞ্জন।
ধীরে ধীরে বহে মলয় বায়,
পীতবসন উড়িছে তায়,
ফুল-কুল-কলি ফুটিয়া যায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন।
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়ায়ে পাশে।
অপরূপ ছটা বিকাশে,
উরে ফুল-ধনু মদন॥ ৩৩॥

পিলু জংলা—খেমটা।

আয়লো সব নবীন বালা নিশির হাসি শেষ হয়েছে।
শশীর হাসি, শশীর সুধা, জলদমসী নাশ করেছে,
চকোরি সখি শূন্য পথে, সুধার ধারে স্বর তুলেছে॥ ৩৪॥

লুম ঝিঝিট—একতালা।

হায়রে হায় মধুর মলয় বইছে কেমন ধীরি ধীরি।
ফুলগুলি সব সোহাগ-ভরে দুলছে মরি ঘুরি ফিরি॥
শুকসারি সব সোহাগ ভরে, প্রাণে প্রাণে সোহাগ করে,
পাপিয়া গুলি, তানটি তুলি, মারছে প্রাণে হীরের ছুরি॥ ৩৫।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে,
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে॥ ৩৬।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আঁখিতে কি ফল বল তার যে না দেখে তায়,
রূপেতে বিরূপ রতি, যার তুলনায়!
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হলে পরে,
চিকন চিকুর তার চরণে লুটায়।
সে অঙ্গের নাই তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনক-লতা লাজেতে লুকায়।
তার চারু মুখ চাঁদ, জিনিয়া শরত চাঁদ,
[illegible] দিবানিশি সম শোভে বিমল শোভায়। ৩৭।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ান-ধন, হৃদি-ফুলহার।
মধুর মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাহি বারে বার।
কুসুম-কানন মন, কেন রে বিজন ঘন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুঃখে, কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে,
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার?
হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুসুমাঞ্জলি প্রেম উপহার,
ধর ধর প্রেম উপহার ॥ ৩৮ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে?
হৃদয় স'পেছি যারে আপনারি জ্ঞানে।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেমতুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি এঁকে, অতি যতনে ॥ ৩৯ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এসে বিপিনে সইলো একি হইল,
হেরে নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল।
যখন পরশিল সে কোমল করে, অধীরা হইলাম অন্তরে অন্তরে,
কুসুম মুঞ্জরী যেমন রে, কুসুম-শরসম মম হৃদে পশিল ॥ ৪০ ॥

কাফি সিন্ধু—ছেপ্‌কা।

কামিনী-কুসুম শোভা আরো মনোহর হ’তো,
সতত তাহাতে যদি সতীত্ব সৌরভ র’তো।
না তেয়াগি কুলমান, এক জনে সঁপে প্রাণ,
জীবনের চিরদিন নিষ্কলঙ্কে কাটাইতো।
কীট সম কলঙ্কেতে, শশী যে হৃদি মাঝেতে,
নব বিকশিত কালে, শোভা তায় না রহিতো।
কিম্বা সহৃদয় জনে, তুষিয়ে অতি যতনে,
গাঁথিয়ে প্রণয় হার, হৃদয়ে সুখা রাখিতো॥ ৪১॥

সাহানা—একতালা।

শারদ লতিকা সম ললিত ললনা কায়,
বিধি কি সুখের নিধি নারী নিরমিল হায়!
যদি রে কামিনী কুল, হ’ত কাননের ফুল,
তুলে এনে অনুরাগে তোড়া বাধিতাম তায়,-
অথবা গাঁথিয়ে মালা দিতাম গলায়॥ ৪২॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রূপেরি সাগরে ডুবিল (আঁখি আমার);
না জানে সাঁতার, আঁখি কেমনে পার হবে বল।
আঁখিরে তুলিবে বলে মন পুনঃ ঝাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়া জালে, বন্দি হয়ে রহিল।
ছিড়িল ধৈরজ গুণ, অস্থির হতেছে মন,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহ তরি ভাঙ্গিল॥ ৪৩॥

খাম্বাজ—তেতালা।

একি হলো দায়, সেতো নাহি ফিরে চায়,
তবু তারে অনুক্ষণ নয়ন হেরিতে চায়।
যদি আঁখি মুদে থাকি, অন্য দিকে মন রাখি,
তবুও যে পোড়া আঁখি মনেতে হেরে তায়॥ ৪৪॥

সাহানা—যৎ।

সাধে কি গোলাপ ফুলে আমি ভালবাসি সই,
আমার মনের কথা শোন সখি তোরে কই।
আমি যারে ভালবাসি, তার মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম মাঝে মাঝে পড়ে খসি।
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে রাখে লুকাইয়ে।
সে হাসি জমাট হয়ে, ধরা বক্ষ বিদরিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে, ফুটে ফুটে উঠে ওই॥ ৪৫॥

টোরী—একতালা।

অয়ি অয়ি প্রাণ প্রিয়ে! বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ ছবি করিল সৃজন লো?
কি দিয়ে নয়ন ছুটি, যেন নীলোৎপল ফুটি,
গড়িল গড়িল এই হাসি সুশোভন লো?
কি হেন জগতে আছে, ভজনীয় তব কাছে?
যা হেরি কিছুই নয় অসার কেবল লো।
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিতপটে,
কিন্তু হেরি মুখ তব তা ভাবা বিফল লো।
বিশেষ তোমাতে প্রিয়ে, সেটি কি যাহাতে হিয়ে,
জুড়ায় আনন্দময় নিরখি ভুবন লো?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যার,
বুঝেছি প্রেয়সি সেটি প্রণয় রতন লো॥ ৪৬॥

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সে মোহন রূপে কেন ভুলিল প্রেমনয়ন।
চারুহাসি ভালবাসি, প্রাণ উদাসী কি কারণ।
সখী-সনে বনে বনে, শিখেছি কুসুম-খেলা,
সে খেলা খেলিতে প্রাণে, বাড়ে যে বিরহ-জ্বালা,
কে নিবারে কোথা তারে, পাব আজি দরশন॥ ৪৭॥

ব্রজবুলি।

সখীরে তু বোলো কাঁহে এত মন মজিলো,
যব দেখনু সো হাসি পরাণে হৈনু উদাসী স্বর শুনি হইনু পাগলো।
কি আছে সে আঁখিয়াতে সই পরাণ হারালো,
সখীরে তু বোলো কাহে মেরা এয়সা ভেলো
আপনা শুধায়ে সখী উত্তর না পাওয়লো ॥ ৪৮ ॥

কাফি—যৎ।

এই মল্লিকাটী পরাইব চুলে এইটী সাজাব কাণের দুলে।
গাঁথি মালিকা বকুল ফুলে দোলাব সখীর কবরী মুলে।
গাঁথ গে মালা কানন বালা, তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি! ফুটেছে চামেলি,
যাই আমি যাই আনিগে তুলে ॥ ৪৯ ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফিরে ;এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন মাঝারে।
তিল তিল করে বিধি, লয়ে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমণী-নিধি, অতুলনা করে ;
প্রিয়ার বদন-শোভা, মুনি-জন মনোলোভা,
শশী হয় হীনপ্রভা, সে শোভা হেরে।
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রফুল্ল সরোজ-মুখী,
রূপ হেরে মন-পাখী, না রহে হৃদি পিঞ্জরে।
অরোষ্ঠ সুবিমল, জিনি পক্ক বিম্বফল,
দশন মুকুতা ফল, সম শোভা পায়,—
নব নিতম্বিনী ধনী, গমন মরাল জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী গিয়াছে কান্তারে ;—
বচনে অমিয় রাশি, ক্ষরিতেছে দিবানিশি,
ভাবুক মন উদাসী, করে রে কটাক্ষ-শরে ॥ ৫০

বিষবৃক্ষ মধুমোসাহেবের—গীত।

রূপে আপন হারা, সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরী ধারা।
।সিতে যাচি, ভালবাসিলে বাঁচি হাসিলে [হাসিব হব নয়ন তারা।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা ॥ ৫১ ॥

পাহাড়ী পিলু—ঠুংরী।

রূপে মজিল রে মন।
বিলাসে লালসা হাঁসি, পসিল হৃদয়ে হাঁসি
প্রণয় বাসনা বসে হইনু মগন ॥ ৫২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যামান।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত,
তব রূপে হরেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত;
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
কর‍্ছে আমায় নাটাপাটা, জ্ঞানহারা পাগলের মত;
তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত;
ভালবেসে হল এ দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি বলে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকী মত;
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে. কর নাথ সজীবিত;
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, মোচে না যত্ন কর যত ॥ ৫৩ ॥

।মার মন চাহে যারে—তাহার রূপ নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণ প্রেয়সী।
য়ন চকোর পিয়ে সুধা যার, সেই জন তার শারদ শশী ॥৫৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

কব কি তার রূপের তুলনা, বিনোদিনী ধনি ও কথা তুলনা।
সে যে রূপবান, হেরি সে বয়ান, লাগে ফুলবান, জ্ঞান থাকে না।
হেরিয়ে সুবর্ণ সুবর্ণ লুকায়, হরিতাল যত হারিয়ে পলায়,
হরিদ্রা চম্পক আছয়ে কোথায় এ সব হেরিতে মন চাহে না।
নয়নের শোভা হেরে শতদল, লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজদল,
জলে করে বাস স্থলের নিবাস অভিলাষ করে না॥
সুধাকর জিনি বিমল বদন, সেরূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন,
অনঙ্গ হইয়ে করয়ে, রোদন তত্থ প্রকাশিতে তাই পারে না॥ ৫৫।

কেদারা—কাওয়ালী।

কি আছে তোমার মনে, তাহা জানিব কেমনে।
ভালবাসি তাই আসি, দেখা নয়নে নয়নে।
আশা না পূরাতে পার, যন্ত্রণা দিও না আর,
পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বলে যাও মানে মানে॥ ৫৬॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

চোখের দেখা একবার দেখিব তারে,
আঁখি ছল ছল করে, তারে না হেরে।
তার রূপ গুণ শুনে, অস্থির হতেছি প্রাণে,
পোড়া প্রাণে, কোন ক্রমে মানা না মানে।
মন জানে, ধর্ম্ম জানে, অন্যে জানিবে কেমনে,
যে জ্বালা সে জন বিনে; কহিব কাহারে॥ ৫৭॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়,
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়।
শুন লো সজনি আগেতে না জানি,
ভালবেসে অবশেষে কাঁদাবে আমায়॥ ৫৮॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি।
উচাটন হয় মম প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী।
একে তো অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার না পারে আসিতে,
সই সই আমিরে সই তারে বড় ভালবাসি॥ ৫৯॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়েদে, ছেড়েদে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী)
বল কে তোরা রাখলি ধরে অবলারে দিসনে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দেগো ব'লে, হৃদ্‌পিঞ্জরে ধরে রাখি।
দেখা পেলে এই বার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখব তারে আর কি মুদিব আঁখি॥ ৬০॥

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা,
মারিলে মারিতে পার, কাটিলে কে করে মানা।
অপরাধ করি পায়, যা কর তা শোভা পায়,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা॥ ৬১॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি।
মম মন কহে সখি, আর না হ'ব সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ, অধীন তাহারি॥ ৬২॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সি!
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে দুখ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি।
যে দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
আঁখি নীরে সদা ভাসি॥ ৬৩॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

চোখের দেখা দেখে যাব, কিন্তু আশা না ছাড়িব,
তোমার যে ভালবাসা কোন দিন অপমান হব।
মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা,
হতেছে প্রেম পিপাসা, যতদিন প্রাণে বাঁচিব॥ ৬৪॥

আশা যোগিয়া—একতালা।

ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী,
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী?
রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ত্ব তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি? ৬৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়জন সমাগমে আজি মন আনন্দে পুলকিত হইল,
বহুদিন পরে দেখিয়া তোমারে প্রীতি সরোবর উথলিল।
করহে বিতরণ প্রণয়ালিঙ্গন, নির্ব্বাণ কর বিরহানল,
আশাভরে মন ছিল এত দিন, উচাটন সদা চঞ্চল;
হেরি তোমাধনে সকল ভাবনা দূরে গেল॥ ৬৬

খাম্বাজ—একতালা।

মুখের হাসি চাপলে কি রয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে,
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে।
লাজের শাসন মানে কি মন, সরম ভূষণ নারীর বলে,
লো) ব্যথার ব্যথী হয়লো যে জন তারে কি ভুলাবি ছলে ॥ ৬৭ ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

আমি কি জানি প্রিয়ে অন্তর অন্তরে,
কি আর নাহিক জানি তোমার অন্তরে,
দিবানিশি আছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর-অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥ ৬৮ ॥

পিলু—যৎ।

আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যা শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ, গুলো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরে রতিপতি পড়ে রবে চরণে ॥ ৬৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম কি অমূল্য ধন।
প্রেমগুণে বাধা এই অখিলভুবন।
য়ে পশিল খনি, পূর্ণ তাহে প্রেম-মণি পয়োধর মাঝে যথা,
ননী হয় দরশন।
ষম বিচ্ছেদ-ঝড়ে, প্রেম-তরু নাহি নড়ে, পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে,
প্রেমের কারণ।
মথি হৃদি-জল-নিধি, নিরমিল প্রেমনিধি,
নির্জ্জনে বসিয়ে বিধি করিল সৃজন ॥ ৭০ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল!
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারও কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুতপ্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যেজন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনল ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥ ৭১॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন?
আঁখিতে যে যত হেরে, সব কি তার মনে ধরে,
প্রাণের মত পেলে পরে সেই হয় হৃদিরঞ্জন॥ ৭২॥

ভূপালী—যৎ।

আমার পিপাসা—আশা আমারি হৃদয়ে থাক্।
এ যাতনায় এ কল্পনায় আমারি পরাণ যাক্।
সে অতি কোমল লতা বুঝেনা প্রেমের ব্যথা,
বলিলে দুখের কথা, সে শুধু হয় অবাক্॥ ৭৩॥

সাহানা—আড়খেমটা।

প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি কারো মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবেনা ভালবাসা সে জানে না॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা? ৭৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সই স'পেছি প্রাণ সে চরণে,
তিনি বিনে মম জ্ঞানে, নাহি জানি অন্য জনে।
যত দিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান, তিনি ধ্যান,
এ হৃদে অন্যের স্থান, দিবনা স্বপনে।
যার প্রেম-সুধাকরে, সতত শীতল করে,
বল সেই সুধাকরে ভুলিব কেমনে? ৭৫ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভোলা হলো দায়, সখি তায় পড়ে মনে,
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি, ছি ছি ছি নয়নে!
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে [illegible] গঞ্জনা,
সেই কারে কই, তারে বই, দুঃখ রহ[illegible] মনে মনে। ৭৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

সেই পারে প্রেম রাখিবারে, যেজন বিচ্ছেদ [illegible] জয়ী করে রে।
করা দুষ্কর নয়, রাখা বিচিন্ত প্রায়,
যে জন মগ্ন রসিক বাজ র[illegible]
মান অপমান, সমান জ্ঞান, সুখ দুঃখ সমভাব [illegible] অন্তরে রে। ৭৭ ॥

জংলা—কাওয়ালী।

কে জানে প্রেম কি রতন,
কেন দেখে শশী, [illegible] উথলে সরসী,
কুমুদিনী হাসে অনুক্ষণ।
তপন সন্তাপে [illegible]
পদ্মিনী সে ভাবে হয় প্রফুল্ল
জ্বলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে,
কে জানে কি ভাব সে কেমন! ৭৮ ॥

গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি সই শিখিতে হয়, মানুষের কাছে নয়;—
সাঁজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময়;
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা, খেল্‌চে কেমন সাজের বেলা,
আধেক আধার আধেক আলা, কমল বালা চেয়ে রয়;
দূরে দুজন—তবুও প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥ ৭৯॥

পিলু বারোয়া—দাদ্‌রা।

প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেমতো রবে না,
পিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পাবে না।
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেম চায় যোল আনা প্রাণ,
(সয়না কথার টান)
প্রেম সরু সূতোয় বাঁধাবাঁধি, বাতাসের তো ভর সবে না॥ ৮০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাবের ভাবনা জলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
প্রেমমণি নিতে তুলে, আসিয়াছি প্রেমময়!
প্রেমের দুয়ারে বসি, প্রেম পাই দিবানিশি,
গলায় প্রেমের ফাঁসি সাধে পরি প্রেমালয়।
নাথ হে, প্রেমের গতি, শিখাও প্রেমের রীতি,
তোমার প্রেমের প্রতি, মন আঁখি চেয়ে রয়॥ ৮১॥

বারোয়া—ঠুংরি।

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সেধন।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
মথি আমানিশান্তরে, শশীর শোভন॥ ৮২॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুল না রে এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন, থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি, ও বদন ক্ষণে না হেরিলে পরে।
কুল-শীল লাজ-ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত, প্রাণ মন তব করে ॥ ৮৩ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণনাথ এমন কথা আমারে ব'ল না,
স্বভাবে অবলা জাতি নাহি জানি ছলনা।
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
যথা সূর্য্যমুখী সতী, রবি বিনে বাঁচে না।
অলি দেখি সরোজিনী, সদা হয় প্রমোদিনী,
নিদয়া বলিয়ে মোরে বৃথা কর প্রতারনা ॥ ৮৪ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে, ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দিবো, ফুটবে কুঁড়ি দেখবো তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা খেলবো সুখে আয় না ভাই ॥ ৮৫ ॥

ভৈরবী—একতালা।

দেখব যদি রাখতে পারি গোপনে!
অধরে আদর হেরে করব আদর যতনে ॥
নীরবে প্রেমের খেলা, নীরবে দিব মালা,
নীরবে হেরব শশী, বসে নীরবগগণে ॥
নীরবে হেরব বধু, নীরবে ফুল ঢালবে মধু,
প্রাণে প্রাণে বাজবে বীণে, নীরব কুসুমকাননে ॥ ৮৬ ॥

পিলু—কাওয়ালী।

হা কে বলে দেবে সে ভালবাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে ॥ ৮৭ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কে চিনিবে রে! প্রেম-ধনে। প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে।
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝি বা আপনি রূপ,
ধরিল যুগলরূপ, লীলার কারণে।
কি কব তাহার শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে।
নিশিথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
সে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার হৃদয়-ভবনে ॥ ৮৮ ॥

গৌরী—ঢিমা তেতালা।

কে তুমি হে কাননে, বংশীধারী মনোহারী বসিয়ে গিরি নির্জ্জনে?
মোহন মুরলীতানে মধুর সুস্বরগানে যুগল শরসন্ধানে
বিঁধিলে কুরঙ্গী জনে।
শুনিয়ে চিত চমকে আশা দামিনীনলকে পুলকে প্রতিপলকে
আপনা পাসরি মনে ॥ ৮৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে?
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে ॥ ৯০ ॥

যোগিয়া—যৎ।

ভালবাসিলে ভালবাসা কি হয়?
চাঁদ হইলে উদয় চাঁদ ধরা দেবার নয়॥
দেখ চাঁদের ভালবাসা আছে, ধরাদেয় চকোরের কাছে,
সুধাদানে সুখে রাখে মন;
মন যদি ঐক্য থাকে প্রেম ঘটে চোকে চোকে,
নয়নের কোণে প্রেম লুকাইয়ে রয়॥ ৯১॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি করে লোকেরি কথায়;
সেই মন প্রাণধন, মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি, না মানে নিষেধ বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায়॥ ৯২॥

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন দ্বয়ে হেরি যদি তারে,
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখশশী হেরিলে, দুখ যায় দূরে॥ ৯৩॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত ভালবাসি সেই প্রাণেরি ধনে।
যেজন মনে মনে কাড়ি নিল মম মনে।
দেখিছে সদা অন্তর, সেইরূপ মনোহর,
ভাতিছে সদা অন্তর, তাহারি সেই কারণে।
প্রাণেরি অধিক প্রাণ, সেধন আমারি প্রাণ,
ধন, জন, মন, প্রাণ, সকলি সেই কারণে॥ ৯৪॥

কল্যাণ—জলদ তেতালা।

আমি কি কখন তারে অন্তরে রাখিতে পারি।
তিলেক অন্তরে যার ধৈরজ ধরিতে নারি।
লয়েছি যে প্রেমধার, কেমনে শুধিব আর,
সে আমার আমি তার, প্রাণান্তে হবো তাহারি॥ ৯৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ভুলিতে কি পারি তব বিমল মুখকমল।
দিবাকর সরোজিনী অন্তর কবে তা বল।
ভিন্ন দেহ এক প্রাণ তুমি জল আমি মীন.
বারি বিনে চাতকের কি আছে বল সম্বল॥ ১৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়. কে ভুলে হৃদয় ধনে?
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে?
আশাতে নিরাশাবলে. তোমারে কি যাব ভুলে,
সে তো নয়রে ভালবাসা সুখ-আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভালবাসা,
ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি, দলিত হৃদয়ে আনি.
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে॥ ১৭॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

'কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে.'
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে!
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুল-ধনু,
কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে;
অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে?
অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে॥
নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥ ১৮॥

গৌরসারং—তেতালা।

আর কেন ব্যাকুল প্রাণনাথ? যাই যাই যাই তব পাশে এখনই
তব আকর্ষণে আজি, প্রাণনাথ, সব বন্ধন ছেদন হল॥ ১৯॥

সিন্ধু—একতালা।

কেন কি ভাবে এ ভাবে সখা আজ হে উদয়।
রসহীন কেন প্রাণ মনস্থির নয়!
বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিতে যে ভালবাসি,
রাহুগ্রস্ত যেন শশী আছে মেঘাশ্রয়॥ ১০০॥

আগে তোমায় দেখলে সখা, হোতো পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাদ॥
এসো বসো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দেবে তায়॥
সে তোমাকে, আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা॥ ১০১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও।
চাতুরী না করো নাথ, এ অভাগীর মাথা খাও॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,
বল দেখি প্রাণনাথ, কার কাছে রেখে যাও॥ ১০২॥

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল, প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গাতরী ধরে ভাসে পারাবারে, ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়, আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজ ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে, শুধু আধখানি ভালবাসা॥ ১০৩॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এবার মিলন হলে তারি সনে, সই কখন বিচ্ছেদ আর করিব না জেনে
অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মন-সূতা দিয়ে বাধি, অতি যতনে।
মনে মন মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া,
অন্য স্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণপণে ॥ ০৪ ॥

ললিত ভৈরবী—একতালা।

কি আর গাইব, কারে বা শুনাব, প্রাণভরা ভালবাসা ?
সুরভরাবীণা খসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকাল আশা।
থাক্ থাক্ বীণে! নীরব হইয়ে আমিও নীরব এবে ;
মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে কে আর বাধিয়ে দিবে ?
মনেই রহিল মনের বাসনা
মুখে না ফুটিল ভাষা ;
সুরভরা বীণা সহিত ভাঙ্গিল বুকভরা ভালবাসা।
প্রাণের কোকিলা! আর কি গাইবি আমার গানের তানে ?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে ?
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল, মিশা'ল ছবির ছায়া ;
কে হেন নিঠুর একাজ করিল, নাই কিরে দয়ামায়া ॥ ১০৫ ॥

মাঝ—কাওয়ালী।

এস এস প্রাণধন করিব যতন! রাখিব হৃদয়ে তোমায় করি হৃদিধন
যতনে প্রসূন তুলে, গেথে মালা দিব গলে,
আমোদে উভয়ে মিলে, রব অনুক্ষণ ;
উড়িয়ে গগনে মোরা, করিব প্রণয়-ক্রীড়া,
ভাসিব সাগরে সুখে, উল্লাসে কখন।
প্রণয় সাগর মাঝে, কত যে তরঙ্গ আছে,
একে একে সব মোরা করিব গণন ॥ ১০৬ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রেমিতো সজনি জানি এই, যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।
পরেরি সনে করে প্রণয়, পরের লাগিয়ে প্রাণে মরি গিয়ে.
পর যদি আপনারি হয়।
আমারে যেজন করয়ে মমতা, সরলতা ব্যাভারেতে সই।
তারি কেমন স্বভাব গো সখি। বিনা মূলে তার দাসী হই ॥ ১০৭ ॥

সুরট মল্লার—আড়া।

দুরাশা এ মন তব আকিঞ্চন বৃথা হয়।
দেব-সুদুর্ল্লভ যাহা, অধমে তা কোথা পায় ॥
রূপবতী সুশিক্ষিতা, মূর্ত্তিমতী সরলতা,
সর্ব্বগুণে বিভূষিতা, কেমনে পাশরি তায় ॥ ১০৮ ॥

বেহাগ—যৎ।

কি আমার অযতনের ধন, মনপ্রাণ যার লাগি সদা উচাটন;
তাহার মধুর হাসি, ভাবি মনে দিবা নিশি,
সে আমার পূর্ণিমার শশী—সে বিনে আঁধার ভুবন ॥ ১০৯ ॥

পিলু—ঝাঁপতাল।

ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর—
আমারি হৃদয় সখি দিব উপহার।
এত ভালবাসা সখি, কোন হৃদে বল দেখি,
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার? ১১০ ॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

পাব সে দিন কবে, হেরিব তারে।
নয়ন সফল হবে ভাসিব সুখসাগরে ॥
সেরূপ মাধুরি যবে, নয়ন গোচরে রবে
মন প্রাণ জুড়াইবে, সব দুঃখ দূরে যাবে ॥ ১১১ ॥

সুরট মোল্লার—কাওয়ালী।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর কেবা আছে।
সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, মম কেহ নাহি আর।
দেহ প্রাণ যে আমার সকলি তোমার কাছে ॥ ১১২ ॥

মালকোষ বাহার—কাওয়ালী।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে ? দেখা দেবে ভালবেসে সে আমারে।
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সে ত তা বুঝে অন্তরে,
জেনে শুনে কোমল প্রাণে, বেদনা সে দিতে নারে ॥ ১১৩ ॥

ভৈরবী—যৎ।

সখী গো, মুছিতে ব'লোনা আঁখি-জল।
কি আর আমার আছে, এ আছে কেবল!
যা ছিল সে গেছে নিয়ে, সুধু এটি গেছে ফেলে দিয়ে,
বুঝি ভেবেছিলাম'—এটি থাক জীবন সম্বল" ॥ ১১৪ ॥

বিষ-বৃক্ষের দেবেন্দ্রের—গীত।

ওরে তারে যে বড় ভালবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণে ভালবেসে আসি ॥
না চাহিলে চেয়ে থাকি, সদা চোখে চোখে রাখি,
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি ॥ ১১৫ ॥

লয়লা-মজনু।

আরে লয়লা হামারি, হামারি লয়লা।
আরে নয়না হামারি হো গিয়া ময়লা ॥
হো হো লয়লা মুঝকো ময়লা কর্ দিয়া ;
(আরে) ম্যাঞ বাউরা হুয়া জী বাউরা হুয়া ॥ ১১৬ ॥

আমোদ—প্রমোদ।

তুমি যার তাঁরি থাক, আমার আমায় নিতে দাও।
চিনিয়ে দিছি চিনে নিছি সখা আমি নিই তুমি নাও॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি দুটি নবীন মুকুল।
আমি আমার পানে চাই, তুমি তোমার পানে চাও॥ ১১৭॥

লয়লা-মজনু।

লয়লা কি খেলা এ যে নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে খেলা এখন প্রেমে এলা॥
উঠলো সই যৌবন ফুটি, ভল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি বসে দুটী ধরে দুটির গলা।
পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হ'ল দেখসে প্রেমের মেলা॥ ১১৮॥

পিলু জজ—মল্লার যৎ।

সেই ভাল যে চাহে যারে।
আমিত ব্যথার ব্যথী ব্যথা ত দেব না তারে॥
ভালবেসে হেসে হেসে, সে পাশে বসিয়ে এসে,
যে ভালবাসে সে দূরে বসে দেখ্‌ব হাসি ভাসিব নয়ন ধারে॥১১৯

নট মল্লার—একতালা।

যেখানে যায় যাই সাথে সাথে;
ফিরে নাচায় বারেক দেখি কাঁদি বসে তফাতে॥
যদি জানতে পারি কোন পথে যাবে,
আগেই গিয়ে জল রেখে দি এলেইতো পাবে,
ফল রেখেদি ভিক্ষে করে যাতে খেতে কিছু পায় পথে॥
জানিরে মন পরবে না বাধন
সাধ্যি কি কার বুকে রাখে এ পুরুষ রতন,
কোন পথে হায় চলে যাবে একবার যদি এ মাতে॥ ১২০॥

খাম্বাজ মধ্যমান।

কে বলে ভালবাসা ভাল।
না বুঝে বাসিয়ে ভাল প্রাণ দহিল।
আর ভাল বাসিব না, মনেরে করিব মানা,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, বিস্মৃতি না ঘটিল ॥ ১২১

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে?
দিবানিশি সেই রূপ জাগিছে মনে।
ছার লোকলাজ ভয় কিম্বা গুরু গঞ্জনায়,
কেমনে ছাড়িব হায়! আমার সেই প্রাণধনে।
সে মোহন সুধা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, নিবারণ কেবা শুনে ॥ ১২২ ॥

বেহাগ—আড়া।

তোমাদের ভালবাসি,
পরাণে লাগিলে ব্যথা তোমাদেরি কাছে আসি।
আকুল পরাণ লয়ে, তোমাদের মুখ চাই
তাকালে স্নেহের চোকে মরমে গলিয়া যাই।
শত ব্যথা ভুলে গিয়ে, মুখ পানে থাকি চেয়ে,
জন্ম জন্ম দুঃখ পেয়ে, চাহি ওই স্নেহরাশি ॥ ১২৩ ॥

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে! বনমাঝে, কি মন মাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!
বলগো সজনি, এ সুখ রজনী, কোন্ খানে উদিয়াছে।
বন মাঝে কি মন মাঝে!
যাবে কি যাবনা মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে ফিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে ॥ ১২৪

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

অমর করেছ আগে প্রেম সুধাদানে,
এখন কি বধিতে পার বিচ্ছেদের বাণে।
পান করে যে প্রেমামৃত, তার কি আছয়ে মৃত,
রহে কেতু ছিন্নামৃত বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥ ১২৫ ॥

জয়জয়ন্তী—তিওট।

তাহারে রাখিব কেমনে, সদা নয়নে নয়নে।
পলকের অবসরে মনোহর মনে মনে ॥
যদি পারি ধরিবারে, রাখি হৃদি কারাগারে,
বাধিয়া প্রেমের গুণে, মনোজ শর শাসনে ॥ ১২৬ ॥

কালাড়া—জলদ্ তেতালা।

পীরিতি কলঙ্ক জানি তবু প্রেম ভালবাসি।
বিরহ-শশাঙ্ক হীনে, কভু নাহি অভিলাষী ॥
পীরিতি পঙ্কজ প্রায়, পঙ্কে জন্মে জেনে তায়,
কেঁবা করে অনাদর, করে হীন সহবাসী ॥
বিচ্ছেদ সম গরল, কালকূট হলাহল,
রত্নাকর জাত বলে, কে হয় তার প্রয়াসী ॥
তেমতি প্রেম বিচ্ছেদ, বুঝে দেখ ভেদাভেদ,
ব[illegible]স প্রেম পরিচ্ছেদ, কলঙ্ক সাগরে ভাসি ॥ ১২৭

বেহাগ—খেম্‌টা।

হে প্রিয়ে কি দিয়ে তুষিব তব ম[illegible]
প্রাণের অধিক প্রাণ, বল কি আ[illegible]
হেন প্রাণ তব স্থান, অগ্রে করে[illegible]
কি আছে তার সমান ওরে [illegible]

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখি হৃদয় আমার হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয়ে আমার হারিয়েছি?
প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে, মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে,
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে, হৃদয় আমার হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়, তারপর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়, কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী—পাপড়ি, সহেনি ভ্রমর চরণ ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত, জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায় সজনি হারিয়েছি॥ ১২৯॥

বঙ্গবিজেতা দেবদাসীগণের গীত।

টান পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায়ে তার প্রাণ দিয়েছে টান॥
বিনিসুতোর বাঁধন বড় দায়, বাঁধন খুললে খোলা যায়,
সহজে আর বাধা না যায়,—
বাধন খুলবোও না বাধবেও না রাখবো টানে টান॥ ১৩০॥

তুলসী—লীলা।

ফুটেছে ফুলটি সাধের রেখেছি সঙ্গোপনে,
পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে॥
মনের সাধ মনে আছে, জানাইনে কারো কাছে,
পেয়েছি মনের মতন মন্মথ ধন এত দিনে,—
প্রাণ খুলে প্রাণ ফুল দিতে তাই সাধ করেছি শ্রীচরণে॥ ১৩১॥

বেহাগ—খেমটা।

সখি, সে গোল কোথায়, তাঁরে ডেকে নিয়ে আয়
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরু তলায়॥
আজি এ মধুর সাঁজে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে;
লাবণ্য ফুটাবি লো তরু-লতায়॥ ১৩২॥

মিশ্র মোল্লার—একতালা।

আসে তবে কেন যেতে চায়? দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়;
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে ভেসে যাই,
ধরে রাখ, ধরে রাখ, সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
ধকের বেশে, সুখ নিশি এসে, বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জাগে থাক, জেগে থাক, বরষের সাধ নিমিষে মিলায়॥ ১৩৩॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সরল অন্তরে বল কারে তুমি ভালবাস;
সুধাইলে বিধুমুখী মুচকি মুচকি হাস॥
বহু দিন দে া নাই, মনেতে সন্দেহ তাই,
বুঝি কোন পুরুষেরে মনে মনে ভালবাস॥ ১৩৪॥

কপালকুণ্ডলায় মেহেরউন্নিসার—গীত।

ভালবাসা ভুলি কেমনে। ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে॥
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে॥ ১৩৫॥

মুলতান—কাওয়ালী।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রিয়ে বলে,
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে।
প্রথম মিলন কালে, করিলে যতন,
শেষে অকূল পাথারে আমায় ভাসাইলে ॥ ১৪৪ ॥

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি;
আমি ত প্রাণ দেব না প্রাণ নেবো না, আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা ধ'রে গলা, বেড়াই সদাই অভিলাষী;
তারা তুলে প'র্‌বো চুলে, ক'রবো চুরি চাঁদের হাসি ॥ ১৪৫ ॥

কালাংড়া—খেম্‌টা।

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনি,
তবু মুখ ফুটে বোলবো না।
ইসারাতে জানিয়ে যাবো,
রসিক হয়তো যাবে জানা।
সাগরে কামনা ক'রে, এবার পুরুষ হব ম'রে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে, মনের বেদনা ॥ ১৪৬ ॥

অহং কানেড়া—পোস্তা।

বলে ফুল ছুলে ছুলে তুলে দেলো বঁধুর গলে,
সোহাগ আর ক'র্‌বি কবে যাবে মধু বাসি হ'লে;
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে নে যা আদর ক'রে,
তোলনা আর পাবেনা বলে কুসুম হেসে চ'লে ॥ ১৪৭ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

পরের কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে,
যে জন মজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে।
সকলে বড় ত্যাতে, অন্যের হলে সবাই তাতে,
দেয় না যেন যাতে তাতে, কে না প্রেমে কেনা আছে? ১৪৮ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।
আত্ত দিয়েছি আমি দেখে শুনে,
আমি চোর দায়ে পড়েছি ধরা, প্রেম করে তোমার সনে।
যার নদীকূলে বাস, তার ভাবনা বারমাস,
হয় তো ভাল নয় তো মন্দ, নয়তো সর্ব্বনাশ,
আর প্রেম করবো না তোমার সনে ॥ ১৪৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।
আমি কি প্রিয়ে তোমারে ভুলিতে পারি,
যেখানে সেখানে থাকি, অনুগত তোমারি।
শুন প্রিয়ে তোমারে কই, তোমা ছাড়া কারো নই,
কথায় কথায় প্রাণেশ্বরি; করোনা বদনভারি ॥ ১৫০ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।
মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয় আয়রে।
মেঘেতে বিজলী হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ॥ ১৫১ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।
আমার যাবার সময় হল আমায় রাখিস না ধরে,
চোকের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটী, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটী,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে ॥১৫২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
সে কি আমার আতনের ধন,
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন।
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা ভাবি সকলি, প্রেমের কারণ ॥ ১৫৩ ॥

কীর্ত্তন—তুকস্থর।

সিন্ধুকূলে রই, নূতন তরি বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি পারে তোরা কে যাইবি গো,
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো।
ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই, কূল ত্যজে যাই,
অকূলমাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো ॥ ১৫৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পথ বলে লোকে নানা কাজ সদা করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে?
দূর থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,
সশর হইবে প্রাণ, নিকটে যাইলে পরে
চল চল হয়ে লীলা, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন,—
অত কি গলিতে হয়? যা ভেবেছ তাতো নয়,
করাল ভুজঙ্গ ও যে নাচিতেছে ফণা ধরে ॥ ১৫৫ ॥

কীর্ত্তন সুর।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহু দেশ,
কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ।
হিয়াপর রোপিনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি,
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি ॥ ১৫৬

মূলতান—আড়াঠেকা।

অন্বেষণে তারি, হব আমি ব্রহ্মচারী
মন চোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি।
প্রেমের যোগিনী হ'ব, প্রেম তীর্থে তপে রব,
প্রেয়সীর নাম ল'ব, প্রেম বাঘছাল পরি।
প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুটে খাব,
প্রেমধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি।
প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি ॥ ১৫৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এম্নি আমার মনে লাগে,
মরম শুনে আমার মনে, রূপসী গো তার কেন জাগে।
খুঁজবো তারে খুঁজে খুঁজে, রাখবো সাধে মরম মাঝে,
পূজবো তারে, ভজবো তারে, মজবো তারি অনুরাগে ॥ ১৫৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

দুখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব,
দুখে সুখ বোধ করে সদা তারে ভুষিব।
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে চাঁদবদন বিরলেতে হেরিব ॥ ১৫৯ ॥

খট মিশ্র—তরঙ্গ.

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা কখন হাসায় কখন কাঁদায়।
এই পায়ে ধরি,
এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্বলে, যাই থেকে সরি—
আবার না দেখে তায় তখনি মরি,—
হায় রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায় ॥ ১৬০ ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়,
কেমনে কুসুমকলি নীরবে শুকায়ে যায়!
দুরন্ত কৃতান্ত করে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিঁড়িয়াছে পাতাগুলি, বৃন্তটী ছেদিতে চায়॥ ১৬১॥

ইমন কল্যাণ—ঢিমেতেতালা।

প্রণয় যে জানে সে কেন করে না,
সে বিনে আমারই মনে আর তো ধরে না।
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি তরে মন নিতে সদা আকিঞ্চন;
যতন করিয়ে তারে পাই যাতনা॥ ১৬২॥

সিন্ধু—আড়খেমটা।

না হলে বিচ্ছেদ-দুখ প্রণয়ে কি সুখোদয়।
সোহাগা সংযোগে সই সুবর্ণ উজ্জ্বল হয়।
শুন ওলো গুণবতী, দুঃখিত হওনা অতি,
প্রণয়ের এই গতি, সুখ দুঃখ সবে কয়॥১৬৩॥

কালাংড়া—খেমটা।

আয় লো সজনি তোরা কে নাচিবি আয় লো,
মন সাধে প্রেম সাধ কে মিটাবি আয় লো
গগনে হাসিছে শশী, ফুল হাসে মৃদুবাসি,
চঞ্চল তটিনী-হাসি কে দেখিবি আয় লো।
গগনে উধাও হায়, মৃদুল পবন বায়,
অকূল সুধাংশু চাঁদে কে বাঁধিবি আয় লো॥ ১৬৪॥

পাহাড়ী—পিলু—খেমটা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে?
সাধে বাদ আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।
বেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে?
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে॥ ১৬৫॥

লুম খাম্বাজ—খেমটা।

ফুল তুলি আয় লো সজনি, সাজবো মনের সাধে
দেখবো কেমন প্রেমিক অলি কাঁদে কি না কাঁদে।
কুসুমেরি মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
তুলবো রতন কুসুম ভূষণ ধরবো রসিক চাঁদে।
ধরবে মোহিনী ছবি, সাজবো লো আজ বনদেবী
রাখবো খোঁপাতে বেঁধে মদনেরি ফাঁদে ॥ ১৬৬ ॥

পিলু খাম্বাজ—ভরতঙ্গা।

মুচ্‌কি হেসে চাঁদের হাসি চল্‌লো চাঁদবদনি,
চাঁদের করে সুর মিলিয়ে, তোল্‌ লো সই সুতান খানি।
রঙ্গন ফুলের রঙিন হাসি, দেখ্‌বি যদি আয়লো ধনি,
ঝোরে গেছে পাঁপ্‌ড়িগুলি, যেন ভাঙা রাঙ্গা চুনি ॥১৬৭॥

খাম্বাজ—কাশ্মীরি খেমটা,

আয় লো অলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা,
করে যতন, চারুচিকণ, গাঁথবো লো মালা :
দিব সজনি সখীর গলে প্রাণ জুড়াবে রাজবালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইকো সখি আর,—
প্রেম-বাঁধনে পতি-রতনে, বাঁধ্‌বে সখি গোকুল-বালা ॥ ১৬৮

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথা ঈষৎ হাসি কোথা চঞ্চল নয়ন।
কেন সখি অধোমুখে বসে বিরলে—
দেখিতে যে ভালবাসি কমলে খঞ্জন।
নবীন জলদ জালে, যেন চপলা উজলে,
মরি মরি নীলাম্বরে আবরি চারু বদন।
পারে কিরে চকোরে, পরশিতে সুধাকরে,
বিমল চন্দ্রিকা তরে করে পাখী আকিঞ্চন ॥ ১৬৯

পিলু—দাদ্‌রা।

ফুলের বাসর সখি সাজাইব আজি লো,
আয় সখি সবে মেলি ফুল সাজে সাজি লো।
ফুল-ধনু ফুল-তূণ, তাতে দিব ফুল-গুণ,
ফুল-হারে ফুল-ভারে, সাজাব ফুল-সাজি লো॥ ১৭০॥

পাহাড়ী পিলু—দাদ্‌রা।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো,
নাহি হেরি কুসুম মুঞ্জরি লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মন ব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরসী-নীর নেহারি লো॥ ১৭১॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে বাস বিলাতে চায়,
উষার কোলে হেসে দুলে শিশির মাখে গায়।
ফুলে ফুলে করি খেলা ফুলে ফুলে গাঁথি মালা,
ফুল কুমারি ফুলের রাণী হাসলে আসি পায়।
তাড়িয়ে অলি চুমিয়ে কলি শিহার মলয় বায়॥ ১৭২॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রাণ কি চায় রে কে জানে,
পোড়া মন টেকেনা এখানে।
হায় রে যদি চকোর হতেম উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
বসে বসে সুধা খেতেম, চেয়ে রইতেম চাঁদের পানে॥ ১৭৩॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

আমি কি তোমার কেনা এই জনরব ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না।
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি, তুমি যদি জান কেন,
আমায় নাহি ভাব না, বলিছে কি না॥ ১৭৪॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধরতে পারে ধরা দিই তারে,
বাঁধা থাকি বিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজ্‌তে পারে, সাধ করে সই মন কি সরে,
থাক্‌তে বোসে, পড়্‌বো ফাঁসে, যেচে কার তরে,
জোরে মন কেড়ে নিতে যে পারে সই, সে পারে॥ ৩৭৫॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রেমে কি সুখ হতো।
মন যারে ভালবাসে সে যদি ভালবাসিত।
কি শুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হানে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম-সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত॥ ৩৭৬॥

খাম্বাজ—আড়া।

এমন প্রাণ সুহৃদ কোথায় পাইব বল।
দেখিলে নয়নে যারে হৃদয় হইবে শীতল।
সুখ দুঃখে সমভাগী, প্রেমদানে অনুরাগী,
জীবনের সহযোগী চিরনির্ভরের স্থল।
আমি হইব তাহার, সেও হইবে আমার,
উভয়ে উভয়ে হৃদে রহিব অনন্তকাল॥ ৩৭৭॥

বাহার—কাওয়ালী।

খুলেদে তরণী খুলেদে তোরা, স্রোত বয়ে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে।
এই বেলা খুলে দে!
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছে পাল,
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয়রে॥ ৩৭৮

মিশ্র —কাওয়ালী।

যতনে গেঁথেছি বনফুলের মালা
সারাবাগান খুঁজে বেড়াই না মেলে সই বেলা।
বসন্তে ফুল ফুটে যত, শরতে কি মিলে তত,
না মিলে সেউতি বেলা, ও গো রাজবালা॥ ৫.১॥

মিশ্রখাম্বাজ—কাওয়ালী।

ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি!
তুই আয়রে কাছে আয়, আমি তোরে সাজিয়ে দি।
তোর হাতে মৃণালবালা, তোর কানে চাঁপার দুল।
তোমার মাথায় বেলের সী থি, তোর খোপায় বকুল ফুল॥৫৮০॥

মিশ্রখাম্বাজ——আড়খেমটা।

ও, দেখ্ বিরে ভাই আয়রে ছুটে, মোদের বকুল গাছে,
রাশি রাশি সব মত ফুল কত ফুটেছে।
কত, গাছের তলায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়,
ও ভাই, সাবধানেতে আয়রে হেথা, দিস্‌নে দ'লে পায়॥ ১৮৫॥

দেওগিরি—জলদ তেতালা।

দেখ পীরিতের সহ দুই গুণ। দিবাকর নিশাকর দুয়ের গুণ যেমন
প্রচণ্ড তপনবৎ বিরহ করে দাহন।
বিমল শশী স্বরূপ সুধাকরে বরিষণ॥ ৫৮২॥

সিন্ধু—ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেম সিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হতে পারে অরসিকে আতঙ্গ।
চাতুরী তরী তায়, আর মান ভুজঙ্গ।
প্রবল বিচ্ছেদ যায়, কখন ঘটায় কি রঙ্গ॥ ৫৮৩॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

অনুগত দোষী হলে তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরি এই রীতি, আপন করিয়ে লয়।
দেখুন মলয়াগিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গ, গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে ছেড়ে কি উদয় হয়? ৫৮৪॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন রূপেতে ভুলে মনভুলে গুণে, ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে,
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে॥ ৫৮৫॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেতকী এত কি প্রিয়তম ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ, এই কি তোমার?
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর॥ ৫৮৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান!
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ॥৫৮৭॥

কাফি-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
অন্য পরের উপাসনা বল তবে কে করিত।
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত॥ ৫৮৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন পীরিতি করিলাম মজিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি একি হ'লো দায়।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায়;
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায়॥ ৩৮৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অহঙ্কার কার'পর করিলে কে সহে।
যে করিল সোহাগিনী সেই বিনা কেহ নহে॥
আপন নহে সে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেইজন প্রয়োজন, সুখেসুখী দুঃখেদহে॥ ৩৯০॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

তবে তায় কে করে যতন, বশীভূত হত যদি আপনারি মন।
প্রথম মিলন কালে, হাতে শশী এনে দিলে,
প্রেম-ফাঁসি দিয়ে গলে, পায় যে জন॥ ৩৯১॥

কালাংড়া—আদ্ধা।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাতে প্রমাদ ভবে সহে কি কামিনী?
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব, শুন গুণমণি॥ ৩৯২॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন রাখা দেখাতে কি ফল, (ওরে প্রাণ আমার)
দেখিলে দ্বিগুণ জ্বলে, যেন দাবানল।
মজেছ হে নূতন প্রেমে, ভুলিলে হে ক্রমে ক্রমে,
আশা বুঝি পথভ্রমে, আমি যেন হলাহল॥ ৩৯৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেরে বনবাসিনী বালা।
যেন ভূপতিত, নক্ষত্রেরি মত, রূপে ঘনরাজি করেছে আলা॥
বিম্বাধরে কিবা বিষাদ হাসি, নিতম্বে ঢুলিছে চিকুররাশি,
আভরণ হীনা সোণার প্রতিমা, হরিত সাগরে সোণার ভেলা।
কে আনিল হেথা, এহেন রতন,
কি ভাবনা মেঘে ঢাকা ও বদন,
কি, লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে, অনন্ত সাগর লহরী লীলা॥১৯৪॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

(আয়লো অলি কুসুম তুলি—সুর)
নীল আকাশে ফুট্‌লো হেসে বিকচ কমল,
চকোর করিছে পান সাধে পরিমল।
রজত জোছনা নীরে, ভাসিছে ধরণী তল
নাচিছে তটিনী জল, আনন্দে বিহ্বল।
শীতল অনিলে মিলি, বহিছে চাঁদের হাসি,
বহিছে প্রমোদ রাশি, শান্তি নিরমল॥ ১৯৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

লুকায়ে লুকায়ে থাক মন আঁখি জল।
প্রাণের নিভৃত কক্ষে তব বাসস্থল॥
গভীর নিশীথে যবে, সকলে ঘুমায়ে রবে,
আঁধারে তখন ধীরে ঝোরো অবিরল।
সকলের হাঁসি হেরি, যেন গো হাঁসিতে পারি,
প্রাণের এ সাধ যেন না হয় বিফল।
পরের নয়ন ধারে মিশেছিস্ বারে বারে,
আবার মিশবি তোরে কে রোধিবে বল?
কিন্তু যবে চারি পাশে, সবে খেলে সবে হাসে,
সে সময়ে পারি যেন হাসিতে কেবল॥১৯৬॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আজ এ বিপিনে প্রাণ উথলি উঠিছে যেরে,
আপনি নয়ন ধারা-বহিছে সহস্র ধারে।
সেই সে কুসুমবন, সেই তরুলতাগণ,
কালেতে বেড়েছে কেহ, কেহ বা রয়েছে মরে;
শত সরোজেরদল, ছেয়েছে সরসী জল,
শতেক কানন পাখী গাইছে শাখীর শিরে,
তবু সব শূন্য প্রায়, প্রতি পাদপের গায়,
কালের করাল মূর্ত্তি বিকট ভ্রূকুটী ভরে।
গিয়েছে শৈশব সখা, আর না পাইব দেখা,
আর না খেলিব উভে একই তরুতলে।
দুটী কলি বাঁপা জলে, এক সঙ্গে খেলে দুলে,
আমিই একাকী হেথা, ভাসিব নয়ননীরে ॥ ১৯৭ ॥

ললিত—আড়া।

অনন্ত সুনীলাকাশে কে বেড়াবি আয়রে।
কে ফুটে থাকিবি ফুল গগণের গায়রে?
অসীম এ নভস্থলে, খুলে পক্ষ হেলে দুলে
কে খেলিবি পাখী হয়ে, নির্ম্মল বায়রে।
যেমন মানস-সরে, সলাজ লাবণ্য ভরে,
অস্ফুট কমলিনী সমীরে খেলায় রে ॥ ১৯৮ ॥

ললিত—আড়া।

এ হৃদয় কুল সখি শুখায়ে পড়েছে ওরে,
কেমনে কুসুম তুলি খেলো প্রমোদ ভরে।
বিমল এ জ্যোৎস্নায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুম কলি, আর কি উঠিতে পারে।
নাহিক সুরভি হাস; অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি, পাপড়ী গুলি যাবে ঝরে ॥ ১৯৯ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এইতো সে কুসুম কানন গো।
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষ রতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভাধরে,
সেইমত পিকবরে স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে মলয়ার সমীরণে
সুখোদয় যার সনে কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ ২০০ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমিক যে, দেখে না নয়নে রে, শ্রবণ ত করে না শ্রবণে।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে, প্রেমিকের ক্ষুধাতৃষ্ণা মনে ॥ ২০১।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণ যারে চায়, প্রেম পিপাসায়, সে যদি আমায় আপনি চায়।
অখিল সংসার, সুখের ভাণ্ডার, প্রেম পারাবার ভাসিয়ে যায় ॥ ২০২ ॥

টৌড়ি—একতালা।

মন-হরিনী আমার মন বনে পশিল,
মম ধৈর্য্য-তৃণ সব উন্মূলন করিল;
পাতিয়ে স্বপন পাশ, ধরিতে করিনু আশ,
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস অমনি খসিল ॥ ২০৩ ॥

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি, বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো, বসনে,বন্ধনে রাখে ॥
প্রতিপদের চাঁদ, হরিষে বিষাদ, নয়নে না দেখে উদয় লেখে,
দ্বিতীয়ের চাঁদ, কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে ॥ ২০৪ ॥

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

রোগ শোক ভরা ধরাতে কি দুখ কভু ধরিত কত?
রমণী মহৌষধ যদি নাহি থাকিত।
কি করে রোগ যাতনা, আপদ বিপদ নানা,
প্রেমময়ী নারী যদি বামে নাহি বিরাজিত।
সে কি শোকানলে ডরে, যেবা সদা হৃদে ধরে,
মমতা ঘটিত নারী হৃদি স্নেহ পূরিত।
দীনতা কি করে তার, আধার কুটীর যার,
লক্ষ্মীরূপা নারীরত্ন অযত্নেতে শোভিত।
এই জীবন ঘোর মরু, বিনে এই সুধ তরু,
জানি না এই দগ্ধ চিত কোথা আর জুড়াইত।
ভবের উদ্বেগ এত, না জানি কোথায় রহিত,
নারী বিধুমুখ যদি নাহি তাহে উদিত॥ ২০৫॥

ভৈরবী—যৎ।

কুসুম নিযুক্ত কেন তরুর সেবায়, চামরে গৃহ মার্জ্জনি হেরিনি কোথায়।
জল সেক পরিশ্রম, শ্বাস বহিছে ঘন,
ইন্দুমুখে বিন্দু ঘর্ম্ম শোভে মুকুতার প্রায়॥ ২০৬॥

বেহাগ—আড়া।

নবনলিনী নয়ননীরে নিবার লো।
বপু বিনোদ বিপিনে, বিহার লো॥
বন ফুলহার, দিয়ে উপহার, মনমোহন বদনে আবর লো॥ ২০৮

বেহাগ—আড়া।

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা বলে গেল সোণার পাখি,
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা চকে চকে রইল বাকি।
নয়ন কোণে চাইবি যত বাণ খাবি বাণ হানবি তত,
নীরবে প্রাণের কথা আখির সনে করে আঁখি॥

কালাংড়া—আদ্ধা।

ওলো কুহকিনী আশা ছুঁও না ছুঁও না মোরে।
তুলিয়ে অচল শিরে ফেলোনা দুঃখ পাথারে।
তোমার কাননে পশি, সব দুঃখ ভুলে বসি,
পুনঃ চেতনায় আমি ভাসি দুঃখের সাগরে।
নিরাশা প্রণয়ে কেন, তোমার ছলনা হেন,
মিনতি আমার যেন, দিওনা দুঃখ দাসীরে॥ ২০৯॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।

বিধুবদন কেন মলিন এমন অঞ্চলে ঢেকেছে কেন চঞ্চল নয়ন ?
কেন নির্জনে বসি সুলোচনে কেন করিছ রোদন ?
তড়িত জড়িত যেন স্বর্ণলতা শোভিছে সখি এখন,
দেখলো সজনি যাপিছে রজনী পরি রজত বসন ;
নবীনা যুবতী হাসে বসুমতী তুমি কাঁদ কি কারণ॥ ২১০॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

একবার যারে ভাল বেসেছি, তারে কি পারি ভুলিতে,
মন গেছে তারি কাছে নাহি পারি নিবারিতে।
মম আঁখি মম মন, নিয়ে দেখ সে কেমন,
বলিবে যদি তখন তবে পারিব ত্যজিতে॥ ২১১॥

বেহাগ।

নিরখি মধুর হাসি সই লো তব প্রেমাননে।
যেন হাসিছে প্রকৃতি সতী চির নবীন যৌবনে॥
আকাশে তারকা বিন্দু, সুধাকর পূর্ণ ইন্দু,
ভূতলে ভূধর সিন্ধু হাসে প্রফুল্ল বদনে।
তরুণ অরুণ হাসি বিদারি তামসী নিশি,
হাসে সৌদামিনী [illegible]
[illegible]
মাধবী মালতী হাসে [illegible]

বসন্ত বাহার—মধ্যমান।

তোমায় ভালবাসি ওলো কুসুম-কলি।
কত কথা বলি, নীরবে শুনলো তুমি হাসি হাসি;
হাসি কোথা শিখিলি সই ওলো কুসুম-কলি।
হাসি ভালবাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি হাসি বাঁধবো লো প্রাণ অলি আমি অভিলাষী ॥ ২১৩ ॥

রামকেলী বাহার—যৎ।

মন বুঝেনা মনের কথা, বুঝায়ে দেয়লো আঁখি।
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে, শিকল পরে আপনি পাখী।
হৃদিচাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশি মন পিয়াসি, হয় লো সুধার মাখামাখি।
কমল বড় ভালবাসি তাইতে বলে কমলিনী।
আদরিনী যার আদরে, তারি তরে বিদেশিনী ॥
পতি মে'র বনমালী, গাঁথেনা হার ঘুমায় খালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমায়, তাই ত থাকি একাকিনী ॥ ২১৪ ॥

কাঁয়োয়া—কাওয়ালী।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝে ও কেন যায় না ভোলা?
পরের পানে চেয়ে চেয়ে, চোক গেছে হইয়ে ঘোলা!
পরের গান গেয়ে গেয়ে, প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,
বুঝে সুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায় না খোলা ॥ ২১৫ ॥

ললিত - আড়াঠেকা।

আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু পরতে দিব সোনা।
আতর দিব শিশি ভোরে, গোলাপ দিব কার্বা কোরে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা ॥ ২১৬ ॥

মুলতানী—জলদ্ তেতালা।

নয়ন নাহি থাকিলে প্রেম কেন হবে বল।
মজাতে প্রেমে কেবল নয়ন দেখি সবল ॥
চক্ষু যদি না থাকিত, কেহ না কারে দেখিত,
কেন বা প্রেমে পড়িত দুঃখ সহিত কেবল ॥২১৭ ॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে।
রঙ্গেতে তুফান হয়েছে, আমার নূতন তরী ভাস্‌লো সুখে :
মাঝিতে হাল ধ'রেছে, হরে মুরারে হরে মুরারে।
ভেঙ্গে কুলির বাধ, পূরাই মনের সাধ,
আমার জোয়ার গাঙ্গে দল ছুটেছে রোধিবে কে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥ ২১৮ ॥

ললিত—আড়খেমটা।

কাঁটা বনে তুলিতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা, গেঁথে, কাণে পর্‌লেম দুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল ॥
মরি-মরব কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে, নবীন মুকুল ॥ ২১৯ ॥

ভৈরবী – ঢিমে তেতালা।

নারী হ'য়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত।
কে কোথা দেখেছে কে শুনেছে হেন অসঙ্গত ॥
মৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এই আভরণ,
সে মান সান্ত্বনা করা, আছে পুরুষের রীত।
ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি, মানে দেও জলাঞ্জলি,
কে একবার এসো বলি, থাকি জনমের মত ॥ ২২০ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

পাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথ্‌লে মালা।
গলায় দিলে খানিক মজা শেষ কালেতে হেলে ফেলা।
কোথা সে সৌরভ সুখ, কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
সে আদরের রস ভরে, ভ্রমরে করেনা খেলা ॥ ২২১ ॥

—

মল্লার—তিওট।

সই আমার কি হ'ল, পীরিতি করিয়ে পরাণ গেল।
পীরিতি বেদনা, যে জন জানে না, সে যেন করে না থাকিবে ভাল
পীরিতি-বিচ্ছেদঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে,
না মানে চন্দন, না মানে জল ॥২২২॥

—

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে তোরে শিখায়েছে বল প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না॥
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান;
এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ বলনা ॥ ২২৩ ॥

—

আলেয়া—যৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে, ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে।
যদি আসিবে ত্বরায়, লাগবে কিনারায়, তবে রই সই আর ডুবিনে।
মলয়ার সমীরণে, নদীর তুফানে, বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল, কত থাকে আর আশা-গুণে ॥২

—

ঝিঁঝিট—আড়া ঠেকা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হ'য়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে,
প্রেম-পিপাসিত জনে উপায় কি দেহ বলে।
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে ॥ ২২৫ ॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রাণ তোমারে ভালবাসি ভুলিতে না পারি আমি।
উভয়ে একত্রে ছিলাম ভিন্ন নহি আমি তুমি ॥
সে কথা পড়িলে মনে, রজনী কি দিনমানে,
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে, নয়ন জলে ভাসি আমি ॥
পড়েনা তোমার মনে, মরি আমি তোমা বিনে,
কর বা না কর মনে, ভাল তো বাসিব আমি ॥
কালী কহে সে কান্তমণি, জীবনের জীবন জানি,
ভাল না বেসে বাঁচে কি প্রাণী, আজ্ঞাকারী তাঁরই আমি ॥ ২২৬ ॥

খাম্বাজ-কাওয়ালী।

(আমি) প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে।
না জানি তার কেমন মন, না বাসে আমারে ॥
দেখি দেখি কত দিনে, সে আমারে করে মনে,
আমি তো চাতকীর মত হয়ে আছিরে ॥ ২২৭ ॥

খাম্বাজ—দাদরা।

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে।
আট্‌কে রাখ থাক্‌বে না প্রাণ, পায়েতে সই যায় লুটে ॥
স্বপ্ন কি সব বুঝিতে নারি হায়,
আর যদি হয় সখি পর প্রাণপণ তো তাইতে চায়,
আছে মনের কথা মনে মনে মন বোঝেনা তাই ছোটে ॥ ২২৮ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভুলিবার হোত যদি তা হোলে কি সাধিরে,
হৃদায় মরভি এঁকে দেখে সদা কাঁদিরে ॥
অন্যে রে ভুলিতে পারি, তোমারে ভুলিতে নারি,
ভুলিব কি বিধুমুখী বিধি প্রতিবাদী রে ॥ ২২৯ ॥

বাহার—ভৈরবী যৎ।

আজিরে ঘুমন্ত পাখিগণে জাগা'য়ে সঞ্চরে বায়ু কাননে।
হাসে তারাবলী সুখে গগনে।
নব সুখ-ভরে দম্পতী বিহরে কিবা শোভা সুখময় মিলনে॥ ২

দেশ—খেমটা।

কেমন সখি, আমার সাথে, পারিলিনে তো তুই।
হেতায় তুলিব যাতি, হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা যুই॥ ২৩১॥

কালাংড়া—কাওয়ালী—খেমটা।

চললো চললো সখি সারস্বত কুঞ্জে।
দেখ্‌বি কত রসিক সুজন সুপণ্ডিত পুঞ্জে॥
সেখানেতে সবে মিলি, আনন্দেতে কোর্‌বো কেলি,
নন্দন-কাননে যথা সুরবালা ভুঞ্জে॥ ২৩২॥

সাঁওন বেহাগ—খেমটা।

হাতে কাজ ভারি, তাইতে তার কাছেতে যেতে নারি।
বোঝেনা দাঁড়িয়ে থাকে, চোখো চোখো হ'লে কত ডাকে,
দেখে দেখিনে, সেথা থাকিলে,
কেঁদে ডাকে যদি তাকি সইতে পারি॥ ২৩৩॥

কাফি মিশ্র—ত্রিতালী।

চ'লে গেল বল কি করি।
পারি যদি ফিরিয়ে আনি তোর হ'য়ে পায়ে ধরি॥
নাইতো আমার মরমের মানা,
রাখে বা না রাখে মান যাবে তা জানা,
অরসিকের অপমানে মানতো যাবেনা,

ভৈরবী—খেমটা।

ও সখি হের হের কত সুরসিক জন,
নেহার নেহায় ধনি, কত মানী কত জ্ঞানী,
গুণগ্রাহী এ রা জানি, যেমন মরালগণ ॥ ২৩৫॥

গারা-ভৈরবী—পোস্তা।

বাতাসে নে যায় যে বাস শিশিরে আর রাখবে কত।
পরে পর পাপড়ি তুলে নিঙ্গুড়ে নেয় মনের মত ॥
ছুঁয়েছে রবির কিরণ তায়, শিহরি উঠছে আঁচের ঘায়,
বিবশা পোড়্‌চে ঢোলে ফুরাল সাধ প্রাণের ব্রত;
মলিনা মলিন মুখে—প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত ॥ ২৩৬

খট—খেমটা।

[illegible]র প্রাণ বাঁচেনা দিন রাত। সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাথ,
[illegible]নে, ধরনে, ললিত বচনে, হৃদে বাজে কুসুম শরাঘাত ॥ ২৩৭ ॥

ভৈরবী—ভর তঙ্গ।

ঊষা হাসিল ফুল ছুঁলি সমীরে।
করতালি দেলো ওলো ডাকলো মিহিরে ॥
রাঙ্গা আকাশ রাঙ্গা আভা-শিশিরে,
রাঙ্গা মেঘ রাঙ্গা সরে ধীরে ধীরে, রাঙ্গা মুকুর সুরধুনীর নীরে ॥
দেখলো মিহিরে ওই দেখলো মিহিরে;
ছুটে কিরণ আ স তরু শিরে শিরে,
নাচি নাচিয়ে আয় ঘুরে ফিরে ফিরে ॥ ২৩৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

(ওলো) ফুলে ফুলে আঁচলে ধরে না ধরে।
বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে॥
কলিকা কালামুখ, এখনো কচি খুকি,
কি বোলে ঝাঁপায়ে আসে মোরে, ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ঝোরে।
দিইলো করতালি, কানন হলো খালি;
নাড়া দিলে ডালে—কিছু না ঝরে।
কসি এঁটে আয় লো ধোরে নি করে॥ ২৩৯॥

আহামরি! বেস্‌তো ভাল বেসেছো।
বেস্ বেস্ বেস্ বশ কোরেছ, বাস্‌তে ভাল শিখিয়েছো॥
ছুট ছুটর পানে চাও, মুখভরা হাস, বুকভরা প্রেম নিতুই নূতন পাও।
বেস্ বেস্ বেস্ বেস্ শিখেছো প্রেম পিয়ালা গিলেছো॥ ২৪০॥

ইমন্‌কল্যান—আড়াঠেকা।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন রঞ্জন, বিধাতার বিধি বসে সবে নিমগন
বেগবতী স্রোতস্বতী তরঙ্গে টলায়ে ক্ষিতি
তাঁরি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন।
ঘোরে রবি শশী তারা, কভু নহে পথ হারা,
তিনিই সবারি সার সবারি জীবন॥ ২৪১॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

দেখ লো সজনি ধনি রমনীর শিরোমণি।
হাঁসিছে বিমল হাঁসি আনত আননখানি॥
হেরি চারু জটাভার, ধারা ধরে ধরাধর,
কিবা মধুর অধর, মাধুরি আধার মানি,
চল চল দুনয়ন, যেন কাম শরাসন,
নলিনী মৃণালে যেন সুগোল যুগল পাণি॥ ২৪২॥

প্রাণ চিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ, ভাল বাসাবাসি নহে নাটুয়ার নাট।
সরল পীরিতি মেলা, প্রাণ ধরাধরি খেলা,
ক্ষণে ধরা বাঁধাবাঁধি খুলিবে না ঝাঁট,
জীবনে মরণে দুঁহুঁ চলে এক বাঁট॥ ২৩৩॥

প্রাণে ভাল বাসাবাসি বাসনা আমার।
সবশে বিবসা বঁধু সোহাগে তোমার॥
ভাব যা ভাবনা মোর দোঁহে দোঁহা ভাবে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসায়॥ ২৪৪॥

পাহাড়ি জংলা—ঠুংরী।
প্রাণনাথ প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে হে।
ভালবাসি মধু হাসি মধুর অধরে হে॥
দেখো নাথ দেখো দেখো, অধিনীরে মনে রেখো
বিরহ বিষম দাহে যেন না জ্বলি—
অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভোরে হে॥ ২৪৫॥

পাহাড়ী—লোফা।
(বিধিরে) দারুণ অনলে কেন করিছ দহন।
অমরী করিয়ে মিছে করেছ সৃজন॥
অমরী না হলে পরে, জীবন যেত অন্তরে,
জীবন, জীবন ধনে করেছে কাল হরণ॥ ২৪৬॥

মিশ্র—দাদরা।
শুনছি নাকি এ বনে কি ফুল ফোটে।
যায় না বোঝা দেখে ঠেকা ফুলের গরব কে ছোটে॥
বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল, প্রাণ করে ব্যাকুল,
দেখি যদি বুঝতে পারি তার কি আমার ভুল:
ফুল ফুটেছে দেখে নাকি শুনেছি সই প্রাণ কোটে
বুঝি এ কথার কথা মনে ধরে না মোটে॥ ২৪৭॥

কামোদ খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা;
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা ॥ ২৪৭ ॥

——

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ও সখি চল চল কেলী কাননে। গাঁথিব মালা অতি সযতনে।
শারদীয় আগমনে, মাতিল সে নববনে
ধরণীরে সাজাইব চারুভূষণে।
পলাশ কুসুমিত অশোক বিকাসিত, সহকার মুকুলিত মাধবী সনে।
বিকচ কমল কুল, কলিকা পরিমল,
বাহিনী বহতা ধীর সমীরণে ॥ ২৪৮ ॥

——

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম মগনা রমণী মনি নেহার লো।
সুখ শশধর নিকরে নিহার লো ॥
শত শেতমণি, সুর শিরোমণি, নব কিরণে সুধার আধার লো ॥ ২৪৯ ॥

——

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেমটা।

আহা মরি মরি কিবা মাধুরি, হাসিছে সুখ সহচরি।
করিয়ে মঙ্গল গান, তুলিব সুতানে তান
পোহাল প্রণয়াকাশে শেষে সর্ব্বরী ॥ ২৫০ ॥

——

বেহাগ—আড়া।

অধরে অমৃত ধর দিবা যামিনী। পল্লব মৃণাল নেত্র নীল উৎপল
করতল শতদল চরণ নবনলিনী—
হেমমুখে মাখা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী ॥ ২৫১ ॥

ঝিঁঝিট— কাওয়ালী।

সাধ গো, ছাড়িয়ে যাই সংসার কারা,
স্বাধীন পাখীর মত, সাধ হয় অবিরত,
বেড়াই গগন-গায়, গীতে মাতোয়ারা।
অথবা প্রফুল্লমনে, সুন্দর গগনোদ্যানে,
ফুটে থাকি চিরতরে, স্নিগ্ধভাতি তারা॥ ২৫২॥

বেহাগ—ঠেকা।

ধিক্ ধিক্ মধুকরে! কে প্রেমিক বলে তায়?
কমলিনী ত্যজে যার কেতকীতে আশা ধায়।
মধুলোভা মধু আশে, ভ্রমে নানা পুষ্প-পাশে,
লম্পট নাগর যথা নিত্য নব নব চায়—
একে প্রীতি নাহি যার, প্রণয়ে কি সুখ তার?
এটা ছাড়ে, ওটা ধরে, কোথাও না সুখ পায়॥ ২৫৩॥

কেদার—ত্রিতালী।

আমরি কলি কি তোরে বলি,
প্রেম কোটালি মন ছেটালি গরবেই মলি।
যদি থাক্‌তো লো দর্পন, ফিরে কি আর কি দেখি ফুটেছিস কেমন,
যতনের থাকলে জিনিস করি তায় যতন,
যেচে মন পরকে দেব এ কথায় কি আর টলি॥ ২৫৪॥

কেদার ঝিল্লা—খেমটা।

প্রেম ফুটেছে নয়তো কি সই চাইলো তোর পানে।
বনে কি ফুল ফুটে ফুল দেখি বাগানে॥
দামিনীর দমকে চকো নয়তো কি দেখি,
কুমুদের কাছে বসে কিরণ কি মাখি,
দেখতে উষা কলির সনে জেগে কি থাকি;
ভ্রমর সনে ফুলের কথা যে শুনেছে সে জানে॥ ২৫৫॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

যদি সখ থাকেতো চেয়ে দেখ নয়তো চেও না।
মজতে যদি ভয় থাকেতো মজতে যেও না॥
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিনটী থাক্‌তে নয়,
মান, অপমান, সমান করে, সইতে কত হয়,
সয় যদি তো স'য়ে থেকো নয়তো সওনা:
পাও যদি পাও হীরে মাণিক আমায় পেওনা॥ ২৫৬॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রাণ তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি আঁখি,
অন্য জনার মন পেয়ে, আমারে দিওনা ফাঁকি।
শুন প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই, হৃদ-কমলে তোমায় দেখি॥ ২৫৭॥

প্রাণ যারে চায়, প্রাণ দিয়ে তায় চায়না কেন প্রাণ।
সে আপনা হারা, মাতোয়ারা, দেখ চাঁদ বয়ান॥
তার সনে তার কখন পরিচয় সুধালে তাই কয়না কথা মৌন ভরে রয়
সে যদি আপনা বেচে, বাড়ায় আপন মান।
ফুলের হাঁসি চাঁদের বুকের পর, কে যেন তায় বেঁধেছিল ঘর,
সেথায় তারে দিবানিশি করে সে সন্ধান,
কেঁদে কেঁদে দেখতে পেলে তায়, সরম ভয়ে দূরে সরে যায়
মরা প্রাণে যায় ডেকে তায় প্রেমের উজান বাণ,
ডাক্‌লে তারে একটু ইশারায়, লুটিয়ে পড়ে চরণে মিলায়
সে আত্মদানে আপনা সুখী চায়না প্রতিদান॥ ২৫৮॥

আমোদ প্রমোদ।

সোনামুখী পাখীটী আমার! সুখে দুখে সাথিটী আশার নিরাশার
পাখা দুটী বিছাইয়ে, উড়োতো উধাও হো'য়,
বোলো তাঁরে আমি যারে জানি আপনার॥
নীরব সে বীণা বিনা এ বীণার তার॥ ২৫৯॥

কালেংড়া—আড়াঠেকা।

কুচ-কমল কলিকে হেরে হইও না মানিনী।
অরুণ-নয়ন-গুণে প্রফুল্ল হবে এখনি ॥
কি ক্ষতি তোমার বল, যে ক্ষতি মম কেবল,
কথা রাখ বদন তোল, মিনতি করি রে ধনি ॥ ২৬০ ॥

ধুন সারঙ্গ—কাওয়ালী।

মরি মাধুরী ধরে কিবা ফুলবন।
..ন নরবরে নব নাগরী নগরী নবীন কুসুম হারে করে বরণ ॥ ২৬১ ॥

তাল—খেমটা।

..তার কোথায় লাগ যাদুমণি, ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদতো দেখনি।
..ডুবে জল খাও, তার প্রতিফল পাও, তরঙ্গেতে ফুটো দিলে হয় ডুবনি।
মনেতে করেছ আশা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
আসকে খেয়েছ যাদু, ফোঁড়্ত গণনি ॥ ২৬২ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা

কথা শুনে সরমে মরে যাই, ছিছি একি লো বালাই,
এসেছে সন্ন্যাসী নাকি, হবে নাত জামাই।
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে বর মন মতন, সন্ন্যাসী গোঁসাই ॥ ২৬৩ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভালবাসা জানালে। হাসি হাসি প্রেম ফাঁসি নাশিখারে পরালে।
পরেতে বিরহাগুণ, রেখেছ হতে দাহন,
কটুবাক্য তৃণসম, দিতেছ নির্ব্বাণ কালে ॥ ২৬৪ ॥

লুম—যৎ।

বলিব কি সখি আর তোমারে, হরেছে মন মনচোরে।
ইচ্ছা হয় মনচোরে, হৃদয়েরি হার করে, রাখি হৃদয় মাঝারে,
হেরি সদা নয়ন ভোরে, বলিব কি আর তোমারে ॥২৬৫॥

ভৈরবী—খেমটা।

আমি কি পাগল হব রে। ভালবাসা বিনে আমার প্রাণ গেল রে।
কি লাগিয়ে মন প্রাণ, সদা হয় উচাটন,
বিধি বড় নিদারুণ, দুঃখ দিল রে ॥ ২৬৬ ॥

বেহাগ—কাশ্মিরী খেমটা।

পাখি আর পুষবো না, শিকলি কাটা সে চল্লোনা।
পুষেছিলাম শ্যাম পাখি, সে আমায় দিয়েছে ফাঁকি,
কোথায় গেল বিধুমুখী, আমায় দিয়ে এ যন্ত্রণা।
ঠোঙ্গা ভরে দিতাম ছোলা, দাঁড়ে বসে দিত দোলা,
কোথায় গেল সে অবলা, আমায় দিয়ে এ যন্ত্রণা ॥ ২৬৭ ॥

পরজ—কাওয়ালী।

ঘোমটা খোল, বদন তোল, কথা কও মাথা খাও;
কেন যাও সরে, কাছে এস রে;—
যেন ফুলকোমুখী অবাক একি, পাশে গেলে পাশ কাটাও;
কেন—কেন অধোমুখী বল বল বিধুমুখী;
ওমা একি একি শ্যাম সেজেছে সেজেছে শ্যামাঙ্গিনী,
মন ভাঙ্গতে হয়েছে রমণী গুণমণি;
মন বাসনা পূর্ণ হবে না;
তুমি যাও ফিরে, বারে বারে জ্বালাও কেন রাধারাণী ॥ ২৬৮ ॥

লুম খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অনেক দিনের পরে দেখা, কেমন ছিলে বলনা।
দাসী বলে তখন ত মনে কি হে ছিল না ॥
আসি বলে চলে গেলে সে আসা কি এই আসিলে,
ভালবাসি বলে ফিরে আসিতে ভালবাস না ॥
তোমা-সনে প্রেম করে, জ্বালাতন ঘরে পরে,
যত দুঃখ সই অন্তরে, জেনেও কি তা জান না ॥ ২৬৯ ॥

জংলা—খেমটা।

তোর সঙ্গে প্রেম করে, ধনে প্রাণে হলেম সারা,
বর্ষাকালেতে যেমন, ভাঙ্গা ঘরে বসত করা;
প্রেম করে এই হ'ল, কাঁদিয়ে জনম গেল,
অবশেষে এই ঘটিল, যেমন কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা ॥ ২৭০ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এত ভালবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলাম মায়াজাল, অবলা বাঁধিবার তরে ॥ ২৭১ ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

নাগর মনের মত মিলিল ভাল, রূপে জুড়াই আঁখি ভুবন আলো;
কমল মধু কণা, অলি আর পেলে না,
ভাগ্যগুণে বুঝি অলি ভেকেরি হোলো ॥ ২৭২ ॥

জলদ—তেতালা।

পুরুষ কঠিন জাতি সৃষ্টি বিধাতার।
নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক সকল কুব্যবহার ॥
মিষ্ট কথা বলে কয়ে, রমণীরে ফাঁকি দিয়ে,
ভুলাইয়ে মন নিয়ে চায় না ফিরে আর ॥
যত দিন যৌবন থাকে, সে কয় দিন মান রাখে,
শেষে গলায় পরাইয়ে, কলঙ্কের হার ॥ ২৭৩ ॥

চিত্রাগৌরী—জলদ একতালা।

ঐ দেখ কাঁপলো লো বুঝি অলি এল লো, রাঙ্গা হাসি কলি হাসিল লো।
নীরবে নাগরে আদর করে, দোলে সোহাগ-ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে, কুসুম-সঙ্গিনী, উষা বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেসে রাঙ্গা ঢলিল লো ॥ ২৭৪ ॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

নাইকো আর কমলকলি অলি কি আর জোটে রে।
ডাটা-সার হয়েছে আমার নাইকো মধু মোটে রে ॥
ছোটে তারা যেখানেতে, নূতন কলি ফোটে রে,
নূতন পেলে, বাসি ফেলে, নূতন মধু লোটে রে ॥ ২৭৫ ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

যায় ডুবি যৌবনের তরি অকূল তুফানে।
মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারি নে।
প্রেম-নদী তুফানে ভরা, নাইক তার কূল কিনারা,
পাল তুলি কি হাল ধরি, তার উপায় দেখিনে ॥ ২৭৬ ॥

সাহানা—কাশ্মিরী খেমটা।

ওগো ও সখি, যায় বুঝি প্রাণ কোকিল স্বরে।
ত্বরায় এসে দে লো তোরা প্রাণপতিরে।
একেতো যৌবন ভার, সহিতে না পারি আর,
তাহে মদনের শর, দহে অবলারে। ২৭৭ ॥

বেহাগ—দাদরা।

সুখের লহর, যায়গো ছুটে, প্রাণ হলি সই পাগলপারা।
ছন্দ ধর সই, তান তোল সই, আয়গো খুলি প্রাণ-পসরা।
প্রাণের প্রাণ আসবে ছুটে, প্রাণের ফাঁদে পড়বে লুটে,
তাড়া হাওয়া যাবে টুটে, বইবে মলয় সুধার ধারা। ২৭৮ ॥

টোড়ী—আড়খেমটা।

এলাম সই তোদের পাড়াতে।
প্রেমজ্বরে মরিছে যে জন তারে বাঁচাতে।
ঔষধের এমনি গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
যোড়া লাগে ভাঙ্গা মন, ছুঁতে না ছুঁতে ॥ ২৭৯ ॥

খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিন্তারূপ তরুতলে।
মনেরে ভুলালে বুঝি প্রাণ, কুহক কৌশল ছলে।
রোষ কেশর চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলক-লতা, শ্রম বিনা শ্রমজলে।
নয়নে রোদন ঠার, হিল্লোল সলিল ধার,
লম্বিত মৌন হার, কিমনীয় মনোগলে॥ ২৮০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আদরে-আদরে ভাসন্ত ছিলে আদরে,
যে তোমায় করে আশ, তার দশা কি করিলে।
সজল জলদ তুমি তৃষিত চাতক আমি,
আমারে বঞ্চনা করে, কোথা বিন্দু বর ষলে॥ ২৮১॥

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কপট অন্তর এত দুখ দেওয়া ভাল নয়,
মনে দুঃখ দিলে পরে, প্রাণে দুখ পেতে হয়।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, প্রেম ভালবাসা গেছে জানা,
যে যাহারে ভালবাসে বাজারে তা জানা যায়॥ ২৮২॥

খাম্বা—পোস্তা।

একলা ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ।
অবলা পেয়ে মদন হানছে সদা ফুলবাণ।
যদি কেউ রসিক থাকে, মন প্রাণ দিই তাকে, রাখি সদা বুকে বুকে,
চলে যাই নে যায় যেথায়, ভাসিয়ে দিয়ে কুল-মান॥
মরি কি মধুর রাতি, কোর্‌বে গো সাথি, কোথায় পাই বাথার ব্যথী
জ্বালায়ে মদনের বাতি, নিশি করি অবসান॥ ২৮৩॥

বিভাস একতালা ।

নাতনি তুই যেমন স্বরূপা, তেমনি বর জুটেচে নেংটা খেপা।
যুবতী বালিকা কালে, গঙ্গাজল আর বিল্বদলে,
পূজলি পশুপতি পতি পাবি বলে,
সন্ন্যাসীর জন্যে কি করেছিলে পঞ্চতপা ॥
মনোমত ধন ব্রহ্মচারী জটাধারী, রজত-গিরির কোলে দোলে স্বর্ণ-চাপ
দেশ বিদেশে হয়ে যাবে সিদ্ধির ঝুলি বইতে হবে, সোনার অঙ্গে
ছাই মাখাবে, (ওলো ধনি) বাঁধিবে বেনী এলায়ে খোঁপা ॥ ২৮৪ ॥

বেহাগ - মধ্যমান ।

চন্দ্রশূন্য তারা শূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে,
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে ।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির,
আশার বিজলীরেখা উজলেনা এই হিয়ে ।
হৃদয়ের দেবতারে পূজনু জনম ধরে,
মর্ম্মভেদী যাতনায় অশ্রুজল দিয়ে ।
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে ॥ ২৮৫ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

(আমায়) ভালবাস না বাস ।
আমি তো কখন তোমার ছাড়িব না আশ ॥
যথা তথায় থাকি, তোমা বিনা হইনা সুখী,
বধিলে বধিতে পার, রাখিলে তোমারি যশ ॥ ২৮৬ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া

যতনে গাঁথিব আমি বকুল ফুলেরি মালা ।
দিব প্রাণ সখির গলে জুড়াবে মনের জ্বালা ॥
আমরা বনবাসিনী, হীরামতি নাহি জানি,
আদরে মালা দিলে করিবে না অবহেলা ॥ ২৮৭ ॥

আলাইয়া—একতালা।

যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে,
মদন-শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে।
শুক তারা প্রকাশিলে, বিভাবরী প্রভাতিলে,
সুখ-হারা হবে পুনঃ বিরহের দায় রে।
আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি সে শুকায়ে যাবে, কেবা তারে চায় রে॥ ২৮৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মষ্টি-ভঙ্গী, দৃষ্টি-হাসি অবিশ্বাসী নারী,
সোহাগের সামগ্রী বটে, বিচ্ছেদের কাটারী।
নারীর অন্ত পাওয়া ভার, উন্মত্ত এ ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারী;
মান ভাঙ্গলেন ভগবান্ নারীর পায়ে ধরি;—
নারীর জন্য কীচক মলো, রাবণ নির্ব্বংশ হলো,
আমি কি আর বুঝিব বল নারীর গুন চাতুরী॥২৮৯॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভুলি ভুলি ভোলা নাহি যায়, মন যারে চায়,
ভুলিতে সরে না মন, ভাবিতে যে চায়।
সে যদি ভুলিতে পারে, ভুলুক না সে আমারে,
আমি ত তিলেক-তরে, ভুলিব না তায়॥ ২৯০॥

খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

বরিষে আঁখি এ আর কেমন, বিচ্ছেদ বিবাদে এক করিতে রোদন
যদি বহু দিনান্তরে, পাইলাম প্রাণেশ্বরে,
তাহাতে সজলে হল দৃষ্টি আচ্ছাদন;
আমি তৃষিতা-চাতকী, আছি নীরদ নিরখি,
তুমি ত তা নহ কেন, কর বরিষণ॥ ২৯১॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।
কেন তাপিত কর সখি প্রাণ মন;
ধৈরজ ধর মনে, চারুবদনে, কেন বিষাদ-নীরে হতেছ মগন;
কমল-বদন-ভার সহিতে না পারি আর,
অন্তর বিদরে হেরে ও মুখ মলিন ॥ ২৯২ ॥

সাহানা—খেমটা।
মনমথ মনোরমা মরি মরি মিলিল,
মিথুন মিলনে মন মহামোদে মাতিল
মনোরমা মনোমত, মিলায়াছে মনোমত ॥
মধুমাখা মধুর মিলনে মন মজিল।
মানস-মোহন মিলনেতে মন মোহিল ॥ ২৯৩ ॥

ভৈরবী—আড়াখেমটা।
এই মালা যে গলে পরে, এমন রসিক দেখিনে।
অরসিকে ফুল বেচি নে, আমরা রসিক দেখলে ফিরাই নে।
যারা থাকে প্রেম-বাজারে, তাদের মালা বেচি ধারে,
নইলে কি প্রাণ চায় রে তারে, আমরা ভস্মে ঘৃত ঢালি নে ॥ ২৯৪ ।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
তুমি ভাল বাস না বাস রে প্রাণ।
তবু তব আসার আশে রেখেছি পরাণ।
তুমি প্রিয়ে নবঘন, আমি লো তৃষিত জন,
তোষ এই অভাজনে, করে বারি দান ॥ ১৫ ॥

ভৈরবী—পোস্তা।
সারা হলেম প্রাণ আমি সারা নিশি জাগিয়ে;
আছি যে প্রাণ ও তোমার মুখ চাহিয়ে ॥
অনেক দিনের অভিলাষী, সুখেতে বঞ্চিব নিশি,
কপালক্রমে ছুদিন আছি, উপবাসী হইয়ে ॥ ২৯৬ ॥

খাম্বাজ মিশ্র—খেম্‌টা।
এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
আঁখিতে দেয়লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি।
ছিছি লো হল একি দায়, ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়;
কে জানে কি আছে মনে, কাজ কি সরে আয়;—
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি।
শেষে ছাই মাথবো কি ছাই ভাল না ত এ হাসি ॥ ২৯৭ ॥

পিলু—কাওয়ালী।
মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখন হোলোনা বালা,
ফুলে ফুলে আচল ভরা তোর যেন্নো দেখি।
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি না কি? ২৯৮ ॥

বেহাগ—যৎ।
শশী বুঝি ভ্রমে উদিল, তারে হেরে এ যন্ত্রণা হলো;
ও বদন চাঁদ ধরা ফাঁদ, নারী হয়ে নারীর মন মোহিল ॥ ২৯৯ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
পাষাণ প্রাণে পাষাণ হয়ে, পাষাণীরে তেয়াগিলে।
পাষাণের আসান প্রাণে, প্রাণ তুমি প্রাণ দিয়েছিলে।
পাষাণ প্রাণ ফুলের মত, রেখেছিনু অবিরত,
তাইতে তুমি প্রাণনাথ, পাষাণীরে কাঁদাইলে ॥
পাষাণ হয়ে পাষাণ প্রাণে, পাষাণের দাম দিলে ॥ ৩০০ ॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।
ধর হে ব্রজবালা এনেছি মালা সুচিকণ
পড় গলে জুড়াক জীবন ॥
রেভি ফুলে গেঁথেছি মালা; দেখি টলে কিনা কালার মন ॥ ৩০১ ॥

ঝিঝিট—একতালা।

হেথায় একটী গাছের আড়ালে মালতী ফুটয়ে রয়েছে ভাই।
তাই তো, লো সখি, তুই থাক্ হেথা আমি তবে হোথা ছুটয়ে যাই।
না, না, ও যে মোর সাধের কুসুম কেন দিব সই তুলিতে তোরে।
এই দেখ্ দেখ্ যাই তোর আগে; তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে॥৩০২

খাম্বাজ—একতালা।

যা, যা, তুল্ গে লো তোর সাধের কুসুম দিবনা, লো, তোরে বাধা।
আমি তুলি এই মল্লিকার রাশি ফুটেছে কেমন আধা॥
এই ঢুলু ঢুলু মালতীর ফুলে, গাঁথিব মোহন মালা;
মরি কি তাহাতে মধুর মধুর সাজিবে রূপসী বালা! ৩০৩॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সুন্দরী হইলে কি হয়, বলি প্রাণ তোমায়।
রসবোধ না থাকিলে, রসবতী কেবা কয়॥
কেতকী (চম্পক) পুষ্পেরি গন্ধ, সবে বলে মকরন্দ,
তবে কেন সে ফুলেতে ভ্রমর বঞ্চিত হয়।
কোকিল কুৎসিৎ পাখী, তার রূপ নাহি দেখি,
তথাপি তাহারি গুণে সকলে মোহিত হয়॥ ৩০৪॥

ভৈরবী—খেমটা।

নিশি শেষে কালশশি কোথা হ'তে উদয় হ'ল।
অরুণ নয়ন দুটী চ'লে যেতে পড়ে ঢ'লে॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু, শুকায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ও কার প্রেম সিন্ধু, মথিলে বসি বিরলে॥ ৩০৫॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমায়) ভাল বাসনা বাসরে প্রাণ।
আমিতো তোমারি আশে রেখেছি জীবন॥
তুমি ব্রজে নব ঘন, আমি তো তৃষিত জন,
করি প্রিয়ে বারি দান, রাখলো জীবন॥ ৩০৬॥

কীর্ত্তনের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজে ভুলিয়ে, সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে,
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোমাদের এই হাসিখুসী দিবা নিশি দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমিষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে
এত যে আনা গোনা, কে আছে জানা শোনা
কে আছে নাম ধরে মোর ডাক্‌তে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তারে॥ ৩০৭ ॥

শ্যাম সিন্ধু—দাদরা।

ভুলো না কথায় ভুলো না। হেতায় তো থাকা হলোনা।
থাক্‌লে হেতা ঠেকবে দায়ে কিয়ে চলনা:
এসেছে ছলবে বলে, শেষে কি ভাসব জলে,
ওনা, চাইলে যাবে নারীর মন টলে; ওলো সরলা ললনা॥
দেখিস লো থাকিস সাবধানে, অাঁখি বাণ প্রাণে না হানে,
মনচোরারে ধরা কেন দেব বলনা॥৩০৮॥

কানড়া—দাদ্‌রা।

ওলো সই, দেখলো কত কাণ;
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ॥
ঐ কথায় যে জন ধরে পায়, কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায় মজিয়ে চলে যায়।
মন-মজানের মজ্‌লে কথায় থাকে না লো মান।
যেমন আদর তেম্‌নি অপমান॥৩০৯॥

মল্লার - দাদরা।

আমরা চার রকমের চার বিরহিনী,
বিচ্ছেদে প্রেমের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী॥
কারুর বুকে চার পরীতের দগা ধরেছে ;
কেউ পিরীতের কষুনিতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম ধরম করম সকল হরেছে ;
কেউ পিরীতে উঠি পাড়ি তবু পিরীত ছাড়েনি॥
প্রেম করে কেউ আড় নয়নে চায় ; কেউ ধুলা মাখে গায় ;
পীরিত তোরে বলিহারি যায়॥
কেউ নয়ন-জলে গাঁথে মালা, কেন বা প্রেমে মানিনী ॥৩১০॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালী খেমটা।

(নাথ) তোমারি ভালবাসি প্রাণ, জানা গেল, বোঝা গেল।
কাল আসি বোলে গেলে, আর নাহি দেখা দিলে,
অবলারে মজাইলে, করিপে ছল মান ॥৩১১॥

বেহাগ—আড়া।

যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে,
পরেরি পরাণ তুমি, কেন এলে এখানে
তুমি যে এলে এখানে সে যদি তা শোনে কানে,
সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ হলে, সে মরিবে পরাণ ॥৩১২॥

বেহাগ - কাশ্মিরী খেমটা।

তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবে যায় লো দিনমণি।
এলিয়ে দিয়ে সাধের বেনী, চল ওলো প্রাণসজনি,
সৈ লো সৈ সাঁজের বেলা, করবো না আর জলখেলা
কেজানেকে লুকিয়ে থেকে দেখবে সই হৃদয়খানি ॥৩১৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন যে আমার নিলে আর ফিরে দিলে না,
জনম ফুরায়ে গেল আর দেখা হল না।
তাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
বলি বলি মনে করি, আর বলা হল না ॥৩১৪ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দেখলে তোরে আপন হারা হই,
গেলে পরে আরতো ফিরে, আসবে না লো সই।
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে, এসেছি কাঁদিয়ে কেঁদে,
বলব কত সে মনের খেদে,
কে বলে বল আসব চলে, জানে না সে আমা বই ॥৩১৫॥

বারোয়া—খেমটা।

আমারে আসতে বলে, এত অপমান করা,
মনে কি নাহি হে নাথ দুহাত দিয়ে পায়ে ধরা।
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুর আমি,
বিহারি যাই তোমারি, এই কি রে তোর প্রেম করা ॥৩১৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

এ যৌবন জোয়ারের বারি, তার বড়াই কি করিস এত।
মাটিতে পা পড়ে না লো,—আবার ধরা দেখিস সরার মত।
শুনলো বৃন্দে তোরে বলি, বুকের মাঝে কমল-কলি,
শুকালে জুটবে না অলি, কাঁদতে হবে অবিরত ॥৩১৭॥

শঙ্করা—আড়খেমটা।

রাখি তারে হৃদমাঝারে, পাই যদি সই সেই নাগরে।
নয়ন ঠেরে মন হরেছে, প্রাণ কি সরে থাকতে ঘরে।
চাহিনে আর মদনশরে, চলে পড়ি যৌবনভরে;
প্রাণসজনি তারি তরে, ঝাঁপ দেয়েছি প্রেমসাগরে ॥৩১৮॥

ভৈরবী—আড়াঠেমটা

(আমি) জানতাম যদি নিরবধি কাঁদাবে আমায়।
তবে কি রে মন প্রাণ, স'পিতাম তোমায়।
ভেবেছিলাম পরেশ-পাথর, কপালগুণে হল পাথর,
এখন আমার নিশার স্বপন,প্রকাশ করা দায়॥৩১৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অবলায় মজিয়ে পিরীতে প্রাণ যায়।
মানস চাতকী, যাহার পিপাসী সে জনে ফিরে নাহি চায়।
রমণী অবলা, স্বভাব সরলা, পুরুষ পূরিত শঠতায়,
যত দিন যৌবন, পর হয় আপন, ক্রমে ভাব অভাবে লুকায়॥৩১৯॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখি কি জন্যে যোগী সনে হব যোগিনী।
যে করেছে পণভঙ্গ, বাড়ায়েছে প্রেমতরঙ্গ
রঙ্গরসে থাকবো আমরা দিবস রজনী॥
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, আমরা রব পরম সুখে,
শারী শুক যেমন থাকে সঙ্গের সঙ্গিনী॥ ৩২০॥

সুরট খাম্বাজ - চিমে তেতালা।

অতি ঘোরতর মেঘে ঘেরিল গগন, ওলো বিধুমুখী নিজগুণে রাখ আমায়
অতিথি তোমারই শরণ চায়।
পয়োধর হেরিয়ে প্রাণ আকুল, বিদ্যুতের সমরূপে নয়ন ভুলিল,
এখন অন্যত্র আমি যাই কোথা বল,পথিক তোমারই শরণ চায়॥৩২১॥

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

যদবধি প্রাণ আমি স'পেছি তোরে, তদবধি নাহি হেরি অন্য কারে।
প্রাণ! মনে হলে তব বিম্বাধরে, কত অপ্সরী কিন্নরী লাজে মরে॥
প্রাণ বলি তোমায়, ভালবেসো আমায়,
তোমার পিরীতে পড়ে আছি রে মরে॥ ৩২২॥

শঙ্করাভরণ—আড়খেমটা ।

এখন কিহে নাগর তোমার আমার প্রতি সে মন আছে ।
নূতন পেয়ে পুরাতন তোমার সে যতন গিয়েছে ॥
যা হবার তা আমার হবে, তুমি তো প্রাণ সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে, কোন নূতনে মন মজেছে ॥
তখনকার ভাব থাকতো যদি, তোমায় পেতাম নিরবধি,
শুন ওহে গুণমনি, বিধি আমায় বাম হয়েছে ॥ ২২৩ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ।

পীরিতি কাননে সইরে যাওয়া কি হয় কথায়,
বেষ্টিত তাহাতে আছে লজ্জা কণ্টক-লতায় ।
বিচ্ছেদ ব্যাঘ্রের ডরে, প্রবেশিতে নাহি পারে ;
পথ হারাইয়ে পরে ফিরিয়ে আসিতে চায় ;
আর যে কলঙ্ক করী, কুযশ শুড়েতে ধরি,
গঞ্জনা পর্ব্বতোপরি ফেলিয়ে বধে তাহায় ॥ ৩২৪ ॥

ছায়া নট—একতালা ।

ও আও অলি করি জল-কেলি, সব সখি মিলি যমুনা উছলি ।
[illegible] বিহনে, নিশি জাগরণে মদন-দহনে তনু, যায় জ্বলি,—
জ্বলন জুড়াতে তাই জলে ডলি ;
কাঁচলি ফেলেছি খুলে দুকুল রেখেছি কূলে,
গিয়েছি ভুলে, আও সখি দলে দলে কালজলে খেলি ॥ ৩২৫ ॥

জয় জয়ন্তী—তিওট ।

ভাঙ্গিয়ে গেল ভারিভুরি, না খাটে জারি জুরি ॥
হইল জানাজানি, রে ! কাণাকাণি, করেছে সবে ঠারাঠুরি ॥
মনের অভিলাষ, হইল প্রকাশ, করিস মিছে কারিকুরি ;
[illegible] করি ভাষে, মুচকি মৃদুহাসে, ও কথা করে চারাচুরি,
[illegible], আর [illegible] ভবে, ডাকিয়া [illegible] নারি ॥ ৩২৬

ঝিঁ ঝিট—পোস্তা।

নারী নাশক বিশ্বাস-ঘাতক পুরুষ কুটিল প্রাণ ;
স্নেহহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ ॥
প্রথমে মিলন কালে, ভোলায় ছুটো কথা বলে,
পরে যে সে থাকে ভুলে, স্বকার্য্য হলে,—
নারীর ধন সর্ব্বস্ব হরে কলে কৌশলে,—
শেষে দোষী করে পলায় ফেলে, তুলে কলঙ্কের নিশান ॥
তেমন হলে নারীর প্রাণ ভোলেনা পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস ;
দময়ন্তীর দুঃখের কথা নলেতে প্রকাশ ;—
মহারাজ ইচ্ছা করি, পথশ্রান্তে কাতর প্যারী,
এসে স্কন্ধে করি বলে হরি হলেন অন্তর্ধান ॥৩২৭ ॥

বেহাগ - কাওয়ালী।

কি কুক্ষণে তারি সনে হ'ল প্রেম আলাপন,
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে নাতো পোড়া মন।
ঘুমায়ে দেখি স্বপন, যেন সেই চন্দ্রাননে ;
আসি সহাস্য বদনে, বলে উঠ প্রাণধন ॥৩২৮॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বদন সরোজ কেন ঢাকয়ে বসনে,
কি কারণে ম্রিয়মাণ আছ অধোবদনে।
সশৈবাল নলিনীর, যেবা শোভা জীবনে,
তেমতি সুন্দরী আমি, হেরিতেছি নয়নে ॥ ৩২৯ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

তাই কি মনে ক'রে মানভরে অভিমানে আছ,
জ্বালিয়া বিরহানল দাহন হতেছ !
প্রণয়ে যতেক হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ ॥৩৩০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পোড়া প্রেম করে কি প্রমাদ হল সই! এ দুঃখ কারে কই!
মনে মনে মনাগুনে, মরমেতে মরে রই;
কলঙ্ক গুরুগঞ্জনা ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
অবলার প্রাণে বল আর কত সয়,
ধিক্ কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
পরাধীন হতে হলো পরেরই বোঝা বই ॥৩৩১॥

সরফর্দা—জলদ তেতালা।

বারে বারে আর তারে,
কেমন করিয়ে সই বল গো সাধিতে!
যে জন আপন দোষ না পায় দেখিতে।
করিয়াছে মনচুরি, তবু না ছাড়ে চাতুরী,
চোরের আবার সাধু, কি লজ্জা শুনিতে।
চোর হয়ে সাধু প্রায়, সাধিলে কি হবে তায়,
ভাবে অভাব ঘটায়, হিতে বিপরীতে ॥৩৩২॥

কথায় কথায় কোরে অভিমান, তিলে কর বোসে তাল।
ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল।
যদি পুরুষ পাতকী হবে, তবে পাণ্ডবেরা,
নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে।
দেখ তারা একা নরহরি দয়াময়,
মানে ধোরেছিলেন ব্রজে রাধার পদদ্বয় ॥৩৩৩॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

মনে মনে সাধরে।
কে আগে সাধিবে বল ঘটল প্রমাদ রে।
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল,
উভয়ে ছাড়িতে নারে মান অনুরোধ রে ॥৩৩৪॥

হাম্বির মিশ্র---ত্রিতালি।

এলো তোর প্রাণ বঁধুএলো
টেনেছ প্রেমের ডুরি লুকিয়ে কোথা থাকবে বল॥
ওলো এত কি মানা হাতে ধরে কচ্ছে বসানা,
নইলে সই বলবে বঁধু সোহাগ জানেনা;
ওলো গরব কিসের তোর, যার গরবে গরবিনী কর তারে আদর
থাক থাক মনে তুলে রাখ মানে কিলো এলো গেল॥৩৩৫॥

পূরবী—খেমটা।

মানে মানে কি যাবে রজনী।
বদন তোল কথা কও ও বিনোদিনী॥
তুমি যদি কর মান, কার কাছে জুড়াবি রে প্রাণ,
নিশি হলো অবসান, গা তোল লো ধনি॥ ৩৩৬॥

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছি সখি, ভাল শুধু ভাল তুমি বাসতো নি
মানে মানে ত্যজ মান, প্রাণে কর প্রাণদান,
ভাবিনীর ভাবে প্রেম ভাব নিরখি;
ভাল ভাল ভাল বঁধূ বাসতো দেখি॥ ৩৩৭॥

বাগেশ্রী - আড়াঠেকা।

স্বভাব যার যেমন, বিকৃতি নহে কখন।
চন্দন কি ত্যজে গন্ধ করিলে শত ঘর্ষণ॥
সুমধুর ইক্ষুদণ্ড, করিলে তায় খণ্ড খণ্ড
সে কি কভু ত্যজে আর, সুমধুর আস্বাদন?
সুবর্ণ-কান্তি কাঞ্চন, করিলে তাহা দাহন,
সেত নাহি পরিহরে চারু কান্তি সুদর্শন।
প্রচণ্ড মাতঙ্গ তাড়ে হিমাদ্রি কি তাতে তাতে—
জলধি কি বাত্যাঘাতে স্বকূল করে লঙ্ঘন॥
তাই বলি সুবদনি! যদি তোর গুণমণি,
ক্ষমে থাকে অপরাধ স্বগুণে কর মার্জ্জন॥৩৩৮॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

ঐ যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে।
ফিরাগো ফিরাগো তারে মধুর বচনে॥
হেরে ওরে ম্রিয়মাণ, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ পতি পদার্পণে॥৩৩৯॥

খাম্বাজ—একতালা।

আজ তোমারে দেখতে এলাম অনেক দিনের পরে,
ভয় নাইকো সুখে থাক, অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাক,
এসেছি দুদণ্ডের তরে—
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যা'ব দেশান্তরে॥৩৪০॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

সরে আর মন্ সরে না, বোঝালেত বোঝে না মন্,
কে যেন নে যায় টেনে, জ্বালা একি যেমন্ তেমন্।
মনে করি মনকে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;
অবশে যাইগো ভেসে মনত নয় মনের মতন॥৩৪১॥

দেশ—একতালা।

দে লো সখি দে, পরাইয়ে চুলে সাধের বকুল ফুল হার।
আধ ফুটো জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি
দে লো দেলো ফুলময় সাজে সাজায়ে আমারে সখি আজ।
দুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বার বার॥
আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন,
অধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।
ও তোরা দেখে যা দেখে যা, তরুণ তনু এত রূপ রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর॥ ৩৪২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে,
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে?
দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম মিলন, কলঙ্ক রটালে ॥৩৪৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন মানে না সই, নয়ন মানে না,
আমি মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না।
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,
আশার আশে রব বসে, এ জীবন তো রবে না ॥৩৪৪॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভালবাসি,
কে কোথা দেখেছ হেন, অনুপম রূপরাশি।
অনল-তড়িত-কেশ বিমল-কমল-বেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা রূপ পরকাশি।
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয়ময়, মরি কি মধুর হাসি।
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
বসিছে ভ্রমরা বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী ॥৩৪৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মনে মনে মন চুরি করিল যেই জন,
কহিলে সজনি তার, কহ তার বিবরণ?
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিতো চিনিনে তারে, চেনে আমার নয়ন ॥৩৪৬॥

পিলুকাশ্মিরী—খেমটা।

প্রিয় সখা! প্রিয় সখি! এ চারু কুসুম-হার,
পরাব দোঁহার গলে, দেখিব শোভা তার।
যতনে গেঁথেছি মালা মিলে দু'জনায়;
সাজা'ব যুগলরূপ বাসনা যেমন যার।
পরখ করহে সখা, ভাল ফুলমালা কার;
ছিঁড়িলে যাহার মালা জানিব তাহারি হার॥ ৩৪৭॥

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসিজনে কিরে আসিতে ভালবাসনা,
আপন করম দোষে না সরিল বাসনা।
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা॥৩৪৮॥

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

কি সুন্দর রূপ আজি হেরিনু স্বপনে হায়!
নয়ন মেলিয়া আহা দেখিতে না পাই তায়!
কি কারণ রে নয়ন, হলি আজি উন্মীলন,
হারায়ে সে প্রিয়জন, ঘটিল বিষমদায়।
মন প্রাণ চাহে যারে, যদি না পাই তাহারে,
বিষময় ভবসংসারে, বিসর্জ্জন দিব কায়॥৩৪৯॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
নাকরি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপনে স্বপন হলে না রবে জীবন॥৩৫০॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ও রূপ সাগর মাঝে ডুবিল আঁখি তরণী।
আশা প্রবল তুফানে মজিল রমণী।
মন মাঝি ছেড়েছে হাল, ছিড়ে গেছে লজ্জাপাল,
হ'য়ে তরী বান চাল, কি ক'রি বল সজনি।
কুল পাওয়া হল ভার, উপায় না দেখি আর।
কেনে হইব পার, আইল কাল রজনী॥ ৩৫১॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরে অধর হাসি,
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে,
সহসা দেখিলাম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল॥ ৩৫২॥

খট—দ্রুত ত্রিতাল।

মনের যে আশা তাহা যদি না পূরিত,
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত।
দেখনা চাতকী ঘন, দিবা নিশি করে ধ্যান,
বারি দানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত।
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত।
বাহিরে আগেতে দেখ হয় প্রজ্বলিত।
তার আশা পূরাইতে, পতঙ্গ পুলকিত চিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে রাখিতে পীরিত॥ ৩৫৩॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

সাধের প্রতিমা যদি হইত নির্ম্মাণ,
মন সাধে করতাম পূজা দিয়ে ফুলবাণ।
অর্ঘ দিতাম ক'রে মুগ্ধ, যৌবন ক'রে নৈবিদ্য,
বাজায়ে প্রেমের বাদ্য, বিচ্ছেদ দিতাম বলিদান।
চিত্ত কুশাসনে বসি, নয়ন ক'রে কোশাকুশি,
তাহে ল'য়ে জ্ঞান-তুলসী, দক্ষিণান্ত দিতাম প্রাণ ॥ ৩৫৪ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পীরিতি কলঙ্করে প্রাণ, বল কে কয়।
যে না জানে প্রেমরস, তারি অপযশ হয়।
যাবত পীরিতি রবে কলঙ্ক নাহিক হবে,
পীরিতি বিচ্ছেদ তবে, লাঞ্ছনা জগৎ ময়।
কারণ প্রেমোদ্দীপন,
প্রকাশ নহে কখন, উভয়ে করি যতন, ভাবেতে মোহিত রয় ॥
তাহে বিরহ ঘটলে, শোক সিন্ধু উথলিলে,
নয়ন সলিলে প্রকাশ করে নিশ্চয় ॥ ৩৫৫ ॥

ললিত জলদ—তেতালা।

পীরিতি পরম সুখ সেই যে জানে।
বিরহে না বহে নীর, যাঁহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে,
ভুজঙ্গের ভয় সেই করে কি কখনে ॥ ৩৫৬ ॥

মোল্লার—আড়া।

প্রণয় পরম ধন, সুজন বিনা কেবা জানে।
যে মজেছে সে মরেছে রেখেছে প্রেম সমানে ॥
নদীতে থাকিতে জল, যতেক চাতকদল,
পিপাসা করে শীতল জলদের জলপানে ॥ ৩৫৭

বেহাগ।

সর্ব্বস্ব ধন দিতে পারি মন যদি মিলে;
প্রেমেতে সকলি হয়, বিবাদে কি মিলে।
অপ্রেমে কি ফল ফলে?
বলির প্রেমে হরি দ্বারী, রাধার প্রেমে হন ভিখারী,
তারার প্রেমে ত্রিপুরারী পড়ে আছেন চরণতলে ॥৩৫৮॥

খাম্বাজ—মধ্যমানের ঠেকা।

সকলে কি পারে প্রেম করিতে প্রাণ!
সে পারে—যে পারে হেসে গরল করিতে পান।
অরসিক প্রেমিক যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা
প্রকৃত প্রেমিক সহে, নীরবে বিরহ বাণ।
দেখ তার নিদর্শন, প্রেমিক পতঙ্গগণ,
প্রেমে প্রমত্ত এমন, অনলেতে ত্যজে প্রাণ ॥৩৫৯॥

মুলতানী—জলদ তেতালা।

সাধ মনে মনে—রাখি সদত সাধেরই ধনে হৃদয়ে গোপনে;
যেন এসুখ মিলন প্রতিবাদীজন, কেহ নাহি জানে।
প্রেমদেবে মনোপুরে পূজা দিব মনঃপূরে;—
মাখি কুসুমে পরাগ চিত অনুরাগ সোহাগ-চন্দনে।
কুমুদী জানিবে কলি, মুদিত কমলে অলি,
ভরি হৃদয় কন্দরে যেমন বিহরে মত্ত মধুপানে ॥৩৬০॥

পিলু—যৎ।

সই লো, পরম পীরিতি রতন।
যে রতন পেলে, দুই জনে মিলে, হয় সুখ-সাগরে মগন।
হয় সুখ জ্ঞান, পর লাগি প্রাণ অকাতরে দিতে বিসর্জ্জন।
পর গুণে গুণী, পর কাণে শুনি, দেখি দিয়ে পরেরি নয়ন।
যে প্রেম পরশি, কত হলো ঋষি, কত হলো যোগী মহাজন ॥৩৬১॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে সুখ নিধি যদি চাহ,
একজনে প্রাণ সঁপি একেরি হইয়া রহ ॥
একান্ত যে একে মজে, কভুনা দ্বিতীয়ে ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে বিরাজে সে অহরহ।
নিতান্ত যে ভাগে ভাগে, অংশ করে অনুরাগে,
বিরাগ ঘটে সোহাগে, যাতনা তার দুঃসহ ॥৩৬২॥

লুম—যৎ।

আর কি কব তোমারে?
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধিনী, অতি সুখী চকোরিনী,
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদনীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে নয়ন ঝরে ॥৩৬৩॥

পিলু—যৎ।

প্রণয় মোর সাগর তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বরয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার ॥
সখি! কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়।
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার ॥৩৬৪॥

কালাংড়া—একতালা।

না দিলে আপন মন পর মন কি পাওয়া যায়।
মনে মনে মিশাইলে উভয়েরি সুখোদয় ॥
রসিকের এই রীত, আছে জগত বিদিত,
পাইতে মনেরি মত সঞ্চিত ধনে বিলায় ॥৩৬৫॥

বাহার—ঠেকা।

প্রেমেরি শরীর লয়ে, তার কি মরণে ভয়।
যার থাকে এই ভয়, তার প্রেম করা নয়॥
জ্বলন্ত অনল বেড়ি, পতঙ্গ বেড়ায় উড়ি,
পড়িলে মরিবে জানে, তবে কেন পড়ে তায়॥৩৬৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পোহাল সুখ-যামিনী, দিনকর উঠিল।
সোহাগিনী নলিনী নিজ বাসে ফুটিল॥
নিশানাথ জ্যোতিহীন, কুমুদিনী অতিদীন,
নানা জাতি ফুল কুল, কাননেতে শোভিল।
কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডাকে কুহুরব করে,
হেরি দিনমণি জগজন হাসিল॥ ৩৬৭॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা।

প্রেমে কি গুণ আছে, সে জন জেনেছে।
ঠেকেছে মজেছে যেই, প্রেম বান্ধা তারি কাছে॥
যে নহে প্রেমের ব্রতী, সে কি জানে প্রেমের রীতি,
মিনতি প্রণব পদ্ধতি, অপরে অজ্ঞাত নীতি,
যে করেছে সে ভুলেছে॥৩৬৮॥

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার সয় না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা,
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে প্রেমিক যে জন সেই জানে।
প্রাণ দিতে যে জন পারে বিচ্ছেদ ভয় সে কি করে,
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে॥
যে আপনা হারে চায় সে কারে, সাধের ফাঁসি খুলতে হরি
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পুজে, ব্যথা কি তায় থাকে প্রাণে॥৩৬৯॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মুলে প্রেম থাক্‌লে কি হয় প্রাণে প্রেম থাকা চাই।
প্রাণে প্রাণ এক না হ'লে প্রাণে ব্যথা তাইতে পাই ॥
প বলে তায় ভালবাস, প্রেম বলে তাহার জীবন নাশ।
হাসির ভিতর বিষের বাণ, এমন কোথাও দেখি নাই ॥
এমন সুধার গরল উঠে, প্রেমের গরব এই কি ছাই ?
রেও প্রেমের ভাগ দিবনা, কারুর প্রেমের ভাগ নিবনা,
যেমন ছিলাম তেমনি রব, কারুর সাথী আর হব না,
একলা হেসে একলা কেঁদে একলা হয়ে চলে যাই ॥৩৭০॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখের প্রণয় কেবল মুখের কথা নয়।
কথায় কথায় যে প্রণয় সে প্রণয় কদিন রয় ॥
প্রেমের এই বিধান, দোঁহে দোঁহার তুল্য জ্ঞান,
একমন একপ্রাণ, (কেবল) দেহে ভিন্ন পরিচয়।
প্রকৃত প্রেমিকে কোথায়, প্রণয় প্রকাশে কথায়,
উভয়ে উভয়ে জানায়, ব্যবহারে সমুদয়।
উভয়ে উভয়ের পানে, চাহিলে স্থির নয়নে,
উভয়ে অমনি জানে কার মনে কি ভাব উদয় ॥ ৩৭১ ॥

পুরবী—আড়া।

দেখ প্রেম-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে।
অন্তর আকাশে থাকে, এই সুধাকর রে ॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন প্রেম নিধি,
লয়ে সংসারে যত সুধা মনোহর রে।
দেখরে কলঙ্কী শশী, অম্বর আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় শুধু, ধরি সিত কর রে।
এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনো-মৃগ ধরা ফাঁদ,
জুড়ায় জগত-জন জীবন অন্তররে।
সিত কক্ষে সুধাকর শুধু হয় সুধাকর,
দ্বারকানাথেরি চাঁদ, সদা সুধাকর রে ॥ ৩৭২ম ॥

লুম খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কিবা শোভা মনলোভা শশীমুখী ধরেছ,
তুষিতে আমার চিত কে তুমিরে এসেছ;
হাসি হাসি মুখখানি, কত ভালবাসি আমি,
যেন সুধাধরাননী, সুধা ধারা ঢেলেছে।
চঞ্চল চারু নয়ন, খঞ্জন করে গঞ্জন, এমন মনমোহন রূপ কোথা পেয়েছ
আয় লো হৃদয়ে ধরে, প্রাণভরে হেরি তোরে,
কেন লো মন চকোরে পিপাসিত রেখেছ! ৩৭৩॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রিয় সখি! প্রাণ পতি কর দরশন।
রাখ হৃদি মাঝে তব হৃদয়ের ধন॥
পেয়েছ অশেষ ক্লেশ, তার কর পরিশেষ,
রেখ তব প্রাণধনে, করিয়া যতন॥
অনুকূল বিধি হয়ে, রাখুন সুখে উভয়ে,
রাখি উভয় উভয়ে, হৃদয়ে যতন॥ ৩৭৪॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি,
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রু বারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি? ৩৭৫॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শরত শশী উদয় ভূতলে (দহিছে কলঙ্কানলে)
সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥৩৭৬॥

পুরবী—খেম্‌টা।

যখন জানিনে প্রেম, ভাবিতাম মনে মনে!
না জানি কেমন প্রেম, ফোটে কোন্ ফুল বনে!
না জানি কেমন সুরে, বাঁজে বাঁশী কোন্ দূরে!
না জানি কেমন চাঁদে, খেলে কোন্ মেঘসনে ॥৩৭৭॥

দেশ—কাওয়ালী।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা।
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
শুধু একবার ফিরে চাও! ৩৭৮॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেবল কথার নাকি, যায় কভু প্রেম রাখা।
জলবিনে পিপাসিত প্রবোধ কি মানে সখা।
প্রথমেতে প্রাণনাথ, সোহাগ বাড়ালে কত,
এখন সে ভাব যত হল কি চোখেরি দেখা।
যাহবার তাই হলো, প্রেমভ্রম ফুরাইল,
শেষ মাত্র এই হলো, দেহেতে জীবন রাখা ॥৩৭৯॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

রতনে রতনে, মিলাব যতনে, জুড়াব নয়ন ওলো সহচরী।
ফুল্ল ফুল হারে বাঁধিব দোহারে, প্রমোদে হেরিব বিমান-বিহারী।
প্রেমেরি লহরী, বহি ধীরি ধীরি, প্রেমেতে মাতাবে কিশোর কিশোরী।
সুখেতে মাতিব, সুখেতে ভাসিব,
মোরা লো সজনি যুগলে নেহারি ॥ ৩৮০ ॥

কালাংড়া—একতালা।

ভোলা যায় কি কথার কথা মন যে মনে গাঁথা।
শুখাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা।
হলে পর বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন,
ছেড়ে কভু নবঘন থাকে কি বিজুল্লতা ॥৩৮১॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

বিচ্ছেদান্তে মিলনে কত সুখোদয়।
হিমান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয়।
যে হলো অন্তবাসি, সে হলো অন্তরবাসি,
সে পুন অন্তরে আসি, সেজন সে জন নয় ॥৩৮২॥

ঝিঁঝিট—কাহার্বা।

মধুর মধুর মিলন, হেরবে যুগল নয়ন,
চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন।
চাঁদের লহরী ছোটে, চাঁদের কিরণ ফোটে,
চকোর সে সুধা লুটে সুখেতে মগন।
হাসরে গগণ চাঁদ, হেরি এ যুগল চাঁদ,
পুরিল মোদের সাধ, হেরি রতনে রতন ॥৩৮৩ ॥

ছায়ানট— কাওয়ালী।

য় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা; পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মন প্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল ঢাল, শশধর, ঢাল ঢাল জোৎস্না।
সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;
সত তটিনী,—উথলিত গীত রবে খুলে দেরে মন প্রাণ ॥১৮৪॥

মুলতান—ক্রতত্রিতালী।

আমি তো তাহারি সই যে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ।
মন রাখিবারে মন ক'রে একমন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন ॥১৮৫॥

থাম্বাজ—খেমটা।

নবীন নাগর, নবীনা নাগরী মরি মরি কিবা শোভা!
নরখি নয়ন জুড়া'ল আজি রে জলদে দামিনী-প্রভা।
মৃদুল সমীরে, দেখলো সুধীরে, চঞ্চল অঞ্চল দোলে।
খোর চিকণ, চিকুর ঢুলিছে, নেহারি পরাণ ভোলে ॥১৮৬॥

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে! ভুলিব না এ জীবনে।
কি স্বপনে কি জাগরণে! তুমি জান বা না জান
সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে, হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতেপারিনে শুধু চাহি কাতর নয়নে ॥১৮৭॥

মিশ্র কেদারা—একতালা।

তুমিত নীরবে ভালবেসে মোরে প্রণয় আমারে শিখালে,
মান অভিমান, তেয়াগি সকল, আদর করিতে দেখালে ;
পরের লাগিয়া আপনা ভুলিতে তুমিত আমারে জানালে,
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতিভক্তি ছিল কোথায় যে লুকায়ে বিরলে ;
ঘুমন্ত প্রকৃতি হৃদয়ে যা' ছিল তুমিত জাগালে তাদেরে,
মানস সরসে সুখের কুমুদ তুমিত ফুটালে তাহারে ;
শূন্য মনোগৃহ মন্দির করিয়া তুমিত প্রতিমা বসালে,
প্রকৃতির মুখ সুন্দর দেখিতে তুমিত আমারে শিখালে ;
নীরব প্রকৃতি এত কথা কহে তুমিত সে কথা শুনালে,
বধির ছিলাম শ্রুতি তুমি দিলে, অন্ধ ছিনু আঁখি ফুটালে।
আদর্শ থাকিয়া দেখায়ে আমার এ হৃদয় তুমি গড়িলে,
বিষাদ পল্বলে ডুবিতে ছিলাম অমিয়া সাগরে ভাসালে ॥১৮৮॥

সহিনী—খেম্‌টা।

একা একা এত দিন কেটে গেল, এখন দুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব, দুজনে এক হব, সোহাগে সদা রব চল চল।
তাহারি মুখচেয়ে যামিনী যাবে বয়ে,
নিভাব তারি প্রেমে হৃদি অনল ॥১৮৯॥

পিলু—খেম্‌টা।

মরির কি মনোহর হেরি নয়নে। বিকশিত শশী শোভে গগনে ॥
সরসী-সলিলে, নব নব দলে ; কুমুদিনী-ভাসে সুখ মনে ;—
পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণ ধনে ॥১৯০॥

নট্‌কিন্ন—ধামার।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে
নানা বরণের বন ফুল দিয়ে দিয়ে ;
আজি বসন্ত রাতি পূর্ণিমাচন্দ্র করে।
দক্ষিণ পবন প্রিয়ে, সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥১৯১॥

কপাল কুণ্ডলার পেশমানের—গীত।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগ ভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥
চেয়েছে চাউনিভাল, জ্বলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাস ভেবে বুঝি ভালবেসেছে ॥ ৩১২ ॥

বেহাগ।

পুনর্মিলন হেরে আঁখি জুড়াব। আনন্দ সংগীতে পুন বাসর মাতাব।
অচল চরণে লয়ে পুন নাচাব, সুখের সাগর নীরে হৃদি ভাসাব ॥
সব সখিগণে মিলে সাধ পূরাব ॥৩১৩॥

ভৈরবী—খেমটা।

মরি কি মনোহর দ্যাখ লো নয়নে।
সুখ-শশী উদয় হৃদয় গগনে ॥
চকোরিণী, কমুদিনী, কৌমুদী আর যামিনী,
[illegible]-প্রেমাধিনী সকলে; তেমনি প্রেমাধিনী মোরা প্রেমাধীন জনে ॥ ৩১৪

সরফরদা—তেতালা।

'কেমন আছ' বলেরে প্রাণ আর আমায় সুধায়োনা,
সুখী কিম্বা দুঃখী আছি মনেতে ভেবে দেখনা।
দেহ মাত্র আমার কাছে, মন বাঁধা তোমার কাছে,
তবে কেন সুধাও মিছে, মনেতে ভেবে দেখ না ॥ ৩১৫ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

তোমার যুগলপদ দিবানিশি সেবা করি;
তোমার প্রসাদে সদা সিঁথীতে সিঁদূর পরি।
দাসীরে আশীষ কর, তোমাধনে নিরন্তর,
অবিবাদে, অবিপদে, নয়নেতে যেন হেরি ॥৩১৬॥

দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে, সাধের বকুল ফুলহার।
আধ-ফুট যুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
দেলো দেলো ফুলময় সাজে, সাজায়ে আমারে সখি আজ।
ওইলো ওইলো দিন যায় যায়লো, এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
যা লো সহচরী ; এই বেলা ত্বরা করি, এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
এই যে যামিনী এলো সে তবু এলোনা কেন ?
বুঝিবা সে দুখিনীরে আজি ভুলিয়ে গেল, বুঝিবা সে এলো না রে
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়।
না লো সখি না, ওই দেখ দেখলো, ওই যে আসিছে প্রাণনাথ ॥৩৯

সরফরদা—

নিতান্ত না রইতে পেয়ে দেখিতে এলেম আপনি,
দেখ বা না দেখ আমায় দেখিব ও মুখ খানি ॥
মনে করি আসিব না এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসেছি দিবনা ব্যথা, ভুলিব না কোন কথা,
সাধিব না—কাঁদিব না—যাব এখনি।
যেথায় আছ সেথাই থাকো, আর কাছে যাব নাকো,
চোকের দেখা দেখব শুধু—দেখেই যাব অমনি ॥৩৯৮॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

এত যে যন্ত্রণা যে প্রাণ, তবু তোমারে,
হেরে জুড়ায় জীবন, কি জানি হলো আমারে।
যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ ভাবিনে প্রাণ,
হেরিলে বিধুবয়ান, কি সুখ কহিব কারে।
বুঝেছি কারণ তার, প্রাণ ধন যে যাহার,
মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পারে।
অনাদর কিবা মান, উভয় সমান জ্ঞান,
স্নিগ্ধ উষ্ণ বারি দান, যেমন অনল সংহারে ॥৩৯৯॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

চল উপবনে, কুসুম যতনে তুলিয়ে, গাঁথিব চারুহার,
জীবন-জীবন-গলে, পরাইয়ে কুতূহলে,
জীবন জুড়া'ব লো আমার ॥৪০০॥

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদে বা ঘটে পারিতে ॥
হতেছে এখন, নূতন যতন, কি হলে হবে শেষেতে ॥৪০১॥

বেহাগ—আড়া।

সখি এস এস কেলি কাননে। বিকশিত কুসুম রাশি হবে মনে।
অশোক বিকশিত, পলাশ কুসুমিত, সহকার মুকুলিত মাধবী সনে।
অলির ললিত রবে যেন ডাকে সবে,
চিত হরষিত হবে সুখ-পবনে ॥ ৪০২ ॥

বাহার—ঝাঁপতাল।

না হেরে তোমারে প্রিয়ে পেয়েছি যে যাতনা,
কে জানে বারিদ বিনে চাতকেরি বেদনা;
সে মুখ সে মৃদু হাসি, ওলো শশীবদনা,
বিদেশে বিরলে আমার দিবানিশি জপনা।
তরল না হত যদি নয়নেরি ঝরণা,
গাঁথিয়ে পরাতাম মালা মনে ছিল বাসনা ॥ ৪০৩ ॥

সাওন বাহার—একতালা।

কোন গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ, এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে দেখ কত খেলে,
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ, ভাসে নয়নজলে ॥
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে, কথা নয়নে নীরবে রে,
পিয়ে সুধা প্রাণ তেলে ॥৪০৪॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আমরা ছুটি রব ফুট স্বরগ প্রসূন।
বিভু প্রেম মলয়ানিলে ছুলে ছুলে, করব সৌরভ বিতরণ।
দেখি সাধু অলিকুল, আসিবে হয়ে আকুল,
সুধাপান করে তারা করবে বিভুনাম গুঞ্জন,
সংসার ছেড়ে আস্‌বে তারা, হয়ে পাপেজরা নরা,
আমাদের ঘ্রাণে তারা সুশীতল করিবে প্রাণ।
পবিত্র প্রেমের ভরে, পাপড়ীগুলি পড়বে ঝরে,
অবশেষে উভয়েতে বিভুপদে হব লীন ॥৪০৫॥

ললিত—আড়াঠেকা।

এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবেরে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিলম্ব কর, হোক নিশি অবসান।
যদি নিশি পোহাইত, কোকিল ঝঙ্কার দিত,
কুমুদ মুদিত হ'তো শশী যেত নিজ স্থান ॥৪০৬॥

খেমটা।

দেবনা প্রাণ থাকতে, তোমায় যেতে হৃদয় মণি,
লইয়ে তোমা ধনে হব কাননবাসিনী।
আঁখির অঞ্জন করি, আঁখিতে রাখিব তুলি
বিরলে একলা ব'সে, হেরবো ও চাঁদ বদনখানি ॥৪০৭॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নীরদ পাশে দামিনী ছটা প্রেম ছন্দে কে বাঁধিল রে।
কিবা নীলকান্তমণি কনক তারে গাঁথিল রে।
কত শত মধুকরে উড়ে উড়ে পদ নখরে,
রাহু ভয়ে প্রভাকরে, শরণাগত শ্রীপদে,
পেয়ে প্রাণ শমন করে, ভবভয় ভাঙ্গিল রে ॥৪০৮॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আদ্ধা।

যে ফুটল ফুল কুসুম-কাননে, কুসুম-কাননে সখি প্রমোদ-কাননে।
মধুকর প্রেমভরে, বসিয়া কমলোপরে,
পরিমল পান করে, কত প্রেমপূর্ণ মনে ॥ ৪০৯ ॥

কমলা উপেন্দ্রনাথের—গীত।

কমলা।—কেলে—একেবারে চলে গেছে যে।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে।
উপেন্দ্রনাথ।—ওরে—ভালবাসা ভালবেসে যে
ভালবাসা-বাসি ভাল রয় ভেবে—
তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে ॥
কমলা।—ভালবাসা—ভালবাসে কে বিরহী তুমি হে ॥
উপেন্দ্রনাথ।—ভালবাসে [illegible] হেসে শেষে কেঁদে ফিরি আমি হে।
কমলা।—এস বঁধু এস এস, আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—
উপেন্দ্রনাথ।—আমি তোমারে হারা।
কমলা।—আমি তোমারে [illegible]—
উভয়ে।—এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে ॥ ৪১০ ॥

তুলসী , [illegible]লা।

সুজন সনে প্রেমে মিটল [illegible], [illegible] রসাবেশে সরস ভাষ;
উন্মাদিল, প্রীতি বিভা [illegible] বিকশিল ফুল বিলাস;—
সরসে উ[illegible] [illegible] রাস ॥ ৪১১ ॥

পিলু [illegible]।

মনে মনে [illegible]বাসি,
লোকলাজ ভয়ে [illegible]!
[illegible]লে অদর্শন, হু হু করে মন,
পলকে প্রলয়-জ্ঞান হয় গো রূপসি ॥ ৪১২ ॥

বিরহ-সঙ্গীত।

বায়োঁয়া—ঠুংরি।

কেন তারে সঁপিলাম মন,
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন?
সঁপিয়ে আমারি মন,
না পাই তার বরশন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন!
ভাবিয়ে কি ফল আর,
আঁখিনীর স্বধু সার,
দ্রবিবে না আর তার কঠিন হৃদি কখন ॥ ৪১৩ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা!
ভাল থাক, সুখে থাক হে,—আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভান অনল আর জ্বেলো না;
আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা ॥ ৪১৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেল না,
আশা, দুরাশা পূরিল না!
যাহারে হৃদয়াসনে, বসায়ে পূজিতাম মনে,
সে জনে লয়েছে [illegible] [illegible] ॥ ৪১৫ ॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ, এ কি রে বিষাদ,
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ;
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভু না ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ ॥ ৪১৬ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অশেষ যাতনা সয়ে বিশেষ করেছি পণ,
প্রেম করা দূরে থাকুক, কর্ব্ব না আলাপন।
যে কবে পীরিতের কথা, তার সঙ্গে কব না কথা,
প্রেম শব্দ কর্ণে আর কর্ব্বোনা ধারণ ॥ ৪১৭ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাগর-কূলে বসিয়ে বিরলে হেরিব লহর-মালা।
মনোবেদনা ক'ব সমীরণে, গগনে,—জুড়াব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর, বহিব না দুঃখ-ডালা ॥ ৪১৮ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না,
এ চিত্ত নিশ্চিত ছিল, প্রণয়ে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তায় হবে না।
সে আশা নৈরাশা হ'ল, এখন বসে কাঁদতে হ'ল
সে গেল, তার প্রেম গেল, আমার মরণ হ'ল না।
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুঃখে ভাসায়ে গেছে,
কেবল মাত্র রইলো আমার, লোকে কলঙ্ক ঘোষণা ॥ ৪১৯ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আগে জান্তাম্ যদি নিরবধি কাঁদাবি আমায়,
তা'হলে কি মন প্রাণ সঁপিতাম তোমায়!
আগে না বুঝিয়া মনে, মজেছি তোমারি সনে,
এখন দুকুল গিয়াছে আমার, এবার বুঝি প্রাণ যায়!
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল ক্রমে হলো পাথর,
বোবারি স্বপনেরি মত, প্রকাশ করা দায়॥ ৪২০॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরালো না,
কই সে সজনি সখি, যার বুকে মাথা রাখি,
ভাবিতাম হব সুখী, তাও হলো না;—
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে, চলিনু জন্মের তরে,
না মিটিল আশা কভু, অন্তিম বাসনা॥ ৪২১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে,
আমারে তাজিবার আশে;
আগেতে জানিতাম ভাল, সে যে বড় ভালবাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মন মত ধন লয়ে, রয়েছে মনের উল্লাসে।
আমার মন বেদনা, সে কি তা জেনে জানে না,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥ ৪২২॥

গারা-ঝিন্ন—একতালা।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সয় হে এত,
কাঁদাব মনে করি, ছি, ছি, সখী কাঁদি তত!
সাধ করি সে সাধবে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত॥ ৪২৩॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি সুখ জীবনে আর, হে সখি, আমার গো।
জীবন-রতনে আমি পাব কি আবার গো?
বল সখি দুখিনীরে, অতল সাগর নীরে,
হারা'লে অমূল্য নিধি পুনঃ কি পাবার গো!
প্রাণনাথ ছাড়ি মোরে, অকালে অনাথা ক'রে,
লুকা'লেন চিরতরে করিয়ে আঁধার গো।
বল না কেমনে তবে, দুখিনী বাঁচিয়ে রবে॥
বর্জ্জিব এ পোড়া প্রাণ, পাপ দেহ ভার গো॥ ৪২৪॥

বেহাগ—একতালা।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
নাপুরিতে সাধ, বিষম প্রমাদ, হরিষে বিষাদ হইল ঘটনা!
থাকিলে স্ববশে, পর প্রেমরসে,
মজে নিজদোষে, দোষী হলাম শেষে;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে একি বিড়ম্বনা।
ল কুল মান, হলেম অপমান, এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ,
পর কি আপনা, হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা।
ত্যজি গুরুজন, আর পরিজন কেন অকারণ সহিব গঞ্জনা,
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন, লাজ ভয় ত্যজিব না॥ ৪২৫।

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কে আর তেমন করে আমারে ভালবাসিবে।
মধুর প্রণয় ভাবে তাপিত প্রাণ জুড়াবে॥
স্নেহ রঞ্জিত নয়নে, প্রীতি প্রফুল্লাননে,
কুশল বারতা মম বারে বারে জিজ্ঞাসিবে।
হেরিয়ে যাহার মুখ, ভুলিতাম সব দুঃখ,
হায় সে প্রেয়সী শোকে কেমনে প্রাণ বাঁচিবে।
জাগিছে সে মুখশশী, হৃদি মাঝে দিবানিশি,
এমত অমূল্য নিধি পুনঃ কি বিধি মিলাবে॥ ৪২৬॥

পাহাড়ী—আড়া।

মনের বাসনা নাথ সকলি মনেতে রলো;
হৃদয় কুসুম কলি, সকলি শুকায়ে গেল।
বড় সাধ ছিল মনে, লয়ে তোমায় সংগোপনে,
তৃষিত নয়নে রূপ নিরখিব অবিরল।
তব প্রেম মুখ চেয়ে, রবো আপনা ভুলিয়ে,
প্রেমানন্দে নিরবধি, নয়নে ঝরিবে জল ॥ ৪২৭ ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

তারে বাসিনেকো যায়, সে কেন আমায়।
সদত আসিয়ে ভালবাসা জানায় ॥
করেছি যে মনে, তার মুখ পানে,
ফিরে চাবনা চাবনা আর প্রাণ যদি যায়;
তার আসারি আশায়, হয়েছি নিরাশায়,
মিছে হই জ্বালাতন পরেরি কথায় ॥ ৪২৮ ॥

বেহাগ—আড়া।

প্রেম কি গোপনে থাকে। জ্বলন্ত অনল কভু বসনে ঢাকে ॥
প্রতিপদ চন্দ্র যেমন, কেহ না পায় দরশন,
দ্বিতীয়া তৃতীয়া হ'লে সকলে দেখে ॥৪২৯ ॥

আলাই—আড় ঠেকা।

ফিরে যাও দিনমণি আঁধারি হৃদি-গগণ।
এখনি মরিবে প্রাণে অধিনীর প্রাণ ধন
বিকাশিলে বিভাবরী, আসিবে শমন অরি,
জন্ম-শোধ ল'য়ে যাবে মম পতি-ধন;
বৈধব্য দশাতে দেব পতিত হ'বে জীবন ॥৪৩০॥

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

একিরে বিষম বাজ পড়িল হৃদি মাঝারে।
পতিপ্রাণা মরে বুঝি এই বার প্রাণে।
হৃদয় অন্তরজ্বলে, ভস্ম শেষ হ'ল বলে,
প্রবেশিয়া চিতানলে, জুড়াব জীবনে।
পরাণ আহুতি দিব ও পদ ধরি অন্তরে ॥৪৩১॥

মিশ্রবাহার—আড়াঠেকা।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান,
কত দিন, শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরবে নিশীথে,
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ, কে যেন গায় সে গান,
দুই একটী কথা তার পেতেছি শুনিতে।
হা হা সখি সে দিনের সব কথা গুলি,
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ ॥৪৩২॥

মঙ্গল—আড়া।

যায় যাবে প্রাণ তবু তারে না হেরিব।
জাহ্নবী জীবনে গিয়ে বরং জীবন জুড়াইব।
সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব একস্থানে,
তবু ফিরে তার পানে, কথন না নিরখিব ॥৪৩৩॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

কেন প্রাণ হারাবি ভেবে।
রে ব্যাকুল, যাবে তোর দুকূল, প্রেমনদী অকুল মরবি ডুবে।
মনদী অতি তরঙ্গ তুফান, আগে যেতে যায় কুলশীল মান.
কে ধরে, সাঁতার দিলে পরে, কলঙ্ক সাগরে ডুব্‌তে হবে ॥৪৩৪॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

বিরহেতে যায় যদি প্রাণ, তবু হেরিব না তার চাঁদবয়ান।
শুন শুন প্রাণ সখি, সে নয় আমার দুখের দুখী,
মরিলে হইব সুখী, আপনার স্থানে রবে মান ॥৪৩৫॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

না হতে পতনতনু দাহন হইল আগে।
আমারো এ অনুতাপ তাহারে তো নাহি লাগে।
চিতে চিত সাজাইয়ে, দুখরূপ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে ॥৪৩৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

রমণী বধিতে বিধি প্রণয় ধন সৃজিল।
না হলে মৃণালে কেন কণ্টক দিয়া গড়িল ॥
"প্রণয়" অক্ষর তিন, আকার গঠন হীন
যেজন জপে সে ধন প্রমাদ তার ঘটিল ॥
হৃদয় তোরে বলি শুন, জন্ম যদি লভি পুনঃ
না করিব আরাধন, যে ধন প্রাণ হরিল ॥৪৩৭॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সাধ ফুরালো এ জীবনে।
প্রাণনাথ বিনে জীবন দিব জীবনে।
ভেবেছিনু চিরদিন রব নাথ সনে,
ঘুচিল সকল আশা সেজন বিহনে ॥৪৩৮॥

বেহাগ—ঠেকা।

আর না আর না সখি ওকথা বোলো না আর।
অভাগিনী এ দুঃখিনী ফিরিবে না কূলে আর।
সে ভেসেছে আঁধার সাগরে, নিরাশা আঁধার করিয়া সার।
হাঁসেনা এ কোন সুখে, কাঁদেনা সে কোন দুখে,
বলো সখি ফিরে যা, ফিরিতে বোলো না আর ॥৪৩৯॥

বেহাগ—আরা।

এ জনমের তরে সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখি,
তবু ও এখনো হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি।
জানি এ অভাগিভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি ;
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিবাতে নারি,
প্রেমের সে দাবানল জ্বলি উঠে থাকি থাকি ॥৪৪০॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে সেই বজ্র হৃদে হানে ॥৪৪১॥

এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চাক্ না চাক্ সদা সুখে থাক্
কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেলনা॥
জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিন সে, কেন রইল প্রবাসে।
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
সৃজিলাম সব, কই হলো সুখ ফল॥
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হোলো,
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণ বাঁচেনা॥৪৪২॥

দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা একবার কও কথা; তোল ও বিধু বদন॥
পীরিত, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি॥
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাবনা॥৪৪৩॥

ভৈরবী—আড়া।

জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে,
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে না ফিরে।
ও মোহন মুখশশী, ওই মধুময় হাসি,
জন্ম শোধ শেষবার দেখে নি নয়ন ভোরে।
অঙ্কিত যে ও মুরতি, হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কিরে?
নয়নে দেখি না দেখি, তবু ও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীর অশ্রুনীরে।
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে।৪৪৪॥

মিশ্রা মোল্লার—একতালা।

কাঁদি কাঁদি বুক বাধি,
কেন কাঁদিতে চাইলো!
সেতো কয়না কথা,
সেতো চায় না ফিরে,
কেন কাঁদিতে ধাইলো!
কেঁদে মরি সখি, তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে, তারে হেরি;
ভালবাসে না, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো।৪৪৫॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

যদি পীরিতি করে চাও তো চোখের মাথা খাও;
মনখরাতে দেখা দেব পীরিতি যদি পাও॥
হলে মনহরা, আস্‌বে মনখরা,
হারা মন ফিরিয়ে নিতে মন হবে সারা;
জলবে আগুণ চখের জলে ধূ ধূ জ্বালা যত চাও।৪৪৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন পীরিতি করিলাম মজিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি, একি হলো দায়।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায়;
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায় ॥ ৪৪৭ ॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন।
ভাল ভাল ভাব হ'ল, দুদিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥৪৪৮॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাও রে যাও ওরে, যে ভালবাসে তোমারে,
জানিতে হবে না আর, জেনেছি তা ব্যবহারে।
তুমি এসেছ এখানে, সে যদি তা শুনে কানে,
তবে ত প্রলয় হবে, বুঝিতে হবে অন্তরে ॥৪৪৯॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আর না খেলিব আমি সংসারের খেলা লো ;
প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, চাহিব না কারো পানে,
কাঁদিতে দিয়েছে বিধি সতত কাঁদিব লো :
আর না তাহার কথা আমারে বলিস্ লো ॥৪৫০॥

কেদারা—যৎ।

কেন আর কাঁদিব।
সে যে অবলার ছায়া কি আশা বাঁধিব!
জোছনা গিয়েছে নিভে, শ্মশানে ডাকিছে শিবে,
নিভাই প্রেমের কুণ্ড, আর কি মন্ত্র সাধিব ॥৪৫১॥

খাম্বাজ—একতালা।

ফিরি মাতুয়ারা, ফিরি মাতুয়ারা ;
কে জানে কে আমি মনহারা ॥
কুঞ্জে বসে কেঁদে প্রেম করি, হেসে বুকে কারু মারি ছুরি,
আছি সাথে সাথে কারে দিইনি ধরা ;
কুয়াসা মাঝে এ-কুহকী কায়, ঠেকে দেখে আমায় দেখতে কে পায়,
কভু প্রেম স্থলে ভাসে চাঁদের আলো,
যে দেখে ঘোচে তার মনের কালো,
যদি চিন্তে পারে,—ঘোম্‌টা টেনে অম্‌নি যায় গো সরে,
চেনা দিলে চেনে নৈলে ধরে সারা ॥৩১২॥

যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি ঘুচাতে কেহ পারে ;
নিদর্শন তোমারে ॥
শুনেছ কয়লো, অঙ্গারের মলিনো,
ঘুচে কি দুধে ধূলে পরে ॥৪৫৩॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

দূরে যা দূরে তোরা কিছু নাহি বুঝিবার।
কার মুখ পানে চাব, চাহিতে পারিনে আর ॥
যে ছিল প্রাণের আশা, সেই হ'লো প্রাণ নাশা,
মিছে পর ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার ॥৩১৪॥

যে ভুল চাহনি চাহি যে আঁখি মজিল হায় মজালে আমায়।
সে ভুল চাহনি চাহিতে আর চাহিনা সে আঁখি আজ উপাড়ি ফেলায়।
যে ভুল বুঝিয়ে ভুলে পায়ে ঠেলে ছিলে হায় অকালে আমায়,
সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে চাহনি আশায়।
যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ পর প্রেম-লালসায়,
সে তাপ গিয়াছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছো অনুতাপের সেবায় ॥৩১৫॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান,
আসিলে বদন বাঁকা, মরি এ কোন বিধান!
ভাবিয়ে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভব,
লাভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান ॥৪৫৬॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে,
পাছে শত্রু হাসে, লোকলাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে;
বু তো সে নাহি তোযে, আরো দোষে অকারণে ॥৪৫৭ ॥

বারোঁয়া বাহার—আড়খেমটা।

কায় কব দুঃখের কথা মনের ব্যথা মনই জানে,
অবলা সরলা বালা কতই জ্বালা সয় গো প্রাণে!
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
াজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে ॥৪৫৮॥

ইমন ভূপালী—একতালা।

প্রেম নিকেতন, জন-মানস-রঞ্জন-কারণ!
সিক ভাবুক চিত্ত-বিনোদন, প্রেমিক জন সাধনের ধন,
প্রেমলীলা গাব আজি হয়ে সবে এক মন।
ম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে, সুখ-লহরী বিকাশি,
েন-ছবি উঠছে, সুখী-জন-বাঞ্ছিত যে ধন ॥ ৪৫৯ ॥

বেলোয়ার—কাওয়ালী।

ও কি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি কে আমির,
আমি অতি অভাগিনী, আমি মরি, তাহে দুখ কিবা।
পড়েছিনু চরণ তলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ, গেছ, ভাল, ভাল, তাহে দুখ কিবা ॥৪৬০॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেন মন সঁপেছিলাম নিদয় জনে,
সে যে নিদারুণ অতি আগেতে জানিনে!
আগে ভেবেছিলাম সার, সে আমার আমি তার,
এখন সে বল কার, বাঁচিনে মিলন বিনে ॥ ৪৬১ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়নে ওই,
ফিরাও গো ফিরাও গো উহায়, অমিয় বচনে ও সই।
দেখ তার অভিমান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ওই ॥৪৬২॥

তুলসী—লীলা।

প্রেমেরি আসনে আসিয়ে বোস হে, লয়ে যাব প্রেম নিকেতনে।
প্রেমগীত গেয়ে প্রেম বিলাইয়ে, মাতিব মাতাব প্রেমরণে॥
ভূমিত প্রেমিক থর থর প্রেম, জেগে ওঠ প্রেম পরশনে,
প্রেমেরি গোলকে প্রেমের পুলকে, নিজাব প্রেমিকপ্রেমিকা সনে।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

প্রেম সাধ করি,
কি করি, মনেরে বুঝাতে নারি বল সহচরী,
সতত বাসনা যারে, রাখিতে হৃদিমাঝারে,
সে করে চাতুরী।
তিলেক না দেখা হ'লে, আর বাঁচিনে মরি মরি ॥৪৬৪॥

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

এতদিন পরে সখি, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল ?
এ ম্লান মুখে কেমনে অভাগিনী যাবে তার কাছে সখীরে ?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই, সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ॥৪৩৫॥

আলাইয়া—আড়খেমটা।

যাই যাই, ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই
যাহবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার, সহেছিত অনিবার
এখন কিসের আশা আর, ভেসেছিত ভেসে যাই ॥৪৩৬

গৌরী পূরিয়া—দাদরা।

ফুটলো কলি নয়ন জল ঢেলে।
প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন প্রেম ফোটে হেথায় এলে ॥
এ ফুল ফুটেছে ধরায় পাষাণ মন রসায় ;
মন উঠেনি প্রেম ফোটেনি প্রেম মিলাই তারে পেলে ।
দেখি কে কোথায় কোমল বাধন পরতে চায় গলায়,
কান্না হাসি মান অপমান গঞ্জনা কে চায়,
কে কেঁদে মনের ময়লা দেবে কে ধুয়ে ফেলে ॥ ৪৩৭ ॥

কাঁদছে আমায় শুনে আসি আসব আবার সে গেলে ॥
চায় যায় পায়না তারে প্রেমের একি উল্টো খেলা ॥
যে যারে চায়না ফিরে সেই ওলো ঘটায় জ্বালা,
প্রেমিক অলির কমলিনী, অলি বিনে পাগলিনী
রে পোকার ভ্যান্ ভ্যানানী, কল্লে লো সই ঝালাপালা
লো আকুল হোয়ে প্রাণের ভয়ে কমল বালা ॥ ৪৩৮ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

জুড়াইব বলে যারে হেরিতে হয় বাসনা,
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা;
অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বকব তাকে,
দৃষ্টি হলে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকে না ॥৪৬৯॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি যাও হে সেখানে মন যারে চায়। (যার প্রনয়-পাশে বাধা, তব মন)
বল কোন্ প্রাণে তারে ভুলিয়ে রবে হেথায়?
ঐ দেখ হে অরুণ, লোহিত বরণ, বহিছে সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ
প্রস্ফুটিত চারিভিতে সুরভি প্রসূন;
যাও হে যাও হে, সুখ-নিশি যে আগত প্রায় ॥ ৪৭০ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আজি ধনি, কেন, কেন অধোবদনে,
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিনে॥
কি দোষে করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান;
নিরানন্দে বসে আদরিনী প্রায়,—মান ত্যজ ও সুন্দরি,
আমি তোমার করে ধরি, তোমা বিনে অন্য নারী না হেরি নয়নে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

দেখা হ'লে তারি সনে আমার কথা বলো বলো,
যে যাহারে ভাল বাসে, তারে কি কাঁদান ভাল!
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে এখনও যে বাসি ভাল।
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে স্মরে কি মন লাগি,
ব'লো তারে তারি তরে, ত্বরায় ঘেরিবে কাল।
ব'লো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
[illegible] ॥৪৭২॥

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব কেমন তোমা বই জানিনে।
চাঁদ মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥ ৪৭৩ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না যে কেন ভালবাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী!
বাসি বা না বাসি ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
লো বিফল আশা, আমি বাসনা সাগরে ভাসি ॥ ৪৭৪ ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কথা ক'ব কিরে কহিতে যে কেঁদে উঠে প্রাণ,
তুমি কি জান না প্রিয়ে কেন করি মান।
আমারে রেখে এখানে, তুমি যাও সুখে সেখানে,
যেমন ব্যথা দিলে প্রাণে, ব্যথা পাবে প্রাণ ॥ ৪৭৫ ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

"যাই যাই" বলি নাথ দিওনা মোরে যাতনা,
যেতে হয় যাও তবে, "যাই" কথা সহেনা।
বজ্রপাত হবে হবে, বলি যে আশঙ্কা তবে,
তাতে বেদনা কবে, যাও তবে, "যাই" বোলনা ॥ ৪৭৬ ॥

জংলা—খেমটা।

বিধুমুখী আমি তোমারে,
ভিন্ন ভাবিনে অন্তরে।
আমি তরুমূল, তুমি লো লতা,
তুমি বৃক্ষ ডাল, আমি লো পাতা,
বদন তুলে প্রিয়ে কহ লো কথা,
আজি প্রিয়ে কর প্রেম দান আমারে ॥ ৪৭৭ ॥

জেলেপ্পার—গীত

প্রেমের ভিখারিনী ভিক্ষা মাগে প্রাণপতি পাশে।
প্রেমলতিকারবেশে, পায় জড়ায় সে এসে;
লতিয়ে পড়ে শুকিয়ে না যায় রাখতে হয় আশে॥
জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব, বিসর্জ্জন দিয়ে বিষয় বৈভব,
জীবনের আশা, শুধু ভালবাসা।
দুঃখের দুখিনী সুখের সুখিনী হোতে চায় পতিবাসে॥
যতদিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়, থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ু শেষ হলে পতি পদতলে, পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে॥

খাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেম-ভিখারিনী তব;—প্রাণেশ্বর।
বিনা ও প্রাণেশ-প্রেম বৃথা এ জীবন ভার॥
হৃদয়-মন্দিরে হায়, প্রেমময় দেবতায়,
পূজিব প্রণয়-হার ছিল এ কামনা-সার।
হইল বিরোধী তায়, লাজ, অপমান-ভয়,
বিদরে এ ছার হিয়া, সহেনা সহেনা আর॥
নাথ, সরোজিনী আজ, ধরি সন্ন্যাসিনী সাজ,
ফিরিবে দেশে, বিদেশে, কানন, গিরি-শিখরে।
অথবা তটিনী-নীরে, ইহ জনমের তরে,
বিসর্জ্জিব প্রাণনাথ, অসার মুরতি মোর॥ ৪৭৯॥

পূরবী—পোস্তা।

পুরিয়াছে মনোসাধ, পূরেছে বাসনা লো।
ফুরাইল ভালবাসা, ফুরাইল প্রেম আশা,
চলিল জীবন বুঝি বড় দুঃখ মনে লো,
আর না দেখিনু সখি সেই মুখখানি লো॥ ৫৮০॥

মুলতান—কাশ্মীরী খেমটা।

যার লাগিয়ে হৃদি (ও) কাঁদে অহরহ রে।
হইলে পাষাণ দহিয়ে যেত ফেটে রে ॥
পরেরি আশা, মিছে ভালবাসা,
আমারি দুঃখ দেখে, তারি দুঃখ কেন হবে রে ॥ ৪৮১ ॥

ঝিঝিট—খেমটা।

যাও ভ্রমরা মনচোরা, প্রাণ গেলে কব না কথা,
বকুলে আর নলিনা ফুলে, ভ্রম তুমি যথা তথা।
বেঁচে আছি যার কিরণে, দিয়ে ব্যথা তারি প্রাণে,
তুমি তোমায় প্রাণপণে, সে কথাতো নয় অন্যথা ।৪৮২॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মিছে কেন মধুকর কণ্টক কেতকী ফুলে।
অঙ্গহীন হবে তব রজোপাঙ্গ পরশিলে ॥
যাও যাও সুধাকর, সুধা পদ্মে পান কর,
বিকসিত শশধর, কুমুদ সলিলে ॥৪৮৩॥

পট—দ্রুত ত্রিতালী।

আমোদ প্রমোদ।

নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই।
ও চোখে চাহনি নাই—প্রাণের চাহনি চাই ॥
নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই ॥৪৮৪॥

ভৈরবী—আড়া।

নির্ব্বাণ মন আগুণ আজ কেন জ্বালাতে এলে?
প্রাণে কিছু থাকেনা হে আর, সে সব কথা মনে হলে।
মনে ভেবে দেখ দেখি, আর বা কি আছে বাকি,
কি দোষে করিয়ে দোষী, আমায় বনবাস দিলে॥৪৮৫॥

পিলু—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরি সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল তাজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিলনা পদ তরণীর অঙ্গে॥ ৪৮৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রাণসই সইলো সই ও তার এত অযতন,
আমি যারে তুষি, সে ত তোয়ে না তেমন।
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধ'রে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন॥ ৪৮৭॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই,
যে আলাপে মনস্তাপে প্রাণে ব্যথা পাই।
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোকলাজ নাই।
গোড়া কেটে জল-ধারা, লাথি মেরে পায়ে ধরা,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, বলিহারি যাই॥ ৪৮৮॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি,
দেখবো কত, দেখ্‌লাম কত, আর কত আছে বাকি।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন ক'রে শেষে বুঝে লব বাকী ॥ ৪৮৯ ॥

খট্‌—একতালা।

বলি গো সজনি যেও না, যেওনা
তার কাছে যেও না যেও না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বল না বল না।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,—
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা ॥ ৪৯০ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে জানাব কারে
অন্তরের দুঃখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে।
সে মোর আঁখি-অঞ্জন, আখি মোর নিরঞ্জন
করে গেছে সে খঞ্জন, অনঙ্গ দিয়ে অন্তরে ॥ ৪৯১ ॥

বারোঁয়া খাম্বাজ—খেম্‌টা।

প্রাণ সঁপে যে এমন হবে তাও তো জানিনে,
ভালবেসে অবশেষে প্রাণে বাঁচিনে।
জানিতেম যদি এমন হবে, অমৃতে গরল উঠিবে,
তা হলে কি ভুলি কভু নারীর ছলনে? ৪৯২ ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

এই কি তোমার বঁধু ছিল হে মনে,
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে ?
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে,
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে ॥ ৪৯৩ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে পাছে বেদনা পায় ॥
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত রত প্রশংসায় ॥
নীরত্যজে ক্ষীর যেমন, হংস করে গ্রহণ,
তেমতি আমারি মন, তার পানে ধায় ॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলই কর্ম্মফল,
তাহে এ দুখ ঘটল, কি দোষ তাহার ॥ ৪৯৪ ॥

বারোয়া—ঠুংরি।

ভালবাসা জানি না কি ধন :
মনের মানুষ আমার হলোনা সে জন।
সংসার সাগর কূলে, পায় কেহ বিনা মূলে,
সাধনের ধন সেই পরেশরতন ;
কেহ প্রাণপণ করি, ভাসায়ে জীবনতরী,
না পেলে কূল কিনারা হইল মগন ॥ ৪৯৫ ॥

লুম-ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রণয় রতনে যে জন না জানে।
হেরিলে নয়ন পোড়ে প্রাণ সঁপি কেমনে।
কণ্টক কানন, সখি তার মন,
সদা প্রাণ জ্বালাতন তারই মিলনে।
অন্তরে অন্তরে, প্রণয় যে করে,
আছে প্রাণ তারই তরে, আছি সই জীবনে ॥ ৪৯৬ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটী কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা,
ম্লানমুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে, ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা ॥ ৪৯৭ ॥

পাহাড়ী—আড়া।

প্রিয় বলে প্রিয়তমে ডাকিতে সে পারিবে না;
তাই ভেবে বিনোদিনী বিষাদিনী হইও না।
তোমার যে ভালবাসা, মানুষের ক্ষুদ্র ভাষা,
শত বর্ষ শতকণ্ঠে প্রকাশিতে পারিবে না।
হৃদয়ে লুকান প্রেম, অনলের মাঝে হেম,
বাহির করিলে আর সে সৌন্দর্য্য থাকিবে না ॥ ৪৯৮ ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেন এলিরে ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকেনা, কারেও সে ধরে রাখে না,
যে থাকে সে থাকে, আর, যে যায় সে যায় কারো তরে ফিরেও না চায়!
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও থেকে যেতে কেহ বলিবে না;
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥ ৪৯৯ ॥

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা।

পীরিতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব আমি।
ইহাতে উপায় সখি, বল কি করিব আমি॥
সুখ আসে ধন প্রাণ, ক'রে যারে সমর্পণ,
এখন পাসরে তারে, কেমনে রহিব আমি॥ ৫০০॥

বারোয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন, পরে জানিবে পর যে কেমন।
ছি ছি মন পরের তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পরে হবে পরে, সদা জ্বালাতন।
যে জন পরের লাগি, হয় সদা অনুরাগী,
হতে হয় দুঃখভাগী যাবত জীবন।
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়ে কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার দহে সেই জন॥ ৫০১॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥ ৫০২॥

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
এরা-প্রাণের কথা বোঝে না হৃদয়-কুসুম দলে যায়!
হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয়॥ ৫০৩॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে, কেনরে উথলে মন।
বিরক্তি-ভ্রূকুটী রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে, নারিনু কেন এখনো।
চোখের দেখা দেখ্‌তে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছিল্যভাবে, সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে;
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন॥
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
আমার সে সুখে থাক্‌, নাহি সাধ অন্য কোন॥ ৫০৪॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

ঘটিল কি দায়, প্রেমতরি পাব কেমনে।
কুটিল প্রণয় ফুল কণ্টকেরি কাননে।
ভুজঙ্গ মস্তক মণি নিরখি নয়নে,
জ্ঞান হয় ধরি ধরি ভয় কেবল দংশনে॥ ৫০৫॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

রোপণ করিয়াছিলাম আশালতা প্রেমবনে।
ফল ফুলে লাভ হবে বড় আশা ছিল মনে।
অতি যতন করি, সিঞ্চন করিলাম বারি,
বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি, অজারূপে নাশে প্রাণে॥ ৫০৬॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

দাসী বলে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে।
তাহার যে আশাবীনী আশানীরে ভাসিতেছে।
বাসেনা বাসে ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
দেখা হলে শুধাস্‌লো সই সেত আমার ভাল আছে॥ ৫০৭॥

সুরট—আড়াঠেকা।

আমার কথা কস্‌নে তারে দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস্ না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে॥
যে দিয়েছে মর্ম্মব্যথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হলে সে সব কথা প্রাণ আর থাকেনা প্রাণে॥ ৫০৮॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন যে নিল সেতো আর ফিরে দিল না।
বলি বলি মনে করি আর বলা হ'লনা॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সদত তাহারে দেখি
দেখি দেখি আরও দেখি, আর দেখা হ'লোনা॥
তাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'লনা॥ ৫০৯॥

সরফরদা—জলদ তেতালা

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক!
দেখ শশধর, নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক।
বিষধর মণিধরে, মুকুতা শুক্তি উদরে,
এমন বিচার সংসার যাহার, ইথে খেদের কি অন্তক॥ ৫১০॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

দুঃখিনী করিয়ে বিধি সৃজিল দেহ আমার।
কোথা সুখ পাব বল এ ভুবন মাঝার।
পাষাণে গড়িয়ে মোরে, ডুবালি শোক সাগরে,
সহিবারে দুঃখ জাল যত ধরে এ সংসার॥
কে জননী কেবা পিতা, না জানি স্নেহ মমতা,
কাঁদিতে এসেছি ভবে, কাঁদা মাত্র মোর সার॥
বড় আশা করি মনে, হেরিনু ভব চরণে,
দুঃখনীরে তরি ভাবি স্পর্শ মাত্র শূন্যাগার॥ ৫১১॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী ।

অন্তরের ধন তুমি কেমনে অন্তরে রাখি ।
নিরবধি হেরিবারে সাধ করে মম আঁখি ॥
সে সাধ বিবাদ করে, ভাসাইয়ে দুখনীরে,
যেওনা প্রাণ স্থানান্তরে, অধিনীরে দিয়ে ফাকি ॥ ৫১২ ॥

ভৈরবী—আড়খেমটা ।

নয়নে লাগিল যারে,
বিধি কি সদয় হয়ে মিলাবে তারে ?
সে জন বিনা প্রেম দান, নহে কখনো বিধান,
যে করে সই আমার প্রাণ জানাব কারে ॥৫১৩॥

সিন্ধু কাফি—একতালা ।

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন ।
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ ।
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি কি দুখি প্রাণ ॥৫১৪॥

হাম্বির—কাওয়ালী ।

হোলনা লো হোলনা সই ! (হায়)
মরমে মরম লুকান, রহিল বলা হ'ল না,
নি বলি বলি তারে কত মনে করিনু হ'লনা লো হ'লনা সই !
কভু কহিল চাহিয়া রহিল, গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ব ফিরাব বলে কত মনে করিনু, হ'লনা লো হ'লনা সই ॥৫১৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ।

মন যে তোমারই বশ নিতান্ত হইল,
তুমি যে পরেরি প্রাণ উপায় কি বল ;
বাসনা করে বাসনা, বাসনা মানা শুনে না,
সাধিলে সাধ পুরে না, বিষম দায় ঘটিল ॥ ৫১৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়,
আমি জানি তার সনে কখন বিচ্ছেদ নয়!
কত যে সেধেছি তারে, তবু সে না মনে করে,
তবে কেন তার তরে, মন উচাটন হয়!
বাচিয়ে যৌবন দিলাম, বিনা মূলে বিকাইলাম,
মন প্রাণ সব সঁপিলাম, তাহার প্রেমের দায়!
সখি গো স্বপক্ষ হয়ে, ব'ল তারে বুঝাইয়ে,
প্রণয় করিতে গেলে দুঃখ সুখ সইতে হয়।
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয়॥ ৫১৭॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান,
এখন আমার যায় প্রাণ, সই তারে ডেকে আন!
মানেতে হইয়ে হত, কুবাক্য বলেছি কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান;
এখন সাধিলে তার বাড়িবে দ্বিগুণ মান॥ ৫১৮॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রূকুটী রাশি, হেরিলে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন॥
চোখের দেখা দেখ্‌তে গেলে, তাও দেখা নাহি মিলে
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য মন॥ ৫১৯॥

ভৈরবী—একতালা।

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হব,
পুরুষের যত দুঃখ নারী হয়ে জানাব।
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,
অপমান তার ফিরে দিব, পায়ে ধরে সাধাব॥ ৫২০॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মন চায় দেখিতে যারে,
সে কেনরে দেখা দিতে এত ছল করে!
যারে ভাবি নিরন্তর, সে ভাবে না একবার,
তবু তার তরে কেন মন কেমন করে!
আমি আছি তার আশে,
অপরে সে ভাল বাসে,
চতুরে স'পিয়ে প্রাণ সদা নয়ন ঝরে॥ ৫২১॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে যতনে হৃ'দি মাঝারে,
এ জনমের মত তোরে, সে স'পে গেছে আমারে।
বিচ্ছেদ রে বিচ্ছেদ হওনা, ক'রি তোমাব উপাসনা;
অন্তরে থাকিয়ে তুমি, সতন্তর কর তারে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
তুমি যাইলে অন্তরে, সে আসিবে অন্তরে॥ ৫২২॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরমে মরম যাতনা সই, ভালবাসার অযতনে,
না বুঝে কুকাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জন পীরিতে নাচায়,
সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়,
কে বল রাখিবে পায়,
সে যদি না ব'াচায় প্রাণে॥ ৫২৩॥

ললিত বিভাষ—একতালা।

কেমনে ভুলি তারে,
কি বল সই আমারে, যে জন বিরাজে হৃদয় মাঝারে।
আমি চকোরিণী, সে যে সুধাকর,
প্রেম সুধাদানে তুষিবে অন্তর,
সে হলে অন্তর, কেমনে অন্তর
জুয়াইবে বল বিরহ-বিকারে।
বারিহারা মীন হয় গো যেমন,
সে বিনে সতত আমি গো তেমন,
হারা হয়ে সেই হৃদয়-রতন,
ভাসিব কি শেষে অকূল পাথারে ॥ ৫২৪ ॥

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

ভুলিব কেমনে সে বিধুবদনে,
হৃদয় শোণিতে নয়ন বারিতে—
পূজিয়াছি যারে চিতে, বসি যোগ ধ্যানে,
সাধ ছিল মনে, সে জীবন ধনে
রাখি যুগ যুগ ভরি নয়নে নয়নে ॥ ৫২৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি যাবে কবে আসিবে বলে যাও।
প্রবঞ্চনা কর যদি এ অধিনীর মাথা খাও।
সেই দিন মনে করি, রহিব হে প্রাণ ধরি,
নতুবা হে প্রাণে মরি, শেষ দেখা তোমার আমার ॥৫২৬॥

পিলু—যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার;
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার ॥
যত ফেলি আঁখিজল, তত হইল প্রবল,
এখন লতাভরে, তরু মরে, কে করে বিহিত তার ॥৫২৭॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

অবলা সরলা সুধী কুলবালা কেন মোরে দেখা দিল।
ন কোন ফুল সুধাংশু, কিরণে বিজনে শোভিতেছিল॥
বনে সে রূপ বুঝি নিরুপম, নিরখি যাহারে মন উচাটন,
যার লাগি সদা ঝরে দুনয়ন, কেন আঁখি নেহারিল।
গড়েছিল কোমল কমলে পুনঃ তারে কেন কণ্টকে সাজালে,
বনা যখন, আমার সেজন, তবে কেন মজাইলে ?৫২৮॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

রি আমারি তুমি যে আমারি জানিতে কি বাকি আর।
মুখে তব মৃদু মধুর হাসি, অন্তরে রেখে হলাহল রাশি,
না গেছে তব ভালবাসা বাসি, এখন না ছাড় ছল॥৫২৯॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যারে তারে কেউ ভালবাসা দিস্‌নে।
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্, তবু ভালবাসা দিস্‌নে॥
ভালবাসা অমূল্য ধন, এর যোগ্য বিশ্বাসী জন।
অবিশ্বাসী করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে।
য কেউ ভালবাসে তোরে, পরখ কর তায় নিক্তি ধরে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্‌নে॥
আগুপাছু না ভাবিলে, আমার মত পলে পলে,
ভাস্‌তে হবে নয়ন জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে॥৫৩০॥

ললুঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আঁখি জলে ভাসি ; লো সই বলিবনা কারে বিধাতা বই।
বে তখন সময় পেলে ; জানিবে তখন সময় এলে॥৫৩১॥

আমি তোমার মন বুঝিতে করিছি মান।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিষ, কপটে ঝরিছে এ দুটি নয়ান॥৫৩২

পীরিতে সই এমন বিরাগী হই।
ভাবি তার মুখ নিরখিব না।
এমুখ তারে দেখাবনা।
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না।
পুনঃ হলে দরশন করয়ে কি গুণ, তখন সে মন থাকে না॥৫৩৩॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে?
কিম্বা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ পূরাইবে।
বিধি তোরে বলি শুন, জন্মি যদি দিবে পুন
আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে॥
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পূরাইব
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিনে॥৫৩৪॥

কাফির সুর—খেমটা।

যদি এসেছিলি যাবি বলে আস্‌লি কেন বল?
এমন দগ্ধে মায়ার চেয়ে ভাল ছিল সে বিরহানল॥
না দেখে তোরে একরূপ ছিলাম অন্তরে,
দুখে সুখে যাচ্ছিল দিন আজি কার করে;
না মিটিতে আশা, ঘোর পিপাসা কেড়ে নিলি মুখের জল॥
সাধ করে আপনি এলে হে গুণমণি,
সাধে তবে বিষাদ কেন কল্লে বল শুনি,
এ যে বিদ্যুৎ দেখা দিয়ে বাড়ালি আঁধার কেবল॥৫৩৫॥

মুলতান আড়াঠেকা।

ভাবে বুঝি আমাহতে সে অধিক জ্বালাতন ॥
নৈলে কেন থাকে সদা হয়ে বিরস বদন ॥
তাহার বদন দেখি, প্রাণ কাঁদে ওগো সখি,
যদি হয় আঁখি আঁখি উভয়ে করি রোদন ॥৫৩৬॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

ভাবিনে, তুমি যে যাবে, করিবে এমন !
জীবন- নবিড়-বনে জোছনা-কিরণ !
তোমারি পানেতে চেয়ে, চলেছিনু গান গেয়ে—
নয়নে ঘুমন্ত মোহ, হৃদয়ে স্বপন।
পায়ে পায়ে এল ধাঁধা, এত বাঁধা, এত কাঁদা,
কপালে এত যে ছিল, বুঝিনে তখন ॥ ৫৩৭ ॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

'এস এস চির বন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥৫৩৮॥

খাম্বাজ - কাওয়ালী।

তোর একি কঠিন হৃদয় ? অবলা পাইলে বুঝি কাঁদাইতে হয় ॥
দিবানিশি আঁখি ঝরে, তথাপি সাধনা পোড়ে
কোমল জীবনে আর কত জ্বালা সয় ॥৫৩৯॥

কালাংড়া—পোস্তা।

আর আমি প্রাণ দিবনা পরে।
পরের বেদনা পরে জানেনা, পরের সনে কল্লে প্রেম পরে থাকে না,
দুদিন পরে সেই পর ভাবে পরস্পরে ॥ ৫৪০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া খেম্‌টা।

আর বাজায়োনা আশার বাঁশী তুলনারে স্বপন ফুল।
আমি জেনে শুনে ভুলে আছি ভেঙ্গোনা এ সাধের ভুল।
প্রেমের ঝড়ে ঘুরে ঘুরে, গিয়াছিনু কোথায় উড়ে—
আজ ভুঁই পেয়েছি কত ক'রে, আর ঢেউ দিয়ে ভেঙ্গোনা মূল।
আপনার আছি আপনি ভরা, কিছুতেই নেই ছোঁয়া ধরা।
আশার সুরে স্বপন-ডোরে' মিছে অকূলের একলা কূল ॥ ৫৪১॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সে আমার আছে গো কেমন?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন?
এখনো কি আঁখি তুলে, চারিদিকে চায় ভুলে?
সম্মুখে কি ভাসে তার সুখের স্বপন?
সুখে থাক তাই চাই, আমি মরি ক্ষতি নাই,
হয়ে গেছে যা হবার কপালে লিখন ॥ ৫৪২ ॥

আড়—খেম্‌টা।

যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলেনা মোরে,
এ জনমের মত এ প্রাণ সঁপেছি তার করে।
বোল তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি একা আছি হেথা, দু'নয়নে বারি ঝরে।
আর এক কথা মনে করে বোল বোল বোল তারে,
প্রেমদাস আজ প্রাণে মরে, না হেরে নয়নে তারে ॥ ৫৪৩ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে হানিল মম হৃদে দারুণ বিচ্ছেদ ছুরি।
ওষ্ঠাগত হতেছে প্রাণ আর বাঁচিনে মরি মরি।
পলকে প্রলয় স্থান কে হরিল মম ধন।
যেমন কল্লে দশানন রামচন্দ্রের সীতা চুরি॥ ৫৪৪॥

খট—একতালা।

যতন যাতনা হবে আগে কে জানিত বল ?
কথা শেষে ব্যথা হবে, হাসি হবে আঁখি জল।
সুখ হবে দুখ স্মৃতি, দুখ হবে প্রাণ-গীতি,
হবে মৃগতৃষা, মরণ হবে মঙ্গল, আগে কে জানিত বল ? ৫৪৫॥

দেশ—আড়া।

হ'লোনা আমার যদি, যাই, তবে কেঁদে যাই।
যার থাক, "সুখে থাক" এ বিনা কামনা নাই।
নাই বা ফুটল হাসি, নাই বা বাজিল বাঁশী,
(সুধু) দিনান্তেও একবার দেখে যেতে যেন পাই॥ ৫৪৬॥

জংলাপাহাড়ী—যৎ।

যারে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাইনা,
যখন তোরে মনে করি, তখন তোরে পাইনা।
আমার মাথায় দিয়ে হাত, দিব্য কর প্রাণনাথ,
নিতান্ত জেনেছিরে প্রাণ তুমি আমার হবে না।
অগুরু চন্দন দিব মনে ছিল বাসনা,—
সে আশা হ'লো নৈরাশা, তুমি প্রাণ এলে না।
আকাশেতে মেঘ দেখে, চাতকিনী বাঁচে না,
তোমাতে আমাতে রে প্রাণ, মিলনে সুখ হলো না॥ ৫৪৭॥

লুম খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন মানে যদি, দুনয়ন মানেনা।
মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না॥
সদা নয়নে নয়নে রাখিবারে তোমা ধনে,
পাপ আঁখি আমার যে, সদা করে বাসনা।
তুমি যে পরেরি প্রাণ, সে মনে দেয়না স্থান,
বুঝালে আখিরে আমার, পোড়া আঁখি বোঝে না॥ ৫৪৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে, মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, বুঝিতে পারিনা ভাষা॥
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" ব'লে পরে আরাধন, পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া, অশ্রু সাগরে ভাসা
জীবনের সুখ খুজিবারে গিয়া, জীবনের সুখ নাশা॥ ৫৪৯॥

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে।
মানস প্রবোধ বোধ নাহি লয় চিতে॥
ও রূপ লাবণ্য তব, মনোহর সুধার্ণব,
মাধুর্য্য মাদক রূপে, প্রণত আঁখিতে।
যদি কভু করি মনে, তোমারে না করি মনে,
তাহাতে রোদনে প্রাণ, যায় দুঃখাতীতে॥ ৫৫০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি হবে জানালে দুখ তায় (সই বল)
সে যদি আমায় একান্ত না চায়॥
জানালে যাতনা বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
তথাপি অবোধ মন, তারি পিছে ধায়॥ ৫৫১॥

মিশ্র।

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে শুধু গো যদি আসিত।
রাণে এমন আকুল পিয়াসা যদি সে শুধু গো ভাল বাসিত।
মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি, এ নব যৌবন, এতরূপ রাশি
সকলি উঠিত পলকে বিকাশি সে শুধু গো যদি চাহিত।
বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি, কেন এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি!
যদি—হলাহলে ভরা প্রেম সুধা মিষ্ট।
কেন তবে প্রাণ তৃষিত! ৫৫২ ॥

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালী।

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
মি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভাল বাস, যদি আর ফিরে নাহি আস
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো! ৫৫৩ ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

ধি প্রিয়জনে সযতনে সজ ন জীবনের জীবন ধন, সেই গুণমণি
তার মিলনে, হয় মনে, সুখ দিবস রজনী,
হই তার অদর্শনে, যেন মণি-হারা ফণি ॥ ৫৫৪ ॥

সোহিনী—একতালা।

কেঁদেছি পরের প্রাণে, আপন প্রাণে হাসি নাই।
এস সই চাঁদের পানে, চেয়ে চেয়ে প্রাণ জুড়াই।
জ্বলে ঐ জ্বলে তারা, যামিনী মাতুয়ারা,
কুসুমে লো ভোমরা গুন্ গুন্ গুন্ শুনতে পাই ॥ ৫৫৫ ॥

পাহাড়ী-পিলু—েমটা।

যথন প্রাণ ছিলে প্রাণে কত মসলা দিতেম পানে।
এথন কাছে গেলে পরে, সদা কর পানে পানে॥
আর কি আমার সে দিন আছে, চূণের ভাড় শুথায়ে গেছে,
তাল পুকুরের নাম রয়েছে, তীর উবু জল নাই মাঝথানে।
থয়ের কোরে কেয়া ফুলে, কাঁদি বসে ফুলে ফুলে,
ক্রমে অঙ্গ গেল ফুলে, মলেম বুঝি এত দিনে॥
সু মনে সুপারি দিয়ে. সুথের তরণি ভাসাইয়ে,
প্রেমের বাদাম উড়াইয়ে, ডুবি বিচ্ছেদ-তুফানে।
যতনে দিয়ে যোয়ান ধোনে, পেয়েছিলাম তোমা ধনে।
এথন এ নব যৌবনে, হানচে মদন পঞ্চবাণে।
যে দিনে দিলাম দারচিনি, সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি,
এথন আমি বালি তুমি চিনি, চেনাচিনি নাই তুজনে।
ছোট এলাচ লয়ে সুথে, দিতাম যাতু তোমার মুখে,
এথন দেথ না ত চেয়ে, ফিরে অধিনীর-পানে॥
শিশি ভরা কর্পূর ছিল, কপাল ক্রমে উবে গেল
লবঙ্গ বিবর্ণ হল, গন্ধ হ য়ছে জাফরাণে।
যথন আমার ছিল বাহার, দিয়ে থাক্তাম কত বাহার,
গুণ গুণ করে গেয়ে বাহার, উড়ে বোস্তে মধুপানে॥ ৫৫৬।

মিশ্র আড়া।

না জানি কি গুণ ধরে মুথথানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেথিতে আবার।
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার॥ ৫৫৭॥

মল্লার—যৎ।

মন প্রাণ হরে নিয়ে আর আমায় কাঁদায়োনা,
আর বুঝি হে প্রাণনাথ আমায় সদয় হবে না!
মদন-জ্বালায় জ্বর জ্বর, সয়ে কত থাকি আর,
জ্বলিতেছি প্রেমানলে আর আমায় জ্বালাও না॥ ৫৫৮।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সে আমায় পাগল কোরেছে প্রাণে।
আর কি পাইব আমি সে বিধু-বদনে॥
যদি কোন ক্রমে দেখা হয় তারি সনে,
বলিব হাতে ধরি, মিনতি বচনে,
যদি না শুনে তায়, ধরিব তাহারি পায়,
রাখিব না এ জীবন তখনি মরিব প্রাণে॥ ৫৫৯॥

বাগেশ্রী—আড়াখেমটা।

আশা পূর্ণকর রে প্রাণ কহি কাতরে।
দিওনা আর দুঃখ ধরি হে তব করে॥
যদবধি মন প্রাণ, চাহে না আর কাহারে॥
তোমারে না হেরিলে মরি প্রেমানলে জ্বলে,
নিবারি আঁখির জলে, ভাসি দুঃখ-সাগরে;
তব অধর সুধা পানে, বাসনা হতেছে মনে,
সুখেতে রহি জীবনে হৃদে রাখি তোমারে॥ ৫৬০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পিরীতি যে জানে সে কেন করে না।
সে বিনে আমার প্রাণ আর তো চাহে না
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তার মনে মন দিতে সদা মন আকিঞ্চন;
যতন করিয়ে তারে পাই যে যাতনা॥ ৫৬[illegible]॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন ভালবেসেছিলাম তারে,
হেরিতে বাসনা হলে, ভাসি অকূল পাথারে।
যৌবন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ফেরে॥
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থিরভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মাঝারে॥ ৫৬২॥

সরলার গীত।

কই কেউ বলে না আমায়, কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছল ছল চায়,
কাঁদে সে এরা কেন কেন কেঁদে ফিরে যায়॥
আপনার মত আসে, আপনারে ভাল বাসে,
পরেরি মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরের কাঁদায়॥ ৫৬৩॥

পেশমানের—গীত।

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না; দেখা দিয়ে দেখা দেয় না।
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না; পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না,
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না॥ ৫৬৪॥

ওসে ভালবাসে যদি তবে বলেনা কেন, মুখ ফুটে বলেনা কেন।
ভাসা ভাসা ভালবাসা সয়ো না যেন, আহা সই সয়ো না যেন।
দেখ ও দেখসে প্রাণ, লও কর প্রেমদান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন, চিতচোর চতুরে হেন॥৫৬৫॥

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ম্ম নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার।
নোয়ে নর প্রাণ পুরুষে কায়ায় পুষে কোচ্ছে সদা হাহাকার॥
কারুর হাসি কান্না, কান্না হাসি কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি।
স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে কেউ বোঝে না নাই বোঝাবার॥ ৫৬৬॥

তেলেঙ্গা—দাদরা।

কেন আর বাধবো বেণী বললো সজনী।
যদি বেণীর ডোরে বাধতে পারি গুণমণি॥
তাচ যদি না কেঁদে উঠে প্রাণ কেন আর হানবো নয়ন বাণ,
মান কিসের লো মধুর হাসির সে না রাখলে মান
যদি ধরতে পারি তবে নারীর গরব কিতা জানিনি॥ ৫৬৭॥

উপেন্দ্রনাথের—গীত।

—কান্না কিনে কাঁদ্‌বি যদি যায়, এথা বিনিমূলে বিকিয়ে যায়।
এ--সাধের কান্না ফুরাবে না সাথের সাথি হতে চায়॥
মার—সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে, আছি তবু নাই হইয়া,
হাসি খুসি সব, হোয়েছে নীরব, আছি আঁখিজল লইয়া;
ানুষের বার, মানুষে কোরেছে, আশে পাশে ফিরি কাঁদিয়া॥
কাঁদি সেথা—কাঁদে যেথা প্রাণ।
হাসি ফেলে, আহা বলে, শোনে পেতে কান॥
আঁখি নীরে আঁখি নীর--করে হে প্রদান॥
সে সুচারুকারু তরে পূজি বিধাতায়;
রবি-চাঁদ নিঙারিয়া তারায় মজিয়া, ফোটাফলে গঠি কায়—
ধি -নব রবিকরে, জ্যোৎস্না মিশায়ে, রং ঢেলে দেছে তায়—
ধ--তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে, তারে তারি তুলনায়॥
সে আমার—স্বপনের মত এল, স্বপনের মত গেল, সরিয়া;
এ ভাঙা পাঁজরে পোড়া---পোড়া পরাণী রে সার করিয়া॥
বুকের শোণিত নিয়া, আঁখির ভিতর দিয়া বাহিরে বহাব দুধারায়
দেখো সবে রেখো ধরে---সে রুধির ধারা না ফুরায়—
দর দর ধারে যেন ধায়॥ ৫৬৮॥

মুলতান।

ালবাসিও না তারে আর, সে যে বোঝেনা লো দুঃখ তোমার।
সঁপেছিলে প্রাণ যারে সে বড় নিঠুর হায়,
তোমার মলিন মুখ, মনে ত পড়ে না তার॥ ৫৬৯॥

আমোদ—প্রমোদ।

ভাল চাওতো হে নাগর বড় চাইছে নাগরী,
ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি নিতে চাও সোহাগ করি।
ভুরুধনুকে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়ন বাণ,
ফিরে বাণ মেরে বাণ বুক পেতে নাও ত্বরাত্বরি॥ ৫৭০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আহা মরি! কিবা রূপের মাধুরী।
আসিতে না পারি ফিরে, এলেম ধী'র ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণভরে, পারি নাহি লাজভরে;
যদি বিধি দয়া ক'রে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে চাইব ফিরে ফিরে॥৫৭১॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন
সাধে হয়ে পরাধীন নিশিদিন ভাবি পরে।
কত করি ভুলিবারে মন ততো নাহি পারে
যবে যে ভাবনা করে সে জাগে অন্তরে।
সরমে মরম ব্যথা নারি প্রকাশিতে কোথা
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥৫৭২॥

সাহানা খেম্‌টা।

কাঁদিছে প্রাণ আমার কেন সখি তারি তরে,
বিচ্ছেদের শরানল দহিছে এ অন্তরে রে।
না জেনে তাহার মন, করেছি যে সমর্পণ,
কি করি প্রাণ সজনি, উপায় বলে দাও আমারে।
আমি থাকি আবাসে, সে কভু আসে না বাসে,
কেমনে বাঁচিব শেষে, উপায় বলে দাও আমারে॥৫৭৩॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ,
তবু হের্‌বোনা তার ও বয়ান;
নিত্য নিত্য ঘরে পরে, কত সব অপমান।
শুন ওলো প্রাণসখি, মনোদুঃখ আর বল্‌বো বা কি,
মরিলে হইব সুখী, তবু রাখ্‌বো আপনার মান॥৫৭৪॥

বেহাগ—খেমটা।

কেন চুরি করে চায়। লুকাতে গিয়ে হাসি হেসে পলায়॥
বন পথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে,
পথেতে যেতে চলে, মালাটা গেছে ফেলে,
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥৫৭৫॥

কবির সুর।

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হ'ল না,
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না!
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্ল্লজ্জারমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ তারে ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না॥ ৫৭৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারে ভুলিব কেমনে,
সে বিনে যাতনা যত সে কি তা জানে!
মিলনেরি দিন হইলে স্মরণ,
স্বপন অধিক ভাব হয় না লো প্রাণে!
মনে যত মান, যদি হয় মিলন,
উপহার ছলে, দিব লো চরণে॥ ৫৭৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

এখন কি তার আসিবার সময় হয় না গো,
ও সে কেমনে আমারে ভুলি রহিল কোথায় গো।
যদি থাকে প্রেম দাওয়া, ঘুচাব সেথানে যাওয়া,
না সরলা আমি, ও তার কেমন কঠিন প্রাণ গো॥ ৫৭৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আঁখিতে মানেনা সই মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে পথে গেছেন তিনি তার পানে চেয়ে থাকি,
অভাগীর অশ্রুজল, ঝরিতেছে অবিরল,
বহে অশ্রুস্রোত তায়, পদচিহ্ন দেখি দেখি;
যেন ভগীরথ পিছে গঙ্গা স্রোত বহিতেছে,
দেখা হলে বলো তারে অন্ধ হ'ল দুটি আঁখি॥ ৫৭৯।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর,
বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব তার!
এ প্রাণ সঁপেছি যারে, সে ভাসায়ি অকুল পাথারে,
মন প্রাণ চুরি করে, সে গেছে যমুনা-পার!
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সেই দেশান্তরে,
কেমন করে রব ঘরে প্রাণ বাঁচান হলো ভার॥ ৫৮০।

মুলতান—আড়াঠেকা।

এ সময় রসময় দেখা দাও অবলায়,
জনমেরি মত তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়।
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুইকালে প্রাণ যায়।
কর এক প্রিয়কাজ, জন্ম দুঃখিনীর;
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়॥ ৫৮১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যাবে যদি অবলা বধিয়ে,
তবে কি ফল বল এ দেহভার বহিয়ে।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণের প্রাণ,
সম্মুখে ত্যজিব প্রাণ,
শব দেখি যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে॥ ৫৮২॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

মিছে ভালবাসা, মনের আশা, মনে রহিয়ে গেল,
যাহার কারণ, আকুল পরাণ, সেতো বাসেনা ভাল।
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
যতন সকল বিফল তার, যাতনা সার হলো।
বিচ্ছেদ রূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপে দেহ দহিছে, অবলা প্রাণে মলো॥ ৫৮৩॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে,
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল-শাসনে।
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥ ৫৮৪॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

সখি তার লাগি ভেবে ভেবে প্রাণ যায়,
মরি হায়, দুঃখ কব কায়, সতত বিষাদিত চিত,
হলেম জ্ঞান হত, পাগলিনীর প্রায়।
কিসেরি তরে, নিদয় অন্তরে, বাঁধল দারুণ বিচ্ছেদ শরে,
কে কি বলে তায়, বিচ্ছেদ ঘটায়, শত্রু পায় পায়॥ ৫৮৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করেছি প্রণয় বিসর্জ্জন যাবত জীবন,
প্রেম তত্ত্ব উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছি প্রেম-সন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি লেপন॥ ৫৮৬॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিরহ জ্বালা প্রাণে কত সহিব,
মন দুঃখ অন্য কারে কহিব।
সে যদি আমারে সখি নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কাহার লাগিয়ে ভার বহিব।
সহেনা সহেনা সখি আর দেহ মাঝে,
অধৈর্য্য হইয়ে ধৈর্য্য ধরি লোক লাজে;
শীঘ্রগতি কহ তুমি গিয়ে রসরাজে,
অবিরত দুঃখানলে আর কত দহিব ॥ ৫৮৭ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হেরে ও বয়ান জুড়াই তাপিত প্রাণ,
এস হে বঁধু-এস এস।
হৃদয় সিংহাসন শূন্য আছে হে রাজা হয়ে বসো বসো
সেই ভাবে এ হৃদয়ে আবার এসে বসো বসো।
দারুণ বিচ্ছেদের নিদয় শাসন হে, অ[illegible]গো [illegible]রে নাশো নাশো ॥ ৫৮৮

যোগিয়া—মধ্যমান।

বিরহানলে সহরে রহে যদি এ জীবন,
তবেত সুখ [illegible], হৃদ সুধা অনুক্ষণ।
আশ্বাসে বিশ্বাস [illegible] বিভাবরী,
অতি ক্লেশে প্রাণ ধরি, [illegible] রোদন ॥ ৫৮৯ ॥

ভৈরবী—[illegible]।

চল [illegible] ব্রজবালা,
বিফল বিপিনে [illegible];
বিধি বিরোধি, সুখ [illegible] তোমারি,
হয়েছে প্রেম সাধ [illegible] ॥ ৫৯০ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

এত হবে তাত জানিনে।
না বুঝে পীরিতি মজে এখন প্রাণে বাঁচিনে।
তাহারি বিহনে, জীবনে কেমনে,
সহরে অবলা বালা এত সবে পরাণে ॥ ৫৯১ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, তাত নয় গো,
সুখের জলধি স্রোত নিরবধি বয় গো!
সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে অঞ্জনে মিশায় গো!
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয় মনে উদিত, যেন কথা কয় গো ॥ ৫৯২ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরি মরি, কি করি কি করি, বলনা বলনা সই,
সরলা কি জানে নারী, পরের অধীন বই তো নই।
রে প্রাণ বসিয়ে বুকে, নাথ পড়ে মনে মরি মনোদুঃখে,
প্রাণ কে করে রক্ষে, নাথ বিনে বল কি সুখে রই ॥ ৫৯৩ ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

প্রাণনাথ হে,
কোথায় তুমি রহিলে;
অবলারে অকুল পাথারে,
ভাসাইয়ে প্রাণনাথ, কোথা তুমি রহিলে।
ডাকি ডাকি, ঝরিতেছে আঁখি;
তবু তুমি গুণমণি, কথা নাহি কহিলে ॥ ৫৯৪ ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ একতালা।

যাতনা সহেনা, সহেনা সই,
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না।
শুনেছি নিদাঘে সখী, চাতকী নীরদ মুখী,
নিদয় নীরদ নাকি, (ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না।
আমায় সে নবঘন, কভু ত নহে তেমন,
শীতল বারি মিলন (তাতে) বঞ্চিত কভু করে না।
আজ সে জীবন কান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেহে রহে না॥ ৫১৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

(তারে) এনে দে ওরে,
যারে না হেরিলে পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নাধারে।
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায়;—
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে॥ ৫১৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধন করি সাধনা পূরিল।
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বা ছল লাজ,
আমার গেল যে লাজ, বিষাদ রহিল॥ ৫১৭॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

বিরহ যাতনা অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত,
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব, সহেনা ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকর সমমনে, জ্বালায় জীবন মন্দ মলয় পবনে,
উপায় ইঙ্গিতে না পারি দেখিতে, উপায় সেই প্রাণকান্ত॥ ৫১

বাগেশ্রী—কানাড়া—মধ্যমান।

আঁধার করিয়া হৃদি চলেগেছে সেইজন।
যার দরশন বিনা করে আঁখি বরিষণ।
কাঁদ তরু কাঁদ লতা, গাও কেঁদে প্রাণের ব্যথা,
কাঁদ গে বিহগ তথা, যথা মম প্রাণধন।
র হয়ে সহচরী পাশে, আছে বসি অনুক্ষণ ॥৫৯৯॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হয়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥৬০০॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-যাতনা সই সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকি হে রোদনে।
অমায়ানী সেই জন, তার কি মন মজে কোনখানে ?
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে ॥ ৬০১ ॥

ঝুল ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওরে যাদুধন, কেন হেরি বিরস বদন।
হাসিনাই চাঁদমুখে কিসের কারণ ॥
কি দুঃখেও মুখশশী, হয়েছে যেন তমসা,
বৎস গুণরাশি, জুড়াক জীবন।
অন্য মন সদা যেন, শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কিকারণে অশ্রু নিরে ভাসে দুনয়ন ॥৬০২॥

ছায়ানট—তেতালা।

সতত বাসনা যারে হরিষে হেরিতে,
তাহার বদন, বিরস কখন নাপারি দেখিতে।
জীবন বহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারি-জন, কভু বিষপান, পারে কি করিতে ॥৬০৩॥

ভৈরবী—একতালা।

মনের কথা সই এমন অরি
না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে হৃদি অনলের তেজ সে ধরি॥
কিঞ্চিৎ কহিতে যার কি কব যাতনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি॥৬০৪॥

আশা গৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমর দলে
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে।
অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত, কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিনী ভাসিছে আঁখি জলে। ৬০

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রাণের লুকানো ব্যথা জানাব কেমন করে,
পারিলে হৃদয় ছিঁড়ে দেখাতেম সখি তোরে।
যে অনন্ত অনল মোরে দিবানিশি প্রাণ পোড়ে,
হায়রে কে সাধ করে, ঢাকি ঢাকি রাখে তারে।
জাননা ত সব পরে, জানাতে পারিলে পরে,
প্রবলে যাতনা কত, ঢাকিলে কত সে বাড়ে।
কত ত জানাতে চাই, কত ত বুঝাতে চাই,
পারিবনা বুঝাইতে, পারিবে না বুঝিবারে॥৬০৬॥

মুলতান—দ্রুতত্রিতালী।

নয়নের নীরে কি নিভে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষায় চাতকী মরে, অম্বুবারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিফল ॥ ৬০৭ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সখি কোথা সে জন।
সদা যারে পড়ে মনে; হারায়ে সে প্রাণধনে,
জীবন ধরি কেমনে, কোথা হৃদি রতনে,
হায় সখি বুঝ প্রাণ কে হরিল সে ধন ॥ ৬০৮ ॥

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালী।

না দেখিলে বলনা সই বাঁচিব কেমনে,
দিবানিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে ॥
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন,
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে ॥ ৬০৯ ॥

সখি নব শ্রাবণ মাস!
নব ঘন ঘটা, দিবসে সাঁঝছটা, ঝুপ ঝুপ করিছে আকাশ
মি ঝি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম, মুহুর্মুহু দামিনী আভাস!
বহে মাতি, তুহিন কণাভাতি, দিকে দিকে রজত উচ্ছাস।
ছলে সরোবর, পত্র মর মর - কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ!
বতী যুবজনা, পরম প্রীতমনা, দুঁহু দোঁহে বাঁধা ভুজপাশ!
হে যাপি যামী ঘুমায়ে ছিনু আমি, স্বপনেতে মিলন উল্লাস!
হসা বজ্রপাত কড়াকড় নাদ, কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস!
মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই, উথলিত আকুলিত নিশ্বাস!
আমার বঁধুয়া পরবাস ॥ ৬১০ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হলো প্রাণ সই, কিসে সই যাতনা,
ধৈরয ধরিতে নারি, একি ছলনা।
আমার যে মন প্রাণ, আমারে করি বঞ্চন,
হয়ে আছে পরাধীন, উপায় বলনা।
যবে গো পোড়া নয়ন, করেছে তায় নিরীক্ষণ,
দহিতেছে অনুক্ষণ, আরত সহেনা॥ ৬১১॥

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সজনি কি আমার এ ছার পীরিতে,
এ জনম গেল কেবল তার ভাবনা ভাবিতে॥
প্রেম সুধা লভিবারে, মন প্রাণ দিয়ে তারে,
শেষ বিচ্ছেদ পাথারে মরি ভাসিতে ভাসিতে॥ ৬১২॥

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

অকারণে কেন হায়! নাথ ভুলিলে আমায়।
জানিনা কি দোষ আমি করিয়াছি তব পায়॥
বিদায় হবার কালে, কত আশা দিয়াছিলে,
সকলি কি বিস্মৃত হলে?
আমি তো পারি না হে নাথ! তিলেক ভুলিতে তোমায়॥ ৬১৩।

বেহাগ।

বিরহ অনলে তনু হলো যে ভস্মরাশি
এই আরাধনা করি সমীরণে সন্ত্রাসি,
যদি বায়ু সদাশয়ে, এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়ে,
দেয় নাথের অঙ্গেতে, এই মনে অভিলাষী॥ ৬১৪॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রাণপতি বিনে সতীর বল কি আর আছে ধন।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি পতিতপাবন।
পতি যার বিমুখ হবে, কি সুখ তার ছার বিভবে,
সুখ কি তার সম্ভবে, বিফল তার জীবন ॥ ৬১৫ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ কেমন হইল আমার মন,
চকিতে তারে নয়নে হেরে
অন্তর বিদরে সদা উচাটন ॥ ৬১৬ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নাথ যাবে যদি হইয়ে নিদয়, ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়,
নিতান্ত অধিনী বলে মনে যেন রয়।
আশাপথ নিরখিয়ে, রইলাম মনে প্রবোধিয়ে
হয় না যেন বিন্ধ্যাগিরি অগস্ত্যের আশয় ॥ ৬১৭ ॥

কাফি—আড়া।

আসবো বলে গেছে চ'লে, আসা তো আর হলোনা।
চ'খের জল দেখে গেল, মুছেতো আর গেল না।
জীবন-কূলে সারারাতি, জ্বালিয়ে ব'সে আশার বাতি,
কত তরী ব'য়ে গেল, আমার সুখের তরী এলো না ॥ ৬ ৮ ॥

লুম—খেমটা।

ঝুরিছে তব নয়ন, কি লাগিয়া প্রাণ।
কেন দুঃখে দুঃখী হয়ে আছ ম্রিয়মান ॥
বিধুমুখি অধোমুখে, কি কারণে আছ দুঃখে,
দারুণ মনে অসুখে, মানে হত জ্ঞান ॥ ৬১৯ ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

মম যে দহে তার বিচ্ছেদ অনলে অন্তরে।
ফাটে বুক, এ সব দুখ, কিরূপে জানাব তারে॥
তাহার মিলন কালে, কথা হ'তো নানা ছলে,
কখন করুণা করি সাধিত সে হাতে ধরি,
এখন কেমন করি, থাকিব বল পাস'রে॥ ৬২০॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস নয়ন লো!
কেন মলিন নিরখি বিধুবদন লো?
কি দুখ বলনা, ওলো সুলোচনা।
নাশি হৃদয় বেদনা চল বিপিনে লো॥ ৬২১

বেহাগ—মধ্যমান।

এ সুখ বসন্তে সই, কেনেলো এমন আপন হারা, বিবশা আহামরি.
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোল পরি।
হাসে চন্দ্র সুমন্ত জোছনা হাসি, ঢালে মল্লিকা সুরভি রাশি,
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ,
কুঞ্জে কোয়েলিয়া কুহু কুহু রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি ও মুখ শশীরে
যদি গাহে পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায়!
আয় কুঞ্জে, ফুটন্ত মালতী তুলি, গাঁথি মল্লিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে পোহাইব রজনী সজনীরে॥ ৬২২॥

সিন্ধু—ঝাপতাল।

কে তুমিগো ফুল-বালা উষার নীহারে ভাসি,
গগনে নয়ন রাখি, আলু-থালু-কেশ-রাশি।
বহিছে হতাশ শ্বাস, অধরে ঝরে না হাস,
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী॥৬২৩॥

রাগিণী বেহাগ—আড়াঠেকা।

চিরতরে প্রেয়সীরে হারালেম এবার।
এ জনমে প্রাণধনে দেখিব না আর।
কোথা গেলে তারে পাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
অন্ধকার দেখি সব, মিছা এ স সার॥
যার সুধামাখা স্বরে, সব জ্বালা যেত দূরে,
সে বিনে শূন্য হ'লোরে, হৃদয়-আগার॥
উহু! সহেনা যাতনা, প্রাণে ধৈরয মানেনা
হায় জীবন যাপনা, হলো কঠিন ব্যাপার॥ ৬২৪॥

বাংলাংড়া—কাওয়ালী।

আমারি মনেরি দুখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল;
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল॥৬২৫॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
াজ বিভাবরী, কাতর চকোরী এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোসী।
নীরে প্রফুল্ল কমল, মলিন হৃদয়কমল,
য়ের গুণ কি কব এখন, মিলনে অধিক দুখ হইল প্রেয়সী॥৬২৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মহৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীনের প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না॥৬২৭॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

মম যে দহে তার বিচ্ছেদ অনলে অন্তরে।
ফাটে বুক, এ সব দুখ, কিরূপে জানাব তারে॥
তাহার মিলন কালে, কথা হতো নানা ছলে,
কখন করুণা করি সাধিত সে হাতে ধরি,
এখন কেমন করি, থাকিব বল পাস'রে॥ ৬২০॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস নয়ন লো!
কেন মলিন নিরখি বিধুবদন লো?
কি দুখ বলনা, ওলো সুলোচনা।
নাশি হৃদয় বেদনা চল বিপিনে লো॥ ৬২১

বেহাগ—মধ্যমান।

এ সুখ বসন্তে সই, কেনলো এমন আপন হারা, বিবশা আহামরি.
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোল পরি।
হাসে চন্দ্র যুমন্ত জোছনা হাসি, ঢালে মল্লিকা সুরভি রাশি,
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ,
কুজে কোয়েলিয়া কুহু কুহু রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি ও মুখ শশীরে
যদি গাহে পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায়!
আয় কুঞ্জে, ফুটন্ত মালতী তুমি, গাঁথি মল্লিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে পোহাইব রজনী সজনীরে॥ ৬২২॥

সিন্ধু—ঝাপতাল।

কে তুমিলো ফুল-বালা উষার নীহারে ভাসি,
গগনে নয়ন রাখি, আলু-থালু-কেশ-রাশি।
বহিছে হতাশ শ্বাস, অধরে ঝরে না হাস,
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী॥৬২৩॥

রাগিণী বেহাগ—আড়াঠেকা।

চিরতরে প্রেয়সীরে হারালেম এবার।
এ জনমে প্রাণধনে দেখিব না আর।
কোথা গেলে তারে পাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
অন্ধকার দেখি সব, মিছা এ স সার॥
যার সুধামাখা স্বরে, সব জ্বালা যেত দূরে,
সে বিনে শূন্য হ'লোরে, হৃদয়-আগার॥
উহু! সহেনা যাতনা, প্রাণে ধৈরয মানেনা
হায় জীবন যাপনা, হলো কঠিন ব্যাপার॥ ৬২৪॥

বাঙ্গালাংড়া—কাওয়ালী।

আমারি মনেরি দুখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল॥৬২৫॥

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোসী।
নীরে প্রফুল্ল কমল, মলিন হৃদয়কমল,
সময়ের গুণ কি কব এখন, মিলনে অধিক দুখ হইল প্রিয়সী॥৬২৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হলে রসিকে বয়োবিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মহৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীনের প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না॥৬২৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বারায় রোদনে ॥
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥ ৬২৮ ॥

অহং—একতালা।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি!
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি ॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি?
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি আছে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে?
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি;
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ॥ ৬২৯ ॥

কালাংড়া—যৎ।

কতকাল আর জ্বালাবে বিরহানলে অধিনীরে,
একবার দেখা দাও হে নাথ অধিনী ডাকে কাতরে ॥
যদি কোন অপরাধ করিয়ে থাকি হে নাথ,
মরণ সময়ে যেন দেখা দিও অধিনীরে ॥
কেন কালার প্রেমে মজে, ও তুই কলঙ্ক রটালি ব্রজে।
তুই তো অনর্থের মূল, নিরমল গোকুল, ভাসালি কলঙ্ক-মাঝে ॥
তোরে আমি ভাল জানি, বৃন্দাবনের ঢাকবাজানি,
ঘর মজানি, পর-মজানি, ওলো ধনি,
ডাকিয়ে কুলকামিনী দিস্ কুকাজে ॥ ৬৩০ ॥

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আজি প্রেম অভিমুন্যে সপ্তরথী ঘিরেছে।
এ প্রেমে ভরসা নাই হে আশা কর মিছে ॥
কর্ণ কুল, কৃপ শীল, ভয় দ্রোণ লজ্জা শৈল,
ধর্ম্ম অশ্বত্থামা বীর মনোরথে চড়েছে।
ক্ষমা দুঃশাসন রথী শান্তি দুর্য্যোধন ভূপতি।
জয়দ্রথ-রথীপঙ্ক্তি ব্যূহদ্বারে রয়েছে ॥ ৬৩১ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেমন করে বল যাই সজনি ধনি।
একাকিনী অনাথিনী হইয়াছি পাগলিনী ॥
ধৈর্য্য ধর সখি ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণনাথ, তুষিবেন তোমারে,
ঘুচিবে বিরহ-জ্বালা, পোহাবে দুঃখ রজনী ॥ ৬৩২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে সে জনে এ জীবনে ত্যজিব।
মিলনে বিচ্ছেদ হল তা বলে কি ভুলিব!
বিচ্ছেদ মিলন জ্ঞানে, তারি জ্ঞানে তারি ধ্যানে,
সংগোপনে মনে মনে, মনানল মনে করিব;
বিচ্ছেদ মিলন সার; চাহি তাই অনিবার,
হৃদয়ে বিচ্ছেদ রাখি, সদা সেরূপ নিরখিব ॥ ৬৩৩ ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

সহিতে না পারি নাথ তোমার বিরহ-জ্বালা,
না জেনে পরেছি গলে, বিষম প্রেমের মালা।
প্রখর কুসুম-বাণ, শেল সম অনুমান
দহনে দহিছে প্রাণ, কেমনে বাঁচিবে বালা;
তুমি নাথ প্রাণধন, তোমা বিনে অকারণ,
বৃথা ধরি এ জীবন, হৃদয়ে হই চঞ্চলা ॥ ৬৩৪ ॥

কোকভ—আড়াঠেকা।

একেলা ফেলিয়ে মোরে নাথ! কোথা পলাইলে;
বিষাদ-বারিধি-বুকে কেমনে ভাসায়ে দিলে ॥
ত্রিভুবনে অবলার কে আছে বলহে আর?
ও পদ বিনে যে দাসী জানেনা; (নাথ হে) অভাগীর অশ্রুজল
কে আর মুছাবে বল?
কে আর প্রবোধ দিবে তুমি যদি তেয়াগিলে ॥ ৬৩৫ ॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

এ সুখ বসন্তে সখি কান্ত কোথায় রে।
কান্ত কোথায় হায় নিতান্ত নিদয় রে ॥
এই যে সমীর, করে আমারে অধীর,
বহে কি তথায় রহে সে মোর যথায় রে ॥
চ্যুত মুকুল সৌরভ, গুঞ্জরে অলি সব,
কোকিল কুহুরব জগত মাতায় রে;
এ সুখ মাঝার, সে প্রাণ আমার।
মুনিজন মন লয়ে দিন গুয়ায় রে ॥ ৬৩৬ ॥

ভৈরবী—যৎ।

সব সাধ ফুরাইল, সব সুখ ঘুচিল;
বিষাদ—বাড়বানল প্রাণ বন দহিল ॥
মানস—কুসুম—আজি শুকাইল অকালে;
নিভিল আশার দীপ চির দুখ বেড়িল ॥ ৬৩৭ ॥

বেহাগ—আড়া।

কি আছে কপালে মোর প্রাণ সখি নাহি জানি।
প্রাণেশ প্রমাদ গণি কেন কাঁদে মম প্রাণী ॥
হারাবে জীবন-মণি, দংশিবে বিচ্ছেদ ফণি।
হৃদয়, আকাশে যেন হতেছিল দৈববাণী ॥ (ওসই)
নিশিতে দেখি স্বপনে কে যেন আসি শ্রবণে।
বলে তোর পতি-ধনে হারাবিলো অভাগিনী ॥ (ওসই) ॥ ৬৩৮ ॥

বেহাগ—আড়া।

এত দিনে প্রাণসখা বুঝিবা আমায় হে,
এ সংসার নিকেতন তেয়াগিতে হয় হে।
জগতে। সুখ সাধ, এ যে মম অবসাদ।
বিষাদ বিষম রাহু গ্রাসিতেছে হায় হে।
মিনতি তব সদনে, ক্ষমি দোষ নিজ গুণে,
জনমের মত দীনে, দেহ হে বিদায় হে ॥ ৬৩৯ ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

সজনীরে।—কেন লো দক্ষিণ বাহু সহসা যে নাচিল?
নাচিল দক্ষিণ আঁখি, আবার দক্ষিণে দেখি,—
ভুজঙ্গ, জম্বুক যেন পাশকাটি ছুটল,
কেন হেন অলক্ষণ আজ সখি ঘটল?
কেন লো সে মুখখানি সে চারু চন্দ্রিমা—
থাকিয়া থাকিয়া মনে জাগিতেছে অনুক্ষণে,
পাষাণ-হৃদয়ে যেন অঙ্কিত সে প্রতিমা!
বিভাতিছে মৃদু মৃদু ছড়াইয়ে গরিমা ॥ ৬৪০ ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মিছা মিছা কেন তুই আমারে জ্বালাস্ লো?
যাও, যাও, দূরে যাও, আপনে কাঁদিতে দেও,
কাঁদিব যাবৎ দেহে রহিবে জীবন লো,
দেখ সখি মম লাগি সে না যেন কাঁদে লো ॥ ৬৪১ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ যাতনা হতে, মরণ যন্ত্রণা ভাল,
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্প কাল।
বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণের দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, মোলে তো ফুরায়ে গেল ॥ ৬৪২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিরহ যন্ত্রণা সখী তুমি জানিবে কেমনে,
জানিলে আমি কি সদা থাকিঁ হে রোদনে।
নানা স্থানী যেই জন; তার কি মন কখন,
স্থির কোন থানে, তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে ॥ ৬৪৩ ॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ জানিনে স্বপনে।
ভাল বেসে তারে এই হইল,
তাহারি ভালবাসা ভুলিব কেমনে?
কেন প্রেম নিধি সৃজিল বিধি,
সদা জাগিছে রূপ, আমারই নয়নে ॥ ৬৪৪ ॥

সুরট—কাওয়ালী।

তোমায় বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে,
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে।
আমি মাত্র এই চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রিয়ে, এ দেহে সকলি সবে ॥ ৬৪৫ ॥

ওলো ব্যাকুলিত মন অগোচরে ধীরে ধীরে ঝরে দুনয়ন
শিহরে মরম তল, হৃদয়ে যাতনানল;
শোণিত শুখায়ে যায় স্মরি কুস্বপন, শূন্য নয়নে হেরি শূন্য ত্রিভুবন॥৬৪৬

সোণার শরীর কালি করোনালো নলিনী,
জাগিবে তপনবঁধু প্রভাতিলে যামিনী।
নিরাশা তিমির যাবে উষার সমীর রবে:
হাসির লহরী পুনঃ উঠিবে বিনোদিনী ॥
মাতিয়ে মাতোয়ারা প্রেম মিলনে বিরহিনী ॥ ৬৪৭ ॥

জেলেখার—গীত।

(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা রাত।
(সে তার) প্রাণের প্পানে চাইলে বুকে সহায় শেলাঘাত॥
প্রাণেতে তার প্রেমের দিশানা, দেখতে পেয়ে চাই পেতে
তার মানি না মানা;
পাই কি না পাই, সাধ কোরে তাই কচ্ছি দেহ পাত॥ ৬৪৮॥

জেলেখার—গীত।

অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে; চাহিয়ে চাহিয়ে
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে, প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে,
সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে; অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে।
থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর, করিতে জর জর,' রহিয়ে রহিয়ে।
ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥ ৬৪৯॥

পেশমানের—গীত।

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়; বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়॥
বিষাদিনী বিরহিনী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়;
বিদেশিনী ভালবাসা চায়॥ ৬৫০॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেনলো শূন্য কানন হেরি। কোথা গেল নব নব নাগরী॥
সুখ প্রেমবনে, সুখে নাথ সনে, সজেছিল প্রেম ভাবে,
সুখ ত্যজিয়ে মদনে মথিয়ে কোথা গেল নবীনা নাগরী॥ ৬৫১॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

প্রাণ মন বন মাঝে শূন্য দেহ চলে যায়।
প্রাণ বিনে কি দেহ চলে, তবে যায় কি কৌশলে?
গঞ্জনার ভয়ে চলে, বন্ধে সে ধরে আমায়।
অভাগিনীর ভাগ্যফলে, বিষম বিচ্ছেদানলে,
দিবানিশি অঙ্গ জ্বলে, সে যন্ত্রণা কব কায়;—
মিলন-সিন্ধু-জলেতে শান্তি আশে ঝাঁপ দিতে,
এ পাপাঙ্গ পরশেতে, শুকাল জল সমুদায়॥ ৬৫২॥

ভৈরবী—একতালা।

উপায় কি করি সখি হায়, দেখে মুখ বুক ফেটে যায়,
সোণার কমল কেন ধূলাতে লুটায়!
সরোবর হৃদি মোর, তথি পর যে ফুল শোভা পায়;—
সুবর্ণ বিবর্ণ দেখি মুদিত কমল আঁখি,
হৃৎ-পিঞ্জরের পাখী, বুঝি রে পলায়।
কোথা রে দারুণ বিধি, এই কি হল তোর বিধি,
করে মিলাইয়া নিধি, হরে নিল পুন তায়॥ ৬৫৩॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করি কি গো সখি! উপায় কি বল না;
উভয় সঙ্কটে পড়ে আমার প্রাণ ত আর বাঁচে না।
মন আমারে বলে এসে, প্রাণনাথের বামে বসে,
প্রেম আলাপে মনোল্লাসে পূরাও বাসনা;
পুড়ে মরি দুখানলে, শুভ কর্ম্মে শুভকালে,
লজ্জা-সহচরী বলে, এমন কর্ম্ম কর না।
চকোরী পড়েছে ফাঁদে সুধার আধার পূর্ণচাঁদে,
ঢেকেছে লজ্জা-জলদে, তাজা করে না;—
নিন্দাভয়-সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
[illegible] পান আর হল না॥ ৬৫৫।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী ;

নয়নে প্রেমবশে দুনয়ন। আশারি আসার হারে করিছ রোদন।
বহত বিরহ বাণে, ব্যথিত জীবন হায়, দিবানিশি হয় দহন ॥ ৬২৫ ॥

আহা আমার যে কোন্ সকলি ফুরায়,
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায়।
আপনারে দিয়ে পরে, পরের আপনা কোরে,
মগ্ন প্রেম স্বপ্ন সুখে ছিনু এ ধরায়,
ভাঙ্গিল স্বপন সব ধুয়ে মুছে যায় ॥ ৬২৬ ॥

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে,
ভুলিয়ে মমতা মায়া রূপ মোহে মোহিত হোলে।
গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়, মাতৃকায়া সহ মাতা তার যায়,
জ্বালতে না জ্বলিতে দীপ অবহেলে নিভায়ে দিলে।
খেলিতে না খেলিতে খেলা জীবলীলা হরিয়া নিলে ॥ ৬২৭ ॥

দিন দিন দীন বাণী, কেন বল দেবযোনি, কাঁদে তাহে ব্যাকুল পরাণ।
জীবন সর্ব্বস্ব সেই প্রেমের রতন, সঁপেছি তাহারে মন প্রাণ।
বিরহে কাতরা হয়ে, দেহ তারে মিলাইয়ে,
শোকরাশি হোক অবসান ॥ ৬২৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি ! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি পাশরিতে নারি সেই জনে ॥
এখনও রয়েছে প্রাণ তাহারি ধ্যানে ॥ ৬২৯ ॥

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী জীবন ধন ত্যজিয়ে সুখ কাননে।
কোথা গেলে অকস্মাৎ প্রবোধ মানে না মানে॥
বল দেখি বেগবতী কোথা মম প্রাণপতি,
বিয়োগ বিধুরা অতি হয়েছি প্রাণেশ বিনে।
সহেনারে এ যাতনা ব্যাকুলা বিরহ বাণে॥ ৫৪১॥

আমার সাধের সাধে কেরে সাধিল বাদ।
প্রমোদ বিবাদ মোর ঘটল রে পরমাদ॥
বিজলী গেলরে ছেড়ে, জলদ রহিল পড়ে,
হতাশ হৃদয় জুড়ে বিষম বিষাদ॥
ওই ওই ওই যায়, ফিরিয়ে হেরিতে চায়,
সাজবাদী হ'য়ে তায় করে গো মানা
যাই যাই আড়ে থাকি, দেখা দিয়ে মুখ দেখি,
নিয়ে ওর বুক থেকে দুখ অবসাদ॥ ৬৬০॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হায়! কবে নাথ সনে হইবে মিলন,
আশার আশায় তার দেহে না রহে জীবন!
মম হৃদে নিরন্তর, আছে সে নিরন্তর,
তবু কেন এ অন্তর, হইতেছে জ্বালাতন॥ ৬৬১॥

বেহাগ।

কেন থেকে থেকে প্রাণ আকুল ব্যাকুল হয়।
কেন চারিদিকে হেরি তমোময় শূন্যময়।
বিদরিয়া হৃদি তটে, সহস্র তড়াগ ছোটে।
ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ বিষাদের নদী বয়।
নীরবে হৃদয় তলে, যেন তুষানল জ্বলে
আশায় রহেনা সুখ, বিপদে না রহে ভয়।
সবি অন্ধকার যেন, অন্ধকার প্রাণ মন
নৈরাশ ঔদাস্য দুরে সর্ব্বত্র জাগিয়ে রয়॥ ৬৬২॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিরহ বেদনা কেমন।
সে জানে বিরহানলে জ্বলে যার মন।
দহন দাহন ক্লেশ, সেই জানে সবিশেষ,
অরেক দহনে দগ্ধ, হয়েছে যে জন॥ ৬৬৩॥

খাঁরোয়া—ঠুংরি।

হৃদয় শশী কোথা হে এখন।
দেখে যাও নাথ যায় এ জীবন।
বিষাদ আগুন মনে, জ্বলিতেছি অনুক্ষণ,
মন প্রাণ সে আগুনে, হতেছে দহন।
নাথ আশা নাহি আর, কেন বৃথা বহি ভার
দুঃখের জীবন আজি দিব বিসর্জ্জন॥ ৬৬৪॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আর আমি সইতে নারি, তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা,
রমণীর কঠিন প্রাণ, সওয়া আছে সব জ্বালা।
মনে করি স্বর্ণকারে, গাঁথাইব স্বর্ণ-হারে,
হৃদয়ে রাখি তোমারে, নিভাব মনেরি জ্বালা।
শুন ওলো বিধুমুখী, ঘুমালে স্বপনে দেখি,
জাগ্রতে নেহারি যেন, করিতেছ কত খেলা॥ ৬৬৫॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন,
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন লো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময় করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে, হারাই বুঝি পতিধন॥ ৬৬৬॥

নেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আরত রহে না, সই লো এ পোড়া প্রাণ ;
আশার আশে, ক'দিন থাকে জীবন ;
সাধে কি সখি, অভিলাষ করি মরণ।
যদি সে ধনে হৃদয় আসনে রেখে,
মম বাসনা না পূরে দেখে,
জগতে আর থেকে, মনে জ্বলে হুতাশন।
গড়েছে আমারে সহিতে দুঃখ,
ভালে কেমনে হইবে সুখ,
দুঃখানলে সজনি ফাটে বুক, বলি কারে এ বেদন ॥ ৬৬৭ ॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

উতলা হয়োনা ব্যাকুলা ললনা,
স্বামীর তরেতে বিরহে মগনা।
কমলিনী সোহাগিনী, আসিবে সে নৃপমণি,
ভেবোনা লো আর ভেবোনা ভেবোনা ॥ ৬৬৮ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মরি হায় প্রাণ যায় তার বিরহ বাণে ;
সে আমার আমি তার জানিতাম মনে।
সদা অন্তর অন্তরে, যতনে রেখেছি যারে,
কে জানে বিচ্ছেদ হবে তাহারি সনে ॥ ৬৬৯ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার আশায় রয়েছে চারিজন ;
কে কে শোন্—আমার মন, প্রাণ, নয়ন আর শ্রবণ,
আশাতে আকাশে তুলে, শানে ফেলে আছাড়িলে,
ছি ছি নাথ কঠিন এমন ॥ ৬৭০ ॥

পুরবীমিশ্র—একতালা।

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুঁরি,
কার যেন অভাব নাই।
কি যেন হল না, কি যেন এলো না,
বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই।
নিরালয়ে ভাবি, আপন মনে,
প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
কভু কভু যেন আভাষ পাই।
নিঝুম হইয়ে, যবে যাই চলে,
পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি পিছনে চাই,
কই কই হায় -কেউ যে নাই॥ ৬৭১॥

সিন্ধু—আড়খেমটা।

প্রণয় পিঞ্জর কাটি গেছে সে পাখী উড়ে,
রাখ্‌তেম যতনে যারে, অন্তরে অন্তরে।
চঞ্চল জানিয়ে তারে, বদ্ধ ছিল নয়ন দ্বারে,
পলকে কি গেল উড়ে, কোথা পাই তারে। ৬৭২।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখী কোন্ দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবি হয়ে, সুখে কাটাইতাম কাল।
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজ্জল।
চির প্রেমের বন্ধনে, বাঁধা আছি তার মনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল॥ ৬৭৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি।
আপনারি কর্ম্মদোষে সে হলো কুপথগামী ॥
যে আমার প্রিয়জন, সে জানে আর জানে মন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অন্তরযামী ॥ ৫১২ ॥

সুরট তাল—একতালা।

কি কব চারু বদনে;
কি কষ্ট তব বিহনে, বনে বনে তাহা আজ,
জাগিছে মম মনে।
তব অদর্শন-বিরহ-শূল, যাতনা যে সহিতে নহে সে তুল,
দিবানিশি মন ছিল ব্যাকুল, গেছে সে দুঃখ মনে।
চাঁদ বদনা, কি যে সে ভাবনা, জান না তুমি বিরহ বেদনা,
হইত মনে আর পাবনা, প্রেয়সী প্রাণ-ধনে।
ভুনিত প্রিয়ে সদা সুখমনে, থাকিতে হরিষে অশোক বনে,
ভ্রমে ভুলে চন্দ্রাননে, ভাবতে না প্রিয়জনে ॥ ৭৩২ ॥

কেন কেঁদে হবি সারা ধারা মুছে আয় মা।
কপালে কল্যাণী তোর সুমঙ্গল ভায় মা ॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তায়;
যে অধরে মাখা হাসি সে কেন শুখায় মা ॥৫৬৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে বুঝাব মনে—এ মনে।
অধীর আমারি মন, আজি প্রবোধ না মানে।
যাঁর লাগি মম প্রাণ, অনুদিন হয় ক্ষীণ,
নাথেরে পাইব পুনঃ আশানাহি এক দিন,
দুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এক দন,
দুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এভুবনে ॥ ৩৩১ ॥

কমলার—গীত।

মাজা ঘসা এই মুখখানি আজ—মলিন কেন বোন্।
রাঙ্গা টুকটুকে ঠোঁট শুক্‌নো কেন—সজল দুনয়ন॥
কি শূন্যমনে চাহি শূন্যপানে, মহাশূন্যে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে
নাহি অন্ত কেহ, নাহি অন্য দেহ, শুধু শূন্য-প্রাণী-মেশা-দশটি দিশে॥
ও বোন্— সইতে নারি কথার কথা—সইতে—পারি সব।
সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব॥
আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—পাঁজর গেছে পুড়ে।
বনের পাখি মন কেড়ে নে—বনকে গেছে উড়ে॥
পোড়া প্রাণের কথা শুন্‌বে কি।
আমার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—তান থামিয়েছি।
এই গাল-ভরা প্রাণ প্রাণের দায়ে—হারিয়েছি॥
আমার মনের মানুষ ভেসে যায়;
ধরি ধরি পাই না ধরা—ওরে—ধারে দেখে কে আমায়॥
হেথা যে যায় সে আসে ফিরে —ফিরে আসে যায়;
যায় যায় তার আর ফেরে না—তাইতে কান্না পায়॥৬৬৭॥

চিতাগৌরী— আড়াঠেকা।

হেরিয়ে দিবা অবসান। শাখী পরে পাখীকুল করিতেছে গান।
প্রফুল্লিত কুমুদিনী, বিষাদিত নলিনী, ভ্রমরের ব্যাকুল পরাণ
ভাবী বিচ্ছেদের তরে, দারুণ দুখ ভরে,
চক্রবাক বিরস বয়ান॥ ৩৩৩॥

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
কে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দে হয়।
আমি মরি সহচরি তাহে করি নে সে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিল্‌বে তার,
নখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার।
আমার ত্যজিলে ত্যজিতে পারে, কে দুষিবে তারে সই,
আমার পূজ্য ধন বই তো ত্যজ্য ধন নয়॥ ৪৪৪॥

কমলার গীত।

আমার দুঃখের হাসি দেখবি যদি আয়।
হাসি পাঁজর ভাঙ্গা বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা বিষম দায়॥
হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেলে—উথলে ওঠে ঠোঁটের গায়॥
ও বোন্ অফুরন্ত কান্না আমার সয় না।
ও বোন্ দুর্ভাবনা ভাবলে ভাবা হয়না!
হোয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ—আশাও শেষে রয় না॥
হেথা কেউ কাঁদ্‌তে পাবে না।
হাসো এস—বাসবো ভাল—কাঁদবে পীরিত থাক্‌বে না॥১৩৭॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চিরপ্রিয় লীলোদ্যান;
চিরকাল উযাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়া,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবেনা প্রাণ॥
আজি হতে ঘর দ্বার, হল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজ্জল আলো হলো আজি নিরবান;
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার আসিবে গৃহে তম হবে অবসান॥১৩১॥

সুরট মোল্লার—আড়া।

বিজন বিমনে বসি কেরে বিপিন বাসিনী,
এনব যৌবনে বল কি দুঃখে হলে যোগিনী
ত্যজি লোক সমাগমে, কেন এলে বনাশ্রমে।
কনক ত্যজিয়ে হলে বনফুলে সোহাগিনী।
মনের মানুষ কিরে, মিলেনা লোকমাঝারে।
বনদেবতার কাছে হয়েছ তাই ভিখারিনী॥৩৩২॥

লুম ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বল, সই, কি কারণ দিবস যামিনী,
বিরলে নয়ন জল ফেল, সুভাষিণি ?
সোণার কমল সম, মু তব অনুপম,
কি লাগি মলিন হেরি, কেন বিষাদিনী ? ৩৩৪ ॥

বিভাস আড়াঠেকা।

পতি বিনে অবলার ভুবনে কে আর ?
ল'য়োনা সেধনে হরি করি দেব অবিচার !
প্রাণনাথে দাও ফিরে, বরঞ্চ এ অভাগারে,
তবালয়ে ল'য়ে চল—অকূল জলধি-পার ॥ ৩৩৫ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে কি নিবিবার আগুন।
নিবাইতে গেলে পার বাড়ে যে দ্বিগুণ ॥
নির্ব্বাণ হইবে তবে, এ হৃদি পিঞ্জর যবে,
প্রবল চিতা—অনলে, পুড়ে হবে চূণ ॥ ৩৩৬ ॥

যে করেছে যাহার সহ পীরিতি ব্যাভার,
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার ?
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ॥ ৩৩৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

মনের বেদনা কত মনে মনে নিভাইব।
কে আমার দুখের দুখী মন দুঃখ কারে কব ॥
যার সুখে সুখীমন, সে হইল অদর্শন,
না হেরে সে চন্দ্রানন, কিসে প্রাণ জুড়াইব ॥ ৩৩৮ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

জীবন না যায় রে! যায় দিন যায়, দিনমণি যায়, নিবিয়া রে,
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল, মিশিয়া মিশায়রে।
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে ছায়াতে মিশায়রে।
সকলি ত যায়, কেবল দুখের জীবন না যায়রে! ৩৩৯।

ললিত—কাওয়ালী।

কি দোষে ত্যজিলে প্রিয়ে, এ অধীন জনে?
প্রেমে বাঁধা আছে মন তোমারই সনে।
কি দেখিলে মম দোষ, তবে কেন বৃথা রোষ,
ক্ষণমাত্র অপরাধ পড়েনা ত মনে॥ ৩৪০॥

আলেয়া—জলদ তেতালা

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়,
বিরহ না হলে, প্রেমে নাহি সুখোদয়।
মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে নাকো কেহ কারে,
পড়িলে বিচ্ছেদ নীরে, অঙ্কুর বাড়ায়॥ ৩৪১॥

পাহাড়ী—আড়া।

মনে কি পড়েনা প্রিয়ে সেই দিন সেই স্থান,
যে দিন তোমার হাতে দিয়েছিলাম মন প্রাণ।
দিবা অবসান হলে, সেই সে কদম্ব তলে,
প্রেমের পুতলী তুলে হৃদয়ে দিলাম স্থান।
সে রস নিরখি পাখী, শাখার উপরে থাকি,
আনন্দে অধীর হয়ে গেয়েছিল প্রেম গান।
প্রেমামৃত রস নিয়ে, ছিলেম বিভোর হয়ে,
আদর করিনি বলে করেছিলে অভিমান॥ ৩৪২॥

পিলু—ঠুংরি।

সাধে কি কাঁদে আমার প্রাণ,
হৃদে হানিছে বিচ্ছেদ বাণ।
তাহারি কারণ, জীবন ধারণ,
তাহার অদর্শন মরণ সমান॥ ৬৪০॥

যোগিয়া।

সেই ত কাঁদিতে হল হায়! সেই ত কুসুম কলি ফুটিয়া ঝড়িয়া যায়;
সেই সুখ হর্ষ আশা, সে মধুর ভালবাসা,
কিছুই ত রহিল না সকলি ফুরাল হায়॥ ৬৪৪॥

সিন্ধু।

বলা হ'ল না ত সব কথা খুলে, অর্দ্ধেক শুনিয়া সে যে গেছে চলে;
সকলি বলিলে তারে, হয় ত করুণা ক'রে,
চাহিত মুখের পানে, দুটি আঁখি তুলে,
পাষাণে হৃদয় বেঁধে, রয়েছে সে ভুলে॥ ৬৪৫॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে।
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে।
বসি এই শিলা তলে, এই নির্ঝরিণী কূলে,
বলে দিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে॥ ৬৪৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি হল কি হল আজ অভাগিনী কপালে,
ওরে পোড়া বিধি কেন এত বাদ সাধিলে।
অনেক যতন বিধি, দিয়ে হরে নিলি নিধি,
এই কি তোমার বিধি কাঙ্গালিনী করিলে॥ ৬৪৭॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে আর।
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে নাকি অন্ধকার?
ছিল প্রাণ সে দিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ শুধাইছ বার বার॥ ৬৪৮॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা,
প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না?
বহিয়া বহিয়া গেছে প্রেম ফুরায়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা॥ ৬৪৯॥

ভৈরবী কাশ্মিরী—খেমটা।

সই বুঝি পরাণ যায় লো।
এতকাল সংগোপনে, বিরহে জ্বলিছে প্রাণে,
আর মোরে বাসেনা ভাল, শুনে বুঝি প্রাণ বাঁচেনা।
মরমে মরিয়ে ছিনু, তবু আশা ধরেছিনু,
কি আশা চাহিয়ে আর, রাখি প্রাণ তাই বলনা॥ ৬৫০।

পাহাড়ী—কাওয়ালী।

হৃদয় বন্ধু বিহনে সকলে আঁধার রে,
লোকারণ্য মাঝে একা প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
আত্মীয় কুটুম্বগণে, চাহিনে আর চাহিনে,
কপট প্রণয়ে মন তৃপ্ত কি আর হয় রে।
স্বার্থের সম্বন্ধ যত, ভাই বন্ধু দারা সুত, কেও নয় আপনার,
সব মায়ার বিকার রে।
মনের মানুষ পেলে, রাখি তারে হৃদকমলে,
উভয়ে প্রেমমত্ত গলে এক হয়ে যাই রে।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণভরে,
ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করি লো॥ ৬৫১॥

সিন্ধু ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে।
দেখ সখি আঁখি তুলি।
ফুল গুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধা[illegible]. বনলতা কতকথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটা কহ গো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনো ব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে? ৬৫২ ॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

প্রিয়ে কমলিনী! মনমোহিনী বাঁচি বল কিসে?
মরি বিরহ-বিষে!
দেখা দেও প্রাণেশ্বরি, সদা কেঁদে আকুল দুকুল ভাসে।
দেখিতে শরীর আমি, শরীরের প্রাণ তুমি, জান তা বিনোদিনী;
হয়ে সেই প্রাণহারা, দু[illegible] র নীরে এ শব দেহ ভাসে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রেমময়ী প্রেমগুরু,
তোমা বিনে নহি কারু, ধরেছি চরণ দুটি,—
আবার মান সেধেছি যোগীর বেশে ॥ ৬৫৩ ॥

কাফি মিশ্র—দাদরা।

পীরিতি করে আমার মন ধরা, তাইতে নাম নিয়েছি মন ধরা।
মন কি আমার সাধে ধরেছে, অনেক জ্বালায় জ্বলেছে,
পরে তারে আপন করেছে.
কমলবনে বিষ ছড়াতে সাধ করে কি চাই
কই গো তারে পাই, দিবানিশি তাই আগুণ জ্বালাই,
যখন তাদের পীরিত মনে পড়ে সব দে[illegible] বিষে ভরা ॥ ৬৫৪ ॥

কালাংড়া—ষৎ।

হারায়েছি হারায়েছিরে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বলনা!
কমল কাননে বালা, করে কত ফুল খেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না!
প্রিয় ফুল তরুগণ, সুধাকর সমীরণ,
বল বল ফিরে কি আর পাবনা! কেন এল চেতনা! ৬৫৫।

মাঝ ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মন যারে চায় সে কি চায়।
না দেখে বাঁচিনে প্রাণে দেখিলে দ্বিগুণ দায়।
অযতনে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সে জানে না,
জেনে কি সে দিত বেদনা,
গঞ্জনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হোত ব্যথায়॥ ৬৫৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়!
কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায়!
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান, পাখীরা কেনরে গাহেনা গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময় কোথা সে হায়।
কাহার তরে আর ফুটবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল, সেই যে আসিত পাড়িতে ফল
(ও) সে আর আসিবে না কোথা সে হায়! ৬৫৭॥

ধুনা সিন্ধু—দাদরা।

পোড়া প্রেম করে এত জ্বালা কে জানে,
জ্বালায় জ্বলে মরি জ্বালা সইতে নারি,
জ্বালা হৃদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে,
নয়ন মজায়, ঠেকেছি দায়, নইলে শরে নল পড়ে কে চায়,
মন বিপায় পড়েছি উঠি আর কেমনে, মানে মানে॥ ৬৫৮॥

শ্যামা-সঙ্গীত।

প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না?
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তায়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পাল্‌ছেন যে মা তাও কি জানিস না,
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ, মহিষ, আর ছাগলছানা? ৬৫৯॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন ভেবেছ, কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে,
এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।
সাত পেঁয়ে আর মাম্‌দো বাজী, কেবা কারে ফাঁকি দেবে,
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে নেবে।
আইন সুরত গঙ্গাজলি করেছ, সাবধান হবে,
তুমি মস্টে মস্টে মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জান্‌তে রবে।
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালী নাম লও, সত্বর হও নামের গুণে তরে যাবে॥ ৬৬০॥

প্রসাদী—একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাহিলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, তারা আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোবেনা তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রাম প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে। ৬৬১।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়,
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়।
নীলাম্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়। ৬৬২।

থাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণী,
এ ভব যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন,
কি জানি কখন, রহে না রহে।
জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার, গো-শৃঙ্গে সর্ষপে,
(ওমা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে। ৬৬৩।

প্রসাদী—একতালা।
মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
"মা" শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগৎ।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত,
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো,
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥ ৬৬৪।

রামপ্রসাদী একতালা।
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেতা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা,
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা,
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা
(ওমা) যেজন তোমার নাম করে,
তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা॥ ৬৬৫॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।
শুন গো মা, দেখ মা, আজি বিপদে,
যেন হরি হারা হইনে তারা, এই মিনতি ও পদে।
মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে;
শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে।
ব্রজের কালাকালী তুমি, কালী তব কৃপাতে,
যদি ঘুচাও কালো মনের কালী, কালী বলবে জগতে।৬৬৬

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

মন কালী কালী বল,
গত হল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু-সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কালদণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে;
কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল। ৬৬৭॥

ঝিঁ ঝিট—খেমটা।

যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা॥
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচতে নানা রঙ্গে,
তেমতি তেমতি তেমতি করে নাচ্ দেখি মা।
(হাসি বাঁশি মিলাইয়ে নাচ্ দেখি মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
তা দেখে আসিত যত ব্রজের কামিনী শ্যামা। ৬৬৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে মা মহিমা তোমার।
কিঞ্চিৎ জানিয়ে শিব ঐ পদ করেছেন সার।
অন্ধে দৃষ্টি দিতে পার, পঙ্গুকে সচল কর,
অঘটন ঘটাতে পার, এমন করম তোমার॥
রাজাপদ কারে দাও, কার বা কাড়িয়া লও,
কারে বা ভিক্ষা করাও, তব মহিমা অপার।
এই জন্মে যাই হল, পরকাল খোয়া গেল,
যম দায় নিকট হল, এই বেলা নবীনে তার॥৬৬৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভুলনা কথায় ছলে,
লোকে বলুক মাতাল বলে।
সুধাপান করিনে রে আমি, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদো মাতালে মাতাল বলে।
অহর্নিশি থাকব বসি, হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধরবে নেশা, ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয়-মদ খাইলে।
যন্ত্রভরা মন্ত্র যোড়া, অণ্ড ভাসে সেই স্থলে,
সে যে অকুলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে,
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।
মাতাল হলে বোতল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে,
রামপ্রসাদ বলে, নিদান কালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥৬৭০॥

প্রসাদী—একতালা।

মরলেম ভূতের ব্যাগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে; মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেটে,
তারা কারও, কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আমার গেল খেটে।
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুনঃ পেলে ধরে এঁটে,
আমি তেমি যত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেমা কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥ ৬৭১ ॥

জঙ্গলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী,
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
(ওরে) অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনি হাসি।
কাশীতে মোলে ত মুক্তি; এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন; চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥৬৭২॥

প্রসাদী—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া,
(ও মন) ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি বাঁধা দিয়া ভক্তি-দড়া।
তনয়া থাক্‌তে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া,
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে,
মোলে দণ্ড-দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু-দারা সুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ী দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোনা, মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা-তারা,
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া॥৬৭৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

এবার জানবো তারা, কেমন তুমি পতিত পাবনী,
জটাপে পুত পেয়েছ বুঝি, তাই বিভীষিকাতে পালাব আমি।
ধর্‌বো জুটে, আনবো তটে, পালাতে পার্ব্বে না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে শিরে লব পা দুখানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি সংগ্রামে কর্ব্বো রণ,
যোগ-ছাড়বো বাণ আকর্ষণে আসবো জননী।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয় অভয় পদ মাগি আমি।
বাপের সু-কন্যা হয়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এসো বসো মম হৃদয়ে, হেরবো চরণ দুখানি॥ ৬৭৪॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমার হৃদকমলে এস গো মা ভব দারা,
এলোকেশী ঘোরবেশী মহানিশা ভয়ঙ্করা।
ছয় জন শত্রু মিলে, কুপথেতে দেয় ঠেলে,
ডাকি কোথা তারা বলে, কেঁদে কেঁদে হই সারা।
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
সংসারী যে মহামদে, উন্মত্ত হইয়ে তারা।
শমন নিকট আসি, ভয়ে কাঁপি দিবানিশি,
হের গো মা মুক্তকেশী, রবিসুত ভয়-হারা॥৬৭৫॥

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত।
চাই আমি সেই রাম প্রসাদ যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে ঊর্দ্ধহাত॥ ৬৭৬॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা, শোন মা বলি,
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে, বলবে কথা উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি। ৬৭৭।

মূলতান—খয়রা।

কত মায়া মহামায়া কে জানে তোমার,
কখন মানবীরূপ, কখন গাভী আকার।
কখন শৃগালরূপা, লোককে দেখাও বিভীষিকা,
ভয়ে হয় অনামিকা, নাহি পারাপার।
তোমার যতেক মায়া, কে জানে গো মহামায়া,
কলিতে মনসা দেবি ভবে কর পরে। ৬৭৮।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড় বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝী।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি। ৬৭৯।

প্রসাদি সুর—একতালা।

দুটো দুঃখের কথা কই, (শ্যামা)
কে বলে মা তোরে দীনদয়াময়ী।
কারে দিলে চিনি মোণ্ডা মা, খেতে খাসা দই,
আমি অন্ন বিনে উপবাসী দিনেক দুদিন রই
কারে দিলে হাতি ঘোরা মা পালকী বাধা ছই;
(ওমা) তার কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেউ নই?
প্রসাদ বলে সময় বুঝে মা সকল দুঃখ সই;
(ওমা) আমি কি দিয়াছি তোর পাকা ধানে মই॥ ৬৮০॥

কালাংড়া—তেতালা।

শঙ্করি করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা,
কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী-জীবনে, পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত
নিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শিবের শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা॥৬৮১॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে,
আনিয়ে ভবে, ভাবালি আমায়!
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ-ভোজন করে প্রাণ যায়।
কাতরেতে তোমায় ডাকি ভব-দারা,
কখন আছি কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের এই দেহ জলবিম্ব প্রায়॥ ৬৮২॥

ঝংলা—একতালা।

মা যদি কেশে ধরে তোলে,
(তবে বাঁচি এ সঙ্কটে) ;
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
পাথার মধ্যে সাঁতার হল।
সঙ্গী গুল হয় ছাই, তাদের সঙ্গে যাই,
ধর্‌তে গেলে আমায় ধরে ডুবে ডুবে প্রাণটা গেল।
করেছিলাম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা,
ভুলালে তখন ডুবি যে এখন,
আর কখন্ কি কর্‌বে বল।
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ও মা চরণ শরণ দিয়ে সঙ্গে লয়ে দেশে চল ॥৬৮৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী (গো মা)
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্রে আমরা তন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধরে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি ॥ ৬৮৪ ॥

খট ভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা,
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোনা।
কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ শালের দেয় দুশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা। ৬৮৫ ।

ভৈরবী—যৎ।

আমি এবার মনে শত্রু হব, তোমার পুত্র হব না,
"মা" 'মা" বলে ডাক্‌লে পরে, তারা কৃপা কর না।
যেমন শত্রুভাবে যুদ্ধ করে,
চরণ দিলি মহিষাসুরে;
এমনি ভাব্‌না না ভাব্‌লে পরে,
তোমার চরণ পাওয়া যাবে না।
মা যে ধরে তোমার ঢাল খাঁড়া,
তারে সদয় হও মা তারা;
আমার কেমন কপাল পোড়া,
আমি পূজে চরণ পেলেম না
বিশ্বনাথ এই বলে,
উচিত কথা কৈতে গেলে,
দেখ যেন ওগো শিবে, ক্রোধ করো না।
গণেশ তোমার কোলের ছেলে,
গজের মুণ্ড তারে দিলে;
এ দুঃখ যায় না মলে,
বিবাহ মা তাও দিলি না।
মা তোমার চরণ কমল,
লঙ্কেশ্বর পূজেছিল;
তার সোণার লঙ্কা দহে গেল,
সর্ব্বনাশী দেখ্‌লি না॥ ৬৮৬॥

কালাংড়া—একতালা।

শ্যামা ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন, বোঝ না একি দায়!
শিবের অসাধ্য সাধন মন, মজ না রাঙ্গা পায়
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়.
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ॥ ৬৮৭॥

প্রসাদী—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি,
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি,
যদি আমার বাপের ধার ধর তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি,
ও পদের মত পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।৬৮৮॥

সিন্ধু—পোস্তা।

মজ লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীল-কমলে,
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো; কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দেখ সুখ দুঃখ সমান হলো, আনন্দ সাগর উথলে॥ ৬৮৯॥

গৌরী—কাওয়ালী।

পতিতপাবনী তারা কেবল তোমার নাম সারা,
তবাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হয়ে আছ ফণী যেন মণিহারা।
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই কার্য্য কারণ তোমার নাই,
গুহ্য, মন্ত্র তন্ত্র, রয় সেইরূপ বর্ণ পারা॥ ৬৯০॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

কেন মিছে "মা" "মা" কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাক্‌লে আসি দিতো দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত. পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই!
বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশপুত্তুল দাহ করে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশোচে কাশী যাই॥ ৬৯১॥

আলেয়া—একতালা।

শ্যামা কি তোর সকলি ভ্রান্ত,
পদতলে পড়ে আছেন শ্রীকান্ত।
নিজপতি বোলি, পতিহন্তা হলি,
পশুপতির বুঝি হলো প্রাণান্ত।
ভিক্ষা করি মাগো জুড়ি দুটা কর,
নৃত্য করোনা শিবের উপর,
মলো মলো রাজা ত্রিপুর-ঈশ্বর!
ক্ষেমঙ্করি! রণে হও মা ক্ষান্ত॥ ৬৯২॥

রামকেলি—আড়াঠেকা।

ঢুলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে॥
বামা রণে দ্রুত চলে দলে দাবানলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে;
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর-নিকর তিমির নাশে.
বামার কি রূপছটা রে কি রূপঘটা রে,
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে;
কালিয়া শরীরে, শোভিছে রুধিরে,
যমুনা কিংশুক ভাসে সলিলেতে।
কর রণশ্রম দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে॥ ৬৯৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

দেখ্‌লি আমার কত বাজি, আর কি বাজির বাকি আছে,
আশীলক্ষ সং সেজেছি ব্রহ্মময়ী তোমার কাছে।
বড় লোকে বাজি করে, বাজিকরে বাজি করে,
কিঞ্চিত অর্থ দেয় মা তারে, লোকে নিন্দা করে পাছে।
কালাচাঁদের বাজি করা, এতে যদি পড়ি ধরা,
দূর করে দে ভবদারা, বাজি করা যাক্‌ মা ঘুচে। ৬১৪॥

প্রসাদী—একতালা

মন হারিলি কাজের গোড়া,
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র [illegible] মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূল্যে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে ভাই, বিধির লিপি কপাল জোড়া।
কাল করচে হৃদয়ে বাস, বারছে বেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাম ধর রে মন্ত্র সোঁরা
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, তুমি পাঁচ শোয়ারের তুর্কি ঘোড়া
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমার করবে তোলাপাড়া॥ ৬১৫॥

প্রসাদী—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে, কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় বলে,
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা শিবে ছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা আমায় হলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে,
ঐ যে ভাঙ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে,
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে।৬১৭।

মু তান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করি পুণ্য-মনোরথে,
ভজন-পূজন দুটি অশ্ব যুরি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
বসে আছি ধয়ে।
দেখবো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন ;—
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমায় সমরে ॥ ৬৯৮ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী,
কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রীজারি ?
এক আসামী ছয়টা পিয়াদা, বল মা কিসে সামাল করি,
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে বিষ খাওয়ায়ে প্রাণে মারি।
পিয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি,
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ-পান্তি তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরের দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি,
আমায় ফকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিসে তার আশয় ভারি,
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই, মা, বল কিবা উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥ ৬৯৯ ॥

বাংলা—একতালা।

তাই কালোরূপ ভালবাসি,
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী!
মাকে সবাই বলে কালো কালো,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।
বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু দিবানিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে দেখি, আনন্দসাগরে ভাসি!
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি;
মায়ের বদন-শশী মধুর হাসি
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি।
কমল বলে কাশী যেতে, কভু নাহি ভালবাসি,
শ্যামা মায়ের যুগলপদে প্রয়াগ কাশী বারাণসী ॥১০০॥

প্রসাদী—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল, লোকে বলবে পাগল হলো,
লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥১০১॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি আটাশে ছেলে,
ভয়ে ভুলবো নাকো চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
(ও মা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে;
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিলকালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥১০২॥

আলাইয়া—একতালা।

মা সে দিন প্রভাত কবে হবে,
করাল-বদনা লোল-রসনা,
পদতলে মোরে স্থান দিবে।
চরমকাল যখন হইবে আগত,
বন্ধু বান্ধবগণে আসিয়া তাবত,
গঙ্গাতীরে মোরে লইয়ে ত্বরিতে,
কর্ণে মম হরিনাম শুনাইবে।
মহেশচন্দ্র দাসের এই বাসনা,
পূর্ণ কর মম মনের বাসনা,
ওগো শবাসনা, করাল-বদনা,
প্রবঞ্চনা আর মোরে না করিবে॥ ১০৩॥

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা,
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারী, দেখে হলেন সাহস-ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কেউ কোথায় নাই,
ঘর বাড়ী ওর গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ, করুণ-নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলকান্তের কথা, মাকে বলি অনেক ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা॥ ১০৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকার কি নিরাকার।
বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণিতে বর্ণিতে হারি,
ন যণ্ড ন পুমন্ নারী, ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোন মত নাম লয়ে,
হই যেন সারা॥১০৫॥

পিলু—আড়াঠেকা।

কেবা জানতে পারে গুণ তুমি ত্রিগুণধারিণী,
আশ্বিনে হও অম্বিকে, কার্ত্তিকেতে কালিকে,
অগ্রহায়নেতে তুমি গণেশ-জননী।
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাগ্‌বাণী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী।
চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রখর চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গলচণ্ডী, আষাঢ়ে বৃষ-বাহিনী।
শ্রাবণে ঝুলনে ঝোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হলো,
তাই তোমায় বলে মাগো যশোদা-নন্দিনী ॥ ১০৬ ॥

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে,
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আনতে পারি হরে
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্বপদ লব কেড়ে ॥ ১০৭ ॥

পিলু বাহার—যৎ।

তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি,
মনবেড়ী তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি,
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রজু ভক্তি পেয়াদা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর হর-লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ১০৮ ॥

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে।
স্রোতের শেহলার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেউ নাবে না অগাধ জলে।
মনের পুষ্প [illegible] সাথী, মাগো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
অন্তকালে আমায়, টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ॥৭০৯॥

প্রসাদী—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে?
আপনি ক্ষেপা পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে,
তোমার আদি অন্ত সকলই জানি, বাপ কোন পুরুষে।
মাগী মিন্‌সে ঝগ্‌ড়া করে, রইতে নারে বাসে,
মাগো তোমার মিন্‌সে ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে,
মাগো আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে ॥৭১০॥

জংলা—একতালা।

একবার ডাক্‌রে কালীতারা বলে, জোর করে রসনে,
ও তোর ভয় কিরে শমনে।
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে?
ভজনের ছিল আশা, সুখ মোক্ষ পূর্ণ আশা;
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে ॥ ৭১১ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা,
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা).
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না এলো পুত্র গেল কোথা
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা,
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা॥

প্রসাদী—একতালা

আমি এত দোষী কিসে,
ওই যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার সারাদিন না কাঁদি বসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে,
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপ্‌রাসী এসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে,
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদ ভাসে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার হাসে।

প্রসাদী—একতালা।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে, যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরায় তরী চলায়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দে রে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাধ রে বুক এঁটে সেঁটে,
(ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ী কেটে।

ঝিংলা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়,
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়?
তুফান দেখে ডরো না রে, ও তুফান নয়,
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়,
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়,
আমারি এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥৭১৫॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা,
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে থাকে বাসনা।
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলি অসার, ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল,
দাস বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল শমন যাতনা॥৭১৬॥

প্রসাদী—একতালা।

মা গো আমার কপাল দূষী, দূষী বটে গো আনন্দময়ি।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী,
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্য ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি,
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ ভুলে রয়েছি বসি।
জনমি ভারতভূমে মা কি কর্ম্ম করিলাম আসি,
আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল, অকূল পাথারে ভাসি॥৭১৭॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি এমনি রব (মা তারা), আমার কি হবে গো দীনদয়াময়ি।
আমি ক্রিয়া-হীন, ভজন-বিহীন দীন হীন অসম্ভব,
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি আমি কি
ও পদ পাব, (মা তারা) ?
সুপত্র কুপুত্র যে হই সে-হই, চরণে বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, এ কথা কাহারে কব, (মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব,
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
নামটা রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥১১৮॥

টুরি জায়েজপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়াছে,
যে দিন কৃপাময়ী আমায় করেছে।
শোন রে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়াছে,
(ওরে শমন রে) আমি ছিলেম গৃহবাসী দেখে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,
(ওরে শমন রে)
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয়জন, ডিঙ্গা ছেড়েছে ॥১১৯॥

প্রসাদী—একতালা।

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা কব কার,
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চড় তাঁর
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার, (মা তারা)
চাকলা ছাড়া চেলা ভুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার, (মা তারা)
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শিরহার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধরিস্ ধার, (মা তারা)
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে কর্ত্তে হবে পার ॥ ১২০ ॥

লগ্নি—আড়াঠেকা।

মা বসন পর,
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি,
চন্দন চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো, কে করেছে সেবা,
শিরে দেখি রক্ত-চন্দন, পদে রক্ত জবা গো।
ডানি হস্তে বরাভয় মাগো, বাম হস্তে অসি,
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো।
অসিতে রুধিরধারা মা গো, গলে মুণ্ডমালা,
হেটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো।
মাথায় সোণার মটুক মা গো, ঠেকেছে গগনে,
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো।
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে,
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥৭২॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ গো সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি,
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী।
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দানধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাঙ্গটা কাচ কাচো না, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি,
(ও মা) কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হলে ভারি,
রাখ রাঙ্গা পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥৭২॥

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

(ও মা) হর গো তারা মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো জন্মিলে থাকে তা মনে,
মায়া-মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্ম বলে ওনা ওনা।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মা গো যে জন্মে নাই সে জানে না,
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর মা ভবে জন্মিব না ॥১২৩॥

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা মা বলে আর ডাকিব না, ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না;
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠরযন্ত্রণা ॥১২৪॥

প্রসাদী—একতালা।

কালি গো কেন নেংটা ফেরে, ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার।
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর,
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম পতির উপর চরণ ধর।
আপনি নেংটা পতি নেংটা শ্মশানে মশানে চর।
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥ ১২৫ ॥

প্রসাদী—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী, যারে কালের কাল করে প্রণতি,
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি।
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহান্-হৃদয়ে স্থিতি,
ওরে! বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতী,
ওরে! সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ ১২৬ ॥

প্রসাদী—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা, মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা,
মাগী সকল বিষয়ে সমান বাজী,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা।
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা,
যখন জোয়ার আস্‌বে উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ ১২৭ ॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার কালী কুলাইব, কালি কোসে কালি বুঝে লব।
সে নৃত কালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব,
আমার মনোযন্ত্র বাদ্য করে, হৃদি পদ্মে নাচাইব।
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব,
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা সে কটাকে কেটে দিব।
কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব,
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব।
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব,
আবার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কাশী কালী না ছাড়িব ॥ ১২৮ ॥

সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর;
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী তোর গো,
ও মা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরী করিয়ে তোর,
এবার মজুরী হলো না, মজুরী চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো।
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর,
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিষাদ ঘোর গো।
ও মা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর
আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল, সুধা না পেয়ে চকোর গো।
ও মা, আমি টানি কূলে মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ বলে, পড়ে ঝুটানায়,
মরে মন তুঁড়া চোর গো॥ ৭২৯॥

প্রসাদী—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে, জদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয়পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে,
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ী তুফানে ডরাবে,
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে,
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥ ৭৩০॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি,
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি!
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশায়, জেনেছি তোমার চাতুরি।
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
কি দিতে, পেতে নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশ অপযশ সুরস কুরস, সকলি রস তোমারি,
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেনকর রসেশ্বরী।
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁ কটারি,
(ওমা) তোমার সৃষ্টিদৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ১৩১॥

প্রসাদী—একতালা।

দুখের কথা শুন মা তারা, আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমনি কাজের ধারা,
(ওমা) পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা।
অশীতিলক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা,
এই সংসারেতে সংসারী হয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা।
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা,
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছয়জনেতে কল্লে সারা॥ ১৩২॥

প্রসাদী—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে ও তুই জানিস নারে সর্ব্বনেশে।
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছে দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস না রে বসে বসে।
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে ধরবে না আর কালবিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে,
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে॥ ১৩৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে,
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে;
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মকথা বুঝা গেছে,
(ওমা) তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফল গাছে।
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
(ওমা) তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে।
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে,
(ওমা) মায়া-সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥ ৭৩৪

প্রসাদী—একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা,
ছেলের হাতের কলা নয় মা, ফাঁকী দিয়ে কেড়ে খাবা।
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকী জুকি, দিতে পার পেলে হাবা,
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥ ৭৩৫॥

প্রসাদী—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না, গেল দুখে দুখে জনম গো মা,
দুখের বোঝা বয়ে মরি, দেখেও তাই দেখিস না মা।
যেমন তোর নামেতে শমন পলায়, আমার নামে তেমন দুই মা।
অন্যে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে, মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল হয়ে, দেশ বিদেশে ঘুরে মলাম,
ধুলার শয্যায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুখের কথা মনে উঠে, চক্ষের জলে বুক ভাসে মা।
আমার ভাত হয়তো, ব্যঞ্জন হয়না, ব্যঞ্জন মিলে ভাত ঘটে না,
রাজমোহন কয় কেবল আমি নই,
কারেও সর্ব্বপুর দেখলেম না॥ ৭৩৬॥

খাম্বাজ—রূপক।

মা, কত নাচ গো রণে,
নিরুপমা বেশ বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর হৃদে কত নাচ গো রণে।
সদ্য-হত দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে,
কত রাজিত কটিতটে, নর-কর-নিকর কনক-শিশু শ্রবণে।
অধরসুললিত, বিম্ববিনিন্দিত, কুন্দ বিকসিত সুদশনে,
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে,
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে। ১৩৭॥

কালী মুক্ত কর মা আমারে, সয়না ক্লেশ আর শরীরে,
বহুকাল বন্দী আছি সংসার-কারাগারে।
মায়া মোহ এমনি বেড়ী, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
হাতে গলে দড়া দড়ী দারা সুত পরিবারে।
সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাগারে টানাটানি,
কামাই নাই দিবা রজনী অদৃষ্ট অনুসারে।
বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়,
যে ধরে সে অনায়াসে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে॥ ১৩৮॥

প্রসাদী—একতালা।

(ওমা) তোর মায়া কে বুঝতে পারে,
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে।
মায়াভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিনতে নারে,
ঐ যে এমনি কালীর কাপ আছে যে,
যেমনি দেখে তেমনি করে।
পাগল মেয়ের কি যন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে,
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥ ১৩৯॥

টুরিজায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে,
কথা রবে, কথা রবে, জগতে কলঙ্ক রবে;
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে,
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে।
দুঃখে দুঃখে জরজর, আর কত মা দুঃখ দিবে,
কেবল ঐ দুর্গা নামে, শ্যামানামে কলঙ্ক রটিবে॥ ৭৪০॥

প্রসাদী—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী, তরী ডুবে যায় জন্মের মত
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বইতে নারি ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার তারাই কচ্ছে দাগাদারী।
এনেছিলে, বসে খেয়ে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি,
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে খালি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী,
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি॥ ৭৪১॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

এ নব বয়সে, এলোকেশে এল কে সে,
চতুর্হস্তা ভয়ঙ্করা ঘোরা ভীষণবেশে।
শ্যামাঙ্গে রুধিরাবৃত, নব ঘনতে তাড়িত,
বজ্রসম হু হু করিত, আসবপান আবেশে।
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমুণ্ড-অসিধরা,
রক্তে ধরা ভয়ঙ্করা মা ভৈঃ মা ভৈঃ সদা ভাষে।
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
অভিলাষ হয় ধূর্জ্জটী পতিত ত্রাসে॥ ৭৪২॥

জলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী,
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটী, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী,
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাসি ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি,
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একুই বুঝিতে নারি। ১৪৩॥

প্রসাদী—একতালা।

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে, তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে,
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥ ১৪৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি, যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালাশী,
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চরণবিলাসী,
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যাগোকুলনিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী,
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি,
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ১৪৫॥

টোরী—কাওয়ালী।

ভাব নব জলধর-বরণী রে
ভবনীরে যদি তরিবে সমরে, দুখ-নাশিনী ঈশানী।
হৃদয় বাসিনী-পদ ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে,
ঈশ দনুজান্তকারিণী অন্তর-বাসিনী
কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মারে।
সে যে বাসনা-ফল-দায়িনী বাসনা পুরায় জননী,
বাম করে পতিবক্ষোপরে, সে যে অসিতবরণী অসি ধরে,
নরক-বারিণী নর-শিরে।
শিবে সঙ্কট-হরা নাম শঙ্কর দারা নাম,
রসে বশ কর রসনারে, গত দিব দ্রুতগতি
গতির নাহি সঙ্গতি দাশরথী কেন চিন্তে নারে
শ্যামা জনম-মরণ হারিণীরে॥ ৭৪৬॥

প্রসাদী—একতালা।

মরি গো এই মনোদুঃখে, (ওমা) মা বিনে দুখ বলব কাকে
এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে,
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে,
(ওমা) আমি কত অপরাধী, লুন মেলেনা আমার শাকে
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, আছাড় মারিলে আমার বুকে
(ওমা) মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে ভগতের লোকে। ৭৪৭

প্রসাদী—একতালা।

আর তোরে ডাক্‌বনা কালী,
তুই মেয়ে হয়ে অসিধরে, নেংটা হয়ে রণ করিলি।
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি, তাও তো দিয়ে হরে নিলি,
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি।
দীন প্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি,
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে সব ডুবালি॥ ৭৪৮

মুলতান—একতালা।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে,
(ওমা) এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
(গো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥ ৭৪৯ ॥

প্রসাদী—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মোক্ষে।
বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
(ওরে) সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥ ৭৫০ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমি রইলো পতিত,
আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা, বাজাপ্ত হবে তা জান না,
এখন আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না
(ওরে) একা যদি না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥ ৭৫১ ॥

প্রসাদী—একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব, আমি অসময়ে কোথা যাব?
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো,
মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব।
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব?
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব। ১৫২।

আলিয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে,
নিলে থুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কাজ কি তবে।
অমর অসাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরা ধন, হয় হস্তী গোধন পোধন,
জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে।
রূপা সোণা মণি মাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এ সব সম্পদ ক্ষণিক, ভাগীদারে ভাগ বসাবে।
ঢেকে রাখ্‌তে চাইনে সিন্ধুক চৌকী দিতে চাইনে বন্দুক,
তাঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে। ১৫৩।

প্রসাদী—একতালা।

মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাক্‌রে, ওরে মন, তিনি ভবপারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা শর্ব্বরী,
(ওরে) যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি?
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরি,
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাইবেন এ ভববারি। ১৫৪।

প্রসাদী—একতালা।

আমার মনের দুঃখ রইলো মনে, পূরলো নাকো মনের আশা।
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা,
আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা,
তব অভয়পদে শরণ নিয়ে, ঘটলো আমার উলটা দশা ॥ ১৫৫ ॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে, সঙ্গিনী রঙ্গিনী,
ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর রণে মগনা হয়েছে নগনা পিবন্তি সুধা কি আবেশে।
ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া, ধরবে বলিয়া, ঘন হাসে,
কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে।
কারে আর ভজরে ও পদে মজ রে,
রূপে আলো করিছে দিক দশে
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে, চল কৈলাসে ॥ ১৫৬ ॥

মুলতানী ধানেশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
(ওগো) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
মাগো আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই?
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অমনি ওই,
(ওমা) আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥ ১৫৭ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় মা আমার অনুপায়,
ভজন পূজন বিসর্জ্জন দিয়ে জননী গো,
বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
ওহে ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায়।
হল না সাধন, আর সয় না,
হে দুর্গে, মা আমার দুখ ত আর সয় না।
অপার দাশরথী শঙ্করী, হর না মানস বশ কি করি,
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন কার,
মুক্তকেশী মুক্ত কর, এ ভববন্ধন দায়॥ ৭৫৮॥

পরজ—ঝাঁপতাল॥

দে গো মা মা আমায় চরণতরী,
অকূল ভব-সাগরে কি রূপেতে তরি?
তুমি তরাও তবে তরি, নইলে কি তরিতে পারি?
দে ঐ বিচিত্র তরী, অচিরে বাসনা করি।
বিপদেতে ডাকি আমি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
স্বগুণে তারিবে তুমি, এই ভিক্ষা করি॥ ৭৫৯॥

ইমন পূরবী—আড়াঠেকা।

মা আমায় দিলে দুঃখ এত,
জগৎজননী তুমি মা আমি কি ছাড়া জগৎ?
কিবা জলে, কিবা স্থলে, যে জন দুর্গা দুর্গা বলে,
শমন পালায় ভয়ে, হয়ে অতি কম্পিত।
শুন গো জগতেশ্বরি, কটাক্ষে হেরিলে তরি,
মা হয়ে সন্তানে দুঃখ দেওয়া এতো অনুচিত॥ ৭৬০

ললিত—তেওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস,
দনুজদলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ।
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিষাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রথম সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগ্না সমান বেশ।
গজ রথ রথী করত গ্রাসে, সুরাসুর নর-হৃদয় ত্রাস,
ভূত চলত চলত রসে থর থর, মরকর কটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ, ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাপার তরাবার ভার হরবধূ হর ক্লেশ॥ ৭৬১॥

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

দ্রবময়ী গঙ্গে, প্রবল তরঙ্গে, অপাঙ্গে কর গো মা করুণা।
আগমে নিগমে, যা তোমার মহিমে, অধীনে কি করিব বর্ণনা।
তব নিকটে থাকি, তব মৃত্তিকা মাখি,
তব নাম ডাকে যেন রসনা।
তোমা হীন দেশে গিয়ে, রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে,
থাকিতে না হয় মনে বাসনা।
তুমি মা সত্য তুমি মা সর্ব্বতীর্থ, কৃতার্থময়ী তা কেউ জানে না।
অধম কালিদাস বলে, মা আমার অন্তিম কালে,
পাপাত্মা বলে পদে ঠেল না॥ ৭৬২॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে ও বিহরে হর-হৃদিপরে, হর-মনোমোহিনী,
চরণে অরুণ রবিশশী যেন নখরে প্রখরে আপনি,
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চরণে নূপুর আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী,
রজত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী।
মন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী॥ ৭৬৩

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মা তোরে আর ডাক্‌বো কত আমার কষ্টে প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।
কাণের মাথা খেয়ে শুনিস না মা তা কি
পাষাণ-নন্দিনী, ভুল্লি মমতা কি,
পাশরি সন্তানে পাষাণের মত ?
যে তোর শঙ্করি হয় আশার দাস,
সর্ব্বনাশী তার কর সর্ব্বনাশ,
হরিশ দীন হীন, পরাস তার ক্ষীন,
এইতো মা তোর করুণা, যত যাবে দিন।
দিন রবে না তারা, জানা গেল কেবল তারা নামের ধারা,
দুর্গা নামে মুক্তি এই শিব উক্তি,
হরিশের ভাগ্যে হল তা হত। ১৬৪ ॥

মুলতান—ঝাঁপতাল।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখানি উড়তেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা-মেরে পড়ে গেল।
মায়া কান্নি হল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি,
দারাসুত কলের দড়ী, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগলো ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা,—না আসা এ ছিল ভাল। ১৬৫ ॥

"ওরে তিনুরে—সুর"

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে,
কাজ কি আমার কোশা কুশি, আয় মন বিরলে ব'স।
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপরে॥ ১৬৬ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

জানি মা তোর জেতের ধারা,
কেন সোজা কথা শুন্‌বি তারা?
বাপ পাষাণ মা পাষাণী, তুই হয়েছিস তার বাড়া,
অষ্টলক্ষ্মী যার হয়েছিস্, করেছিস্ তায় লক্ষ্মীছাড়া।
যে শ্মশানে শ্মশানে ফিরে, ভিক্ষে করে পাড়া পাড়া,
তোর দয়া কি চাব মাগো করুণা তোর সৃষ্টিছাড়া।
ও তুই পেটের জ্বালায় আপনি খাস মা,
আপন মুণ্ডের রুধিরধারা।
হরিশ বলে ভাব ভেবে তোর, স্থির হয় দুটো আঁখিতারা।
আমি বুঝ্‌তে নারি ও শঙ্করী,
কে তোর নাম রেখেছে তারা॥ ৭৬৭॥

প্রসাদী—একতালা।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,
চৌদ্দপুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,
কোন্ কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কুলের কল স্ববশে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে॥ ৭৬৮॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে,
জননি গো জ্বালামুখী গিরি-চূড়িতে।
লোমকূপে ধরা ধর ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমেষে,
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে॥ ৭৬৯॥

সোহিনী—আড়াঠেকা।

আর কত যন্ত্রণা শ্যামা দিবি গো আমারে,
সহে না জঠরব্যাধি জননী গো বারে বারে।
নিজ দোষেতে দূষিত হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্ত-ভয়জনিত, এ দুস্তারে কে নিস্তারে।
তবাঙ্ঘ্রি-কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা ভববন্ধনকূপেতে পড়ে॥৭৭০॥

সারাভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে,
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই।
পঞ্চজনার জামীন দিয়ে, এসেছ বয়নামা লয়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই।
ষড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কাসুনগুই হয়েছে সে,
হস্তবুদে জব্দ করে ফিরিয়াছে সদাই।
ক্রোধ হল পটুয়ারী, লোভ মোহ মোহকারী,
খাজাঞ্চী হয়েছে মদ মাৎসর্য্য এই দুটী ভাই।
যখন তোমার তশীল হবে, সঙ্গী সবে পলাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই॥৭৭১॥

মুলতান—একতালা।

মা আমার অন্তরেতে জাগো, জাগো গো মা কুলকুণ্ডলিনী।
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী।
ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-চন্দন, তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ।
নেত্র মুদে, মনসাধে, করি কালীরূপ দরশন।
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি,
বিবেক অসি করে ধারণ করি।
তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, হবি আহুতি দিব,
তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী॥৭৭২॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ওগো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,
আমা হতে জানা যাবে গো এবার!
আত্মপুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না?
আমি হীন-ভক্তি আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার!
(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত ধর্ম্ম সংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি স সার পালন,
কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি,
যার প্রতি হয় যেমন দয়া;
মায়া-চক্রে আমায় ফেলি,
যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি
দুর্গা বলতে মুখে দাও না অবসর।
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভবধামে এসে হলাম উপসর্গ,
ও রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ্য, বাসনা ছিল না মনে।
(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে,
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্মবিপাকে, কলুষ পাতকী হন না উদ্ধার ॥৭৭৩॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা,
দক্ষিণা কালীকে কৃষ্ণে ভেদ করো না।
অসিধারী বংশীধারী পীতাম্বর দিগাম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী, লোলরসনা,
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শিখিভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল, কভু শবশিশু বলি,
দেখ ঐ কৃষ্ণকালী করি মনন ॥ ৭৭৪ ॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণ-রঙ্গিণী, যোগিনী, সঙ্গিনী হয়ে উলাঙ্গিনী, নাচিছে সম
পদতল নব প্রভাকরকর দশ সুধাকর, শোভিছে নখরে।
কিবা জীমূতাঙ্গী জ্যোতি তম-হর, চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর, শোভিছে ও পদে, সঁপিছে অম
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী, আরক্ত নলিনী দল ত্রিনয়নী,
লোল-রসনা করাল বদনী, শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে।
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে, করে হুহুঙ্কার-পাবক নিঃস্বনে।
কবে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয় কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্যা তো নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥ ৭৭৫ ॥

পরজ—জলদ তেতালা।

মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা,
জপরে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে, প্রাণান্তে কৃতান্তে ছোঁবে না
সে পদ রাতুল, হয় স্থূল মূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল, তারে কভু ভুলে থেকো না।
কালীপদ লাগিয়ে হলে চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হন অনুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলীনকুল,
কভু প্রতিকুল থাকে না ॥ ৭৭৬ ॥

মূলতান—ঝাঁপতাল।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী,
লম্ফে ঝম্পে, অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।
লম্ফে ঝম্প কম্পে ধরা, অসিধরা, করালিনী,
তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কাল-কামিনী,
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নানা-রূপ ধারিণী
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী ॥ ৭৭৭ ॥

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুরা পানে ঢল ঢল, কিন্তু ঢলে পড়ে না।
বিপরীতরতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলপারা, লজ্জা ভয় তো মানে না॥ ৭৭৮॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

[illegible]লি এই করো কাল এলে,
ক[illegible]লে বিরবে যখন, দেখা দিও হৃদকমলে।
গুরুদত্ত বল যেন আমার মন, শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে॥ ৭৭৯॥

বাঁরোয়া—যৎ।

দুখের বাকী আছে কি;
বাকী টেনে উস্থল দিয়ে [illegible] না মা কত্তো বাকি।
অন্ন বস্ত্র হলেম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি?
অন্ন চিন্তা সদা করি, চিন্তা জ্বরে জ্বলে মরি,
ইচ্ছা হয় না তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, [illegible]নে না যায় তাহা,
অনুযোগে করা বৃথা নবীন পদাকাঙ্ক্ষী॥ ৭৮০॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আমার এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে শঙ্করী।
আমি নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি॥ ৭৮১॥

মুলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা, স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি মা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কূপ,
যে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী ত্রিগুণধারিণী
বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে।
আয়ি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণ-তরী দিবে ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা ॥১৮২॥

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

রাখ মা মায়ের ধর্ম্ম জন্মশোধ দেখা দিয়ে,
রয়েছে কৃতান্তদূত শত পুরেতে ঘিরিয়ে।
মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
মা ভৈঃ মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে ভয় নিবারে আসিয়ে।
সন্তানেরও এই রীতি, ক্ষুধা নিদ্রা তথা পাতি,
সময়ে মা বলে ডাকে, তা কি জান না জানিয়ে।
জ্বলিলে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
করাল কিঙ্কর ঝাল উগ্রবেশে দাঁড়াইয়ে ॥১৮৩॥

কর্ণাটি ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো,
ডেকে লও ফিরায়ো না জননী,
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণতলে বসে থাকিব;
আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহে আর পাইব কোথায়,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি, তমসা-ঘন ঘোরা রজনী ॥১৮৪॥

সুরট মল্লার—মধ্যমান।

তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ,
মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন।
পিতা দত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতায়ি,
অন্তর্ধ্যানে শ্রাদ্ধকারী, বিশেষ ভ্রান্তি কারণ।
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্মকাল ভিখারী,
কিছু অংশ দেয় না তারি, বক্ষে মেখেছে কৃপণ।
পিতার লাগে পুত্রের শাপ, বুকে খেলে কাল সাপ।
ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ ॥ ৭৮৫ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

নামেরই ভাবনা কেবল কালী গো তোমার,
কাজ কি তোমার কোশাকুশী, দেঁতোর হাসি লোকাচার,
নামেতে কালপাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে,
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ ৭৮৬ ॥

প্রসাদী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো,
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো,
এসেছিলাম ভবেরহাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
(ওমা) শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
(ওমা) তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ ৭৮৭ ॥

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

সাধে কিগো শ্মশানবাসিনী,
পাগলে করেছে পাগল, তাইত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আশা হারা দিশে হারা ডাকছে কত না জানি।
ঐই যেন সে সে পাগল আমার, দেখছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী একলা আছে, প্রাণের চিন্তামণি ॥ ৭৮৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—চিমেতেতালা।

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে না তনুর তরী,
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি।
একে মন মাঝী আনাড়ী, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ী, হাবু ডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল
নৌকা হল বান্‌চাল, বল কি করি ;—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা ধরি ॥ ৭৮৯ ॥

ললিত ঝিঁঝিট—যৎ।

আর কি তারা ভয় বিপদে ?
আমি নাম নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়েছি দুঃখের হ্রদে।
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত, দেখো মা মনেরই সাধে।
কালী নাম করি, সাগর ভাসাইলেম,
যা করাও মা তাই করি, দুঃখ এই বিষয় সম্পদে ;
বিষয়সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালীর নেশা লেগেছে হৃদে ॥ ৭৯০ ॥

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে,
কে কি জানে, বাক্য মনের অগোচর, আগমে যায় বাখানে।
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা, চিতক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্মমায়া বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র বাসিনী,
সহস্রদলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতিপুরুষরূপে লীলায় করেন নৃত্য,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত,
কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে
ঘটে, পটে, মঠে, কাটে, যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়,
পুরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ, ইন্দ্র, যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
মৃনালের তন্তুমধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে? ৭৯১।

কাফি মিশ্র—একতালা।

ওমা কেমন মা কে জানে,
মা বলে মা ডাক্‌ছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে।
মা বলেতো ডাকব না আর, লাগে কি না দেখবো তোমার,
বাবা বলে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখ নাক এবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়াও ওগো শ্মশানে।৭৯২।

ভৈরবী—ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার, জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কতবার।
মনের মত্তে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার। ৭৯৩।

সিন্ধু—খয়রা ।।

আমার রসমার বাসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো,
আমার মন পাজী, হয় না রাজী, বাদী দেখ মোরে গো।
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন,
প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ সদা ভয় করে গো ॥ ৭৯৪ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি-দুহিতে।
কোটি উড়ুপতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শকতি।
ওমা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি ॥ ৭৯৫ ॥

ভৈরবী—তিয়ট।

শুন হরদারা, কৃপা কর ত্বরা,
পাপী তাপীকে পশুপালিকে গো।
নাহি পুণ্যবল, কি হইয়ে বল, হইরে বিকল, ভাবি কালিকে।
কামাদি ষট্, তারা অতি শঠ, ঘটায় বিপুনাশিকে।
করুণাময়ি ত্রাণ, দেহি পদে স্থান,
তোর এ সন্তান, জগদম্বিকে ॥ ৭৯৬ ॥

টোরী—তেওরা।

রণে মত্তা দিগাম্বরী, নাচিছে শবোপরি;
হী হী অট্টহাসে আ মরি মরি।
এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী, রণমাঝে কে নাচিছে,
তাধিক তাধিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরী ॥ ৭৯৭ ॥

ভৈরবী—আড়া।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ-কাননে।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥
কামাদি তরুবর, দগ্ধ হলো পরস্পর,
কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে।
অবশিষ্ট মায়া মত, হইয়া বিহঙ্গ মত,
পলাইতে শূন্যপথে আছে আরাধনে,
কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥ ৭৯৮ ॥

ভৈরবী—টিমেতেতালা।

কি হবে উপায় বল মা তারা।
ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,
মন রইল বদ্ধ, কি অন্ধ তত্ত্বপথ হারা।
জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,
দিনগত কলেবর, পাপে হইল ভরা,
ভরসা কেবল ভবদারা ॥ ৭৯৯ ॥

সোহিনী - কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে, সিংহাস্কন্ধে রাণী।
লক্ষ্মীগজানন গুহ, সুচারু চারুকেশী,
ভালেতে ভানু শশী শোভিছে রণে নাচিছে ॥
কোটি যোগিনী লয়ে, জিতা রণবেশা হয়ে,
হাসিতে রজনী [illegible]ছে।
কত [illegible],
গাইছে [illegible]।
বিধাতা [illegible],
বম্ বম্ [illegible]।
ভৈরব কি ভীতিভেত, ঈশ্বর [illegible], এই যাচিছে ॥ ৮০০ ॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

ভয় কি রে ভ্রান্ত মন দুর্গা দুর্গা বল।
অমরে অভয়দাত্রী মারী দৈত্যবল ॥
শমনেরি বলহরা দুর্ব্বলেরি বল,
শুনেছি দুর্ল্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল।
প্রাণভরা নাম করে মরণ মঙ্গল;
প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত চঞ্চল।
স্থির নহে দাবানল কয় হে ॥ ৮০১ ॥

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে,
কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রিতত্ত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব শ্রুতি হারায়ে, অজ্ঞানান্ধ কূপেতে মগন,
যদি স্বীয় গুণে অকৃতি দুর্জ্জনে, প্রসন্না হও মা কৃপা বলোকনে
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ, নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥ ৮০২।

পরজ জলদ—তেতালা।

কেরে বামা হর-হৃদি-পরে মগনা,
নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা।
ভুবন আলো নীলচাঁদে মুক্তকেশ নাহি বাঁধে,
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা।
কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেল না,
কাল কি নির্ম্মল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
বিধুমুখে মৃদুহাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে নম তনু যাতনা।
ও রূপ নয়নে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনে বাসনা ॥ ৮০৩।

সিন্ধু - আড়াঠেকা।

শ্যামাপদে রাখ রে মন, অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস ভুবন।
অনিত্য সংসারে আসি গৃহকর্ম্মে দিবানিশি,
বিষয়-মদে মত্ত হয়ে, না ভা বলাম ও চরণ,
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিমকালেতে যেন, দেখি গো রাঙ্গা চরণ ॥ ৮০৪ ॥

পরজ—জলদ তেতালা।

বামা বয়সে নবীন, না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ।
সুচারু অঙ্গের শোভা কটিতট ক্ষীণ,
সুরাসুরগণ মাঝে বসন-বিহীন।
বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়া কঠিন,
চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন।
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়াহীন,
কমলাকান্তের হবে মনে নলিন ॥ ৮০৫ ॥

খাম্বাজ - আড়াঠেকা।

তোমার অনন্ত মায়া কে জানে,
অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে।
মা, কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর, কেবা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব, মা অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দেও শ্রীচৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ॥ ৮০৬ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা। ৮০৭।

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্মশানবাসী যার হৃদয়ে বিরাজ করে।
কালী নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখব দূরে।
যমের তলব আসবে যখন, কালীসই চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম পেলে পরে আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।
দ্বিজ নবীন কালীর পুত্র, মা হয়ে মা হয় না শত্রু,
মায়ের কোলে থাকব বসে লয়ে যেতে কে পারে। ৮০৮।

পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দাও মা ফাঁকি।
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তারিণী ব্রহ্মাণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি। ৮০৯।

মুলতান—একতালা।

কালী বল মন আমার,
ভয়ানক ভবনদী নির্ভয়ে যদি হবে পার।
সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে,
পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার। ৮১০।

গুঞ্জরি—তেওতা।

কালভয়বারিণী, কপালিনী কালরূপিণী, কালকামিনী।
সম্ভুভামিনী শুম্ভঘাতিনী সমরবাসিনী সুরবন্দিনী।
স্মর-হর-মন-মোহকারিণী সত্যবাদিনী এ॥
তত্ত্বদায়িনী ত্রাসনাশিনী ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী,
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদিবজননী, এলোকেশী তেজোরূপিণী।
অন্নদায়িনী অমরপালনী, অসুরদলনী আদিকারিণী,
আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী এ॥ ৮১১॥

ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার গো, এ ভবজলনিধি,
তোমার করুণা বিনে তারিণী এবার॥
বিবিধ পাপে অতি ভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার।
অষ্টাঙ্গ-যোগে সাধিয়ে বিবেক নির্ম্মল হিয়ে,
হয় যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার।
প্রকৃতি নির্গুণ দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
"ভাব তারে তবে জানি মহিমা তোমার॥ ৮১২॥

ঝংলা—একতালা।

মম ভ্রমে ভুলেছ কেনে।
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,
শ্রীনাথদত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঁড়া কর সেই চরণে।
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
তোমার দ্বৈত্য ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে॥
তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে হয় দরশনে,
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান মহাবিদ্যার আরাধনে।
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কিবা জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥ ৮১৩॥

মল্লার—একতালা।

সব আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিনী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘেরে কুমুদবন্ধু,
অমিয়া সিন্ধু, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব, কে বটে গো গজগামিনী॥ ৮১৪॥

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে তবে কেন ভবন করে আলো॥
মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত কখন নীল, লোহিত রে,
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূন্য, মহাকাশ রে,
ওরে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া, মহেশ পাগল হলো॥ ৮১৫॥

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা,
হবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
যখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
(ওরে) শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
(ওরে) আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা।—॥ ৮১৬॥

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রসনা যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছে (আমার মন রে) না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি, ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মন রে আমার)
কালী বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ৮১৭ ॥

প্রসাদী—একতালা।

ওরে শমন যারে ফিরি, ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি,
পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্‌টরি,
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি;
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী।
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী,
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥ ৮১৮ ॥

বিভাস—ঝাপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, আছে আছে রে কাল চোর,
কালীর নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
(ওরে) সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর।
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর,
(ওরে) শ্রীদুর্গা বলিয়া মন রজনী কর ভোর।
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর,
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ॥ ৮১৯ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে,
আমি কালীর সুত, যমের দুত, বলগে যা তোর যম রাজারে।
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে।
সনদ আমার উরস পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে ॥ ৮২০ ॥

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে,
নৃত্যতি মানস শিখি কৌতুকে বিহরে।
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে,
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে,
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে,
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥ ৮২১ ॥

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই,
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই,
দেহ-সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥ ৮২

ললিত—একতালা।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না।
ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চ'লে, এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের মাঝারে ডুবালি আমারে স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না।
আমি যদি মরি ও হরসুন্দরি, দুর্গানাম কেহ লবে না॥ ৮২৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥
আঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতীর আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশনাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দাও না জ্বলুক নিশি দিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে;
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়্‌রিপুগণে,
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি তোর সে বাজনে;
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥ ৮২৪॥

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগল মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা।
বাবা বো-বো-বোম বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢোলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর বাজে, ঐ নূপুর বাজে শোন না॥ ৮২৫॥

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।

হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয়ধ্বনি।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে, কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঙ্গে দোলে গজমুক্তা-শ্রেণী॥
শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে, মণিতে গ্রথিত সুবেণী,
অরুণোপম, অবিবাদে রজনীকর, চরণগুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবাব্ধি তরণে তরণী॥ ৮২৬।

সোহিনী কাওয়ালী।

তার গো তারিণী এ মা আমাকে।
আমি মূঢ়মতি গতিরহিত,
যদি বিতর করুণা গো এ জনে।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরিরাজনন্দিনী, দণ্ডানাথগৃহিণী, গণপতিজননী হয়ে;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে॥ ৮২৭॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে সুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ৮২৮॥

গয়ড়া ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হৃদকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা,
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি, ও মা।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোল মারা বাণী, ও মা॥ ৮২৯॥

প্রসাদী—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম বাঁধা আছে হরের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে,
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার সত্ত্ব কাহার বা কোথা ঘুচেছে,
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে॥ ৮৩০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! বল শ্যামা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।
বার যে বাসনা, মনেরি কামনা সেখানে সকলই ঘটে॥
অল্প পুণ্য ভরা সাজিয়ে পশার, এনেছ ভবের হাটে,
কর উপায়, পাঁচ সে মিলি খায় কলঙ্ক তোমার রটে।
কার রাজা লয়ে আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে॥
আছে একজনা, লইতে খাজনা, জমী যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব দাঁড়ায়ে নদী তটে,
অকূল পাথার, না জান সাঁতার, স্মরণী নাই যে ঘাটে॥ ৮৩১॥

প্রসাদী—একতালা।

মনরে তোর বুঝি একি।
(ও তুই) সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তল্লাস করে বেড়াস ফাঁকি
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
(মনরে) ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি;
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
(মন) বলবে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী॥ ৮৩২॥

পিলু বাহার—যৎ।

ভবে আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরী পলো।
পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচেবারো পেয়ে মাগো, পাঁঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো॥ ৮৩৩॥

প্রসাদী—একতালা।

মন কেনরে ভাবিস এত,
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবচো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
(ওরে) কালের কাল মহাকাল, সেকাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত,
(ওরে) তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত।
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত,
(ও মন) যা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।
মিছে কেন ভাব দুঃখে দুর্গা বল অবিরত,
যেমন জাগরণে ভয় নাস্তি, হবেরে তোর তেমি মত।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত,
(ও মন) গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ ৮৩৪॥

প্রসাদী—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি,
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন পড়লে শুনলে দুধি ভাতি
(ওরে) জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ' প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের গতি।
উড়ে উড়ে, বেড়ে, বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
(ওরে) গাছের ফলে কদিন চলে, করবে চারফলের স্থিতি,
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি,
(ওরে বসে) মূলে কালী বলে গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥৮৩৫॥

ললিতবিভাস—একতালা।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায়-করে ছলো,
(ওমা) মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালি ভূতলো,
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥৮৩৬॥

প্রসাদী—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী, কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী,
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥৮৩৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
তিনি পটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥৮৩৮॥

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি করব কৃষি, ওগো, এ ভবসংসারে আসি;
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিবে, বসে দেখ রাজমহিষী!
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তা সকল চষি,
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি;
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মুক্তকেশী।
কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, সিদ্ধে মন অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙ্গা চরণে মিশি ॥৮৩৯॥

প্রসাদী—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাকবে, আমার মন কেন কুপথে চলে।
হের গো মা দশভুজা আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে।
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে।
দ্বিজরাম প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কুলে? ৮৪০॥

প্রসাদী—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে,
আমি কাজ হারালেম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলেম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারা, সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই, বন্ধু, সুত, নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে।
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে।
হরি হরি বলে শ্মশানে ফেলি যে যার আপন বাসে,
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥৮৪১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী),
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে॥
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর এক। করে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা চড়াব॥
হৃদে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখাব।
যখন আস্‌বে শমন বাধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাব॥৮৪২॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা কুরু মে করুণা,
করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না।
যাত্রা কল্লেম দুর্গা বলে সু-যাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ আর তারা ডাকবে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী,
ও মা সি হলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কালজলে কমলে কামিনী হলে,
নানা রূপ দেখাইলে, করে কত ছলনা।
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, লোকে যেন হাসে না। ৮৪৩॥

——

শঙ্করাভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তার,
(এ মা দয়াময়ী তায়।)
আমারে কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়।
জনম ভিখারি পতি, জনক নিঠুর অতি,
এ কূলে ও কূলে তোমার দাতা কেহ নয়।
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে;
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়। ৮৪৪॥

——

প্রসাদী—একতালা।

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে ডুলব না গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো।
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো,
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলব না গো।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো। ৮৪৫॥

প্রসাদী—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া কত কাচাও মা কাচ,
উপাসনা ভেবে তুমি, প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ,
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ৮৪৭॥

প্রসাদী—একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মনরে ঠেটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা॥
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে খুড়া জেঠা।
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা।
(ওরে) সেখানেতে তোর নামেতে, আছেরে যে জাবদা আটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা,
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে সংসারের লেটা॥ ৮৪৮॥

জংলা—একতালা।

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপে মহেশ বাঁচেন, হলাহল খেয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব, যার চরণে লোটায়ে,
প্রসাদ বলে রণে ছলে রণময়ী হোয়ে,
নিশুম্ভ শুম্ভেরে বধে হুহুঙ্কার ছাড়িয়ে॥ ৮৪৯॥

মূলতান—আড়া।

বামা কে রে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি পরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে আসবভরে
যে ঠেকেছে গায়, ইত দিতিসুতচয়,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমরমাঝারে ॥
কমলাকান্তের ভাষি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে ॥ ৮৫০ ॥

গাড়া ভৈরবী—ঠুংরি।

অপার সংসার, নাহি পারাপার,
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার,
কাল গেল কালী হল না সাধন প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার। ৮

প্রসাদী—একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো,
মন কি খেলা খেলাবে বল।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটী বিপাকে মলো।
দুটো অশ্ব দুটো গজ ঘরে বসে কাল কাটাল,
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হলো।
তুফান ভারি নিমক তরি বাদাম তুলি না চলিল
(ওরে) এমন সুবাতাস পেয়ে পাটের তরি ঘাটে রলো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল:
ওরে অন্তপদে মোদের ঘরে পীলের কিস্তে মাত হইল ॥ ৮

প্রসাদী—একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা॥
হোয়ে দেবের দেব, সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখীদাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোঁসা॥
(ওরে) সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাসা,
(ওরে) মনের মতন, কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥ ৮৫৩॥

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিনী;
ধূমাবতী ভগবতী ধূমাবরণী।
বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়,
হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণ বপুঃ অস্বরা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
পবন-হিল্লোল স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী॥
অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়, মৃত্যুঞ্জয়জায়া বৈধব্যদশায়,
পাগল হলো শিব (এই) অভিপ্রায়, গৃহিণী পাগলিনী॥ ৮৫৪॥

বাহার—খং।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাহি সীমা!
রক্তবর্ণা পদ্মাননা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারিকরে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতল ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা॥ ৮৫৫॥

সিন্ধু—আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্যরূপিনী।
কে বুঝিতে পারে তত্ব অতি গহনা॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর ক'রে ধ্যান,
না পায় সন্ধান অস্মাদি কি গণনা।
স্বগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হরমনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা॥
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অন্তে আকঞ্চন সে কামনা॥ ৮৫৬॥

সিন্ধু—ঠেকা।

সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতীকার॥
কাল-কুমীর আছে কূলে, পেলে জোরে ধরে গেঁলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেইজন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার॥
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
কি চিন্তা মরণে, শিববাক্য সার।
দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা আমার আসন্নকালে,
জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার॥৮৫৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে, ভাসিয়ে মানব-তরী ক'রণ-জলে।
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ হারালে মূলে।
ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে।
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে দেকে, পাঁচে মিলে,
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে। ৮৫

মল্লার—একতালা।

কে ও রমণী নীরদবরণী, স্মরহরহৃদে সমরে নাচিছে।
চরণ তরুণ-অরুণ-কিরণ, নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে॥
শ্রীচরণগুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে।
শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিণী, ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে॥
নাভিসরোবর সলিল আশয়, ত্রিবলীর ছলে করিকর ধায়,
কুচ কুম্ভর বিশ্বমূলাধার, যাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে॥
নরশিরহার গলে সুশোভন, বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্টমন, দানব কাঁপিছে।
হেরি বামার বাম উরু, জিনি রামরম্ভাতরু,
কাজে করি লাজে লুকায়েছে॥
কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী, চির বনচারী বিধি করেছে।
সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ ভ্রান্তি,
চরণ শান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস, আসন আছে॥ ৮৫৯॥

খট ভৈরবী—যৎ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা, আমার দুঃখের বাকী কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাক্‌ব কত॥ ৮৬০॥

কালাংড়া—ঠুংরী।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করী-বেশে।
কে রে নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে হর-হৃদি-পদ্মে দিক্‌বাসে॥ ৮৬১॥

প্রসাদী—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি,
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে শুয়ে রবি,
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি,
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ তারা, তীক্ষ্ণ খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥ ৮৬২।

প্রসাদীসুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে।
হুজুরেতে আরজী দিয়ে মা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালতে শুনানী হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ ৮৬৩।

প্রসাদীসুর—একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল, পেয়ে হয়ে কাল কাল ধীবর এল।
বিষয়-বারি ক্ষেত্রে, টানে রে কর্ম্মসূত্রে, পাতিবে জঞ্জাল-জাল।
কেন আশ্রয় করলি এ সংসার-বারি,
কাল যাতে জাল ফেলতে অধিকারী,
এ পাপবারি পরিহরি কালীর চরণ-গম্ভীর-জলে চল॥ ৮৬৪।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

একবার নাচগো শ্যামা।
যশোদা নাচাত গো মা, বলে নীলমণি, (গো মা,)
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী।
একবার নাচ গো শ্যামা—
অসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে (একবার) বনমালা পরে।
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে, (একবার)।
গজমতি নাশায় দুলুক, (একবার)।
যশোদার সাজান বেশে অলকা আবৃত মুখে, (একবার)।
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী সঙ্গে, (একবার)।
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি, (একবার)।
হৃদি-বৃন্দাবন মাঝে ললিত-ত্রিঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন ভুলানো বেশে,
একবার নাচ দেখি শ্যামা।
তেমনি তেমনি তেমনি করে, একবার নাচ্ গো, শ্যামা।
(দেখে নয়ন মন সফল করি,) বড় সাধ আজ মনে,
হর শিব বলরাম হক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি)।
একবার বাজা গো মা,—(সেই মোহন বেণু)।
যে বেণুরবে ধেণু ফিরাতিস্, (সেই মোহন বেণু)।
যে বেণুর রবে যোগীর মন ভুলাতিস্,
যে বেণুরবে যমুনার জল উজান ধরিত, (সেই মোহন বেণু)।
বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে, (সেই মোহন বেণু)
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা, (একবার)।
তা থেইয়া, তা থেইয়া তা তা,
থেই থেই বাজত নূপুরধ্বনি,
শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী, (গো মা,) (একবার)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
বলে ধর ধর, ধর ধর রে গোপাল,
ক্ষীর সর ননী: (একবার)।
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী-
একবার নাচ্ গো শ্যামা॥ ৮৬৫॥

পিলু বাহার—ঘৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥ ৮৬৬॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বদনে বল কালী, আজ ম'লে দু'দিন হবেরে কালি।
কালী কালী যদি বল্‌তেম রে সকালে,
তবে কিরে আমায় ছুঁতে পারে কালে,
আমায় নিয়ে দায় যমদূত কালে, সঘনে বদনে বল রে কালী।
দাশরথীর মনে আছে রে এই কালী,
কালী কালী বলে ঘুচাও মনের কালী,
অঙ্গে লিখ কালী, মুখে বল কালী,
কালের মুখে এখন পড়িবে রে কালী। ৮৬৭॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননী॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজনবিহীন গতি,
গতি তুংহি গতি তুংহি, অগতির গতিদায়িনী।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অভয়পদ দে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননী।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন, পাপগ্রস্ত দেহমলিন,
(ওগো) মুক্তি পদপ্রদায়িনী॥ ৮৬৮॥

গৌরী—কাওয়ালী।

হর দুখ হর-মনোমোহিনী,
কলুষবারিণী, তব সুত রবিসুত ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কি হবে উপায় নিরুপায় মা, পদ বিতর কাতর জনে আপনি॥
হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা,
যদিও অভয় দিবে ভবানী ;
ডাকি বারে বার মম প্রতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মা পাষাণসুতা পাষাণী, তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী :
আসি আশুতোষ আশুতোষ-রমণী॥
কি আছে মা মম বল, আর কারে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবানী॥
যদি তার নিজগুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদদুখানি, এ ভরিবারি ভববারিতরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি॥ ৮৬৯॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কুভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায়॥ ৮৭০॥

রামকেলি—আড়া তেতালা।

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে,
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে।
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মরূপ ভাব মনে।
ষোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে॥ ৮৭১॥

আড়ানা বাহার—আড়া।

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গিরি-নন্দিনী,
গণপতি-জননী গীর্বাণগণ-পালিনী।
বিমলা বগলা উমে, বিশালনয়নী ধূমে,
বিবিধবরণী বিশ্বজন-বন্দিনী।
সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্ব্বস্বরূপিণী ধন্যা,
সদাশিবশিবমান্যা, সুখশালিনী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অদ্ভুতা খ্যাতা,
অনাথ অকিঞ্চন শোধাঘবারিণী ॥ ৮৭২ ॥

কালাংড়া—ঠুংরি।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বম্ বম্ বাজাইয়ে গাল ॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটাজাল ॥
শমন-সমান দর্প, প্রথমে চলে সর্প, পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল!
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্টিতে নারে,
সম্মুখে ঘুচায় চক্ষুজাল ॥
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল!
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীচরণ করে ঢাল ॥ ৮৭৩ ॥

সুরটমল্লার—মধ্যমানের ঠেকা।

সদা কালী কালী কালী বল মন,
কালী নাম স্মরণে হয় কালের দমন।
নাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্ব্বকালে সে সাধন॥
কিবা বাল্য যুবাকাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ।
বৃথা গেল ইহকাল, না ভাবিছ পরকাল,
বর্ত্তমান কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গমন॥
কালী নামে মহাকাল, স্থিরত্ব চিরকাল,
কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ॥ ৮৭৪॥

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজোরূপিণী।
না সরে নিশ্বাসপাশ বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্ত্ব জ্ঞানাঙ্কুরোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননী॥ ৮৭৫॥

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী, সর্ব্বমঙ্গলা চপলা-বরণী।
ঈশান-হৃদি-পদে স্থিতি, পাষাণ-দুহিতা সতী,
ত্বং হি গতি মাত, ভগবতী ভবভয়-নিবারিণী।
শঙ্কর সাবিত্রী অম্বে, জগদ্ধাত্রী জগদম্বে,
ত্বং হি উমে শ্যমে ভীমে শম্ভু গৃহিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে,
হরচন্দ্রে অনিমেষেতে, বাঞ্ছিত চরণ-তরণী॥ ৮

মূলতান—একতালা।

তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসারগারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত, তশীল করে কত, দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসারবাসনা প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল
হয়ে অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী জানিস্ কত ছল॥
আমি ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল॥৮৭৭॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে ভাষি চাও মা তারা মুক্তকেশী,
ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী।
কঠিন সঙ্কটে ফেলে, করেছ কলি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবা নিশি।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি।
কারে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচাকো মেয়ে, শিব লয়ে শ্মশানবাসী।
সৎকর্ম্মেতে সুখভোগী, পাপকর্ম্মে চিররোগী,
ভাগ্যং ফলতি কাম্যে, সঙ্গে ফেরে দাস-দাসী॥
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা ভারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী॥৮৭৮॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

ওহে মহারাজ! আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে॥
লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে, নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে ঘোর-বদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারী লাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে॥ ৮৭৯॥

প্রসাদী—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব, ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব॥
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব,
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥ ৮৮০॥

ভৈরবী—হরি।

কেও কামিনী শ্মশানবাসিনী,
শোভিত অলক্তরেখা চরণ দুখানি।
দ্বিভুজা নরশির করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী।
মা ভৈ মা ভৈ রবে, হুহুঙ্কার করে শিবে,
নাচিছে ভবানী ভবে, শিব-সীমন্তিনী।
দ্বিজ কালিদাস কয়, মন মা ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি॥ ৮৮১॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গতঙ্গী, সুরঙ্গিমা দরশনে,
মাতঙ্গী নব-ষোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে।
রক্ত অম্বরপরা, গলিত সুচারু করা,
পাশ অঙ্কুশধরা, চর্ম্ম খড়্গের সনে।
অর্দ্ধশশীভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী,
কালব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে :—
সকলগুণসাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে ॥ ৮৮২ ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ॥
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কণা, শক্ত ফাঁসা মায়ামোহ দড়ী দড়া।
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে না নড়া চড়া।
শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুণ পোড়া ॥
রোগে-ছিদ্রতে, কালনিদ্রাতে, তখন থাকি হয়ে পোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারী বেটা অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয় তোর পায়ে পড়ি, আর করো না ফোঁড়াছেঁড়া ॥ ৮৮

বিভাস—একতালা।

পার কর মা আমায় শ্যামা,
অপারে পড়েছি দুর্গে, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা।
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে, আবার আন্‌লি মানব দেহ-
পাপে দেহ পূর্ণ হল আমার গতি কি হল উমা।
দ্বিজ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কেতে রাখবে বামা ॥ ৮৮৪ ॥

যোগীয়া বেহাগ—মধ্যমান।

চল ভবের হাটে,
মন করিব বাণিজ্য কায্য শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন বোঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকসান হবে,
এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে॥
মন হিসাব কিতাব আদি তার, শকলি তারার ভার,
তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভবনা নাইক ঘটে।
মন ফলিতার্থ যা হবে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে,
তবে দেখ ওরে মন তুমি কেবল চিনির মূটে॥৮৮৫॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে,
অনন্যশরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে,
রসনায় বসিবে তারা, নামাঙ্ক মধুরাক্ষরা,
তারা নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে॥৮৮৬॥

জংলা—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি, আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি,
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি,
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি,
দেহের মধ্যে ছজন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি,
রামপ্রসাদ বলে, এবার আমি যাত্রা করে বসে আছি॥৮৮৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

মোক্ষধন তুই বন্ধ কর মন বাক্‌সেতে,
জগৎ আলো হবে যাহাতে।
অচিরাৎ তুই পাবি ফল রে ইহাতে।
ভুলালে ভুলবি না, যাতে তাতে।
যেমন তাঁতির সূতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতত সঙ্গ কর, পরিণামে তর্‌বি অবহেলেতে॥ ৮৮৮॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা আছে মা মনে, দুর্গানামে দীক্ষা হয়, যা থাকে সাধনে।
কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধ্যে কর্‌বো পঞ্চমুণ্ডি,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী থোব হৃদি পদ্মাসনে॥
বাম নাসা শোষনেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
স্থিরভাবে কুম্ভকেতে, রেচকে স্বস্থানে॥
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মারে লয়ে যোগে,
পরমাত্মায় স্থান গেলে, রাখবে সমাধি করণে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কয়, সেও তো সামান্য নয়,
যদি কালী কূল দেয়, আর যাব না পতনে॥ ৮৮৯॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে রে বামা নিবিড় নীরদবরনী,
দেবদেবাদি পতি, মানসে পূজিতে নতি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূলপাণি।
জগৎ-দুর্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছি আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি॥ ৮৯০॥

টোরী—আড়া।

মৃগরাজোপরে কে রে বিহরে,
শ্যামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে।
নবীনা হেমবরণী, ত্রিগুণ-ধারিণী ত্রিনয়নী,
কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নখরে ॥ ৮৯১ ॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

কালী অকূল সাগরে কূল দেখিনে।
কি হবে কুলীনে, অকূল দেখি রে যদি অনুকূল হয়ে,
কুলকুণ্ডলিনী কুলা কুলবিহীনে;
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবক মা হয়েছে একান্ত,
কাল-বেশ করিয়ে কালান্ত, কূলে এলাম হয়ে কুলশ্রান্ত,
হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথি প্রতিকূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বগুণে ॥ ৮৯২ ॥

প্রসাদী—একতালা।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন বা পায় না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অব কেন না আনিলি।
এর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥ ৮৯৩ ॥

বেহাগ—আড়া।

মা হেরম্ব-জননী হরহৃদি-মণি হৈমবতী হেমবরণী ॥
হেমকর ভালে, হিমগিরিবালে, হর মায়াজালে গো তারিণী ॥
হীরকাদি মণি, হিরণ্যরচিত হিরণী হলাহল ধরা পবিত্রিণী,—
হাসিত মদনা, হিতকারিণী, মা হের অকিঞ্চনে দীনজননী ॥৮৯৪॥

বেহাগ—ঢিমে তেতলা।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল যেন দামিনী।
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গ রে,
মায়ের শিরে শিশু-শশী ষোড়শী রূপসী, শশীমুখী কাশীবাসিনী।
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে নাশিছে অসুর মাভৈ ভাসিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে,
তব রূপে ভবজননী ॥ ৮৯৫ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র আকৃতি,
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী বেষ্টিত বরুণা অসি,
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি ॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী,
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণধূলার অভিলাষী ॥ ৮৯৬

বিভাস—একতালা।

ভাল সুশয্যায় সুনিদ্রায় আছ মন,
হবে তোর ভৌতিক দেহ পতন।
তোর সুশয্যা [illegible] হবে, ভূশয্যায় পড়ে রবে,
[illegible] মন ত্রাশয়ার আয়োজন।
কালশেষে [illegible] পরম ধন, জানিস না রে রবিসুত
[illegible] অনুক্ষণ,
[illegible] পরম রতন ॥
যার নাম [illegible] রবিপুত্র হয় রে দমন।
[illegible] শ্রীচরণ ॥ ৮৯৭ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

এ নারীকে নারি চিনিতে কয় কার বনিতে।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগণা, মগনা শোণিতে॥
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ যোণিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে॥
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতিপতি,
তদুপরি মুরতি কৃপাহি পাণিতে।
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থি মুণ্ডমালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞ-উপবীত ফনীতে,
অধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
কলানাথ ফলিত কপালমাঝে দিনমণিতে॥
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে॥ ৮৯৮॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কি করিব আর, ভবভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভাব॥
অন্ন বিনে করে ফিরি জঠরজ্বালায় জ্বলে মরি,
দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোয় বারে বার।
অন্ন বিনে চর্ম্মদড়ী, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার।
দ্বিজ নবীনের ভার, যদি তোমার হয়েছে ভার,
তব চরণতলে রেখো মাগো, ঘুচাও তুমি মনের ভার॥ ৮৯৯॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী। এবার বুঝি বিচার কর শ্যামা।
ঐ যেমন করিছে জমিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার বেটা, তারা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতীন-সুতে,
জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥ ১০০॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি,
তবে কেন মতভেদ হয় গো জননি।
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী॥
সর্ব্বস্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্বরুচিকরা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্মসারা, দুলালের বাণী॥ ১০১॥

আসোয়ারি—টোড়ী।

কেরে হর-উরসি।
শ্যামা মনোরমা গুণধামা, হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি॥
নব জলধর আভা, মুনি-মনোলোভা;
পদযুগে শোভে ভানু শশী॥ ১০২॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন না কি,
সবাই এমনি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে॥ ৯০৩॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
যোগে ভাগে থেকে যদি নাহি কহি কথা।
খাও যে তুমি বেটার মাথা, বারে বারে খাওয়া মাতা,
নাহি তব স্নেহ মমতা ঐ কথা যথা তথা॥
রাখ গুরুর একটা কথা, চাইনে মা তোর ঝুলি কাঁথা,
থাকে না যেন কপটতা, ভক্তবাক্য নয় অন্যথা॥ ১০৪॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল।
কি সকাল কি বিকাল, সে ত নাহি মানে কালাকাল;
কালদণ্ড নিয়ে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল॥
জননী-জঠরে ছিলেম যতকাল,
আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কাটাব কাল,
প্রতিবাদী হলো তাহে রিপুকাল,
অজ্ঞানে বিফলে গেল বাল্যকাল।
গেল যুবাকাল যুবতী সঙ্গে, কাল কাটালেম রস-রঙ্গে,
জড়ায়ে পীড়াতে গেল বৃদ্ধকাল॥ ৯০৫॥

সিন্ধু—টিমেতেলালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডালনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের মেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা করে,
পড়িবি তুফানে যখন, সারি সারি সবাই মিলে॥ ১০৬॥

ইমন্—একতালা।

কে রে রণমাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে।
আলুলিতকেশী বিবসনা বামা, নরশিরোমালা গলে অনুপমা,
শিব শিব করে নাচে শবোপরে,
শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার জলদবরণী সাজে॥ ১০৭॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি; ও ভাই আনন্দ বাজারে লুট।
ও রে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী॥
যেমন সরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী;
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,
ও মা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥ ১০৮॥

কেদারা—ধামাল।

রতন-গৃহে কে রে রতন-সিংহাসনোপরে,
ষোড়শী সুরেশী শিবানী।
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সে রূপ বর্ণনা,
স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা বালা চন্দ্রভালিনী;
কে রে দনুজ-রসনা ধরি, মুদ্গরেরে ঊর্দ্ধ করি,
রবিশশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী॥
ভবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অভীষ্টসিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী॥ ১০৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন, মান কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণি-কোটা।
ওমা আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলো না আর সিদ্ধি ঘোঁটা।
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা,
তার কটিতে কৌপীন মেলে না গায় ছাই আর মাথায় জটা;
ভূতলে আসিয়ে মা গো করালে আমায় লোহাপেটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এরে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥ ১১০॥

ভৈরবী—ঠুংরি।

হৃদি পদ্মাসনে কে রে মা ভৈরবী।
চতুর্ভুজা অক্ষ পুঁথি মালাবর মাভৈ রবী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতি পদ প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
যদি হয় যোগাযোগ শিব হয়ে পদে রবি॥ ১১১॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামাচরণ বিনা রে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে?
শুনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে;
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী, লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
যাতারূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে;
শম্ভু ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হয়ে শ্মশানবাসী শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥ ১২॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাক টাকা পেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না
হওয়ার মধ্যে হয় না সাধন ভজন বাড়ে কেবল বাবুয়ানা॥
একতালা দালান না হইতে তে-মহল্লার বিবেচনা;
বুঝি সসাগরার রাজা হলে, তবু মনের সাধ মিটে না॥
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই, ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা;
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকী করে,
আপনে ঠেকার ফাঁদ দেখি না॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে জেনে শুনে মতি যায় না।
আর পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না॥
রাজমোহন কয় সংসারীতে সত্য কথার লেশ থাকে না;
সেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হল না॥ ১৯৩॥

থট্ ভৈরবী—যৎ।

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায় গীর্ব্বাণী দেখি সংশয়।
শক্র সঙ্গে বসে আজি হই বুঝি মা পরাজয়॥
যুগে যুগে তাস ভেসে, খেলতে হয় মা দশা দোষে,
বদ রঙ ঘুরে এসে, পাপ-পঞ্জা ছক্কা হয়।
ভক্তি হন্দর হাতে এলে, পাছে বাজী জিতি বলে,
হাতের পিট দেয় ফেলে, সাধ করে সাত তুরুপ কয়॥
দেখালে বিবেক-বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
খেলাতে না দেখে শান্তি, ভবানী পেয়েছি ভয়।
চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের ফেরাই, যোগে যোগে যদি ফেরাই,
বাসনা পঞ্চাশ হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয়॥
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
দেখে শুনে হাবা হলাম এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
প্যারী কয় তোর কৃপাবলে, তত্ত্বজ্ঞান রঙ পেলে,
ডঙ্কা মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে করে জয়॥ ১১৪॥

জংলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে,)
আন রে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে॥
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাট কি আছে কপালে॥ ১১৫॥

মূলতাল—আড়া।

মদন-মথন-মনোহারিণী, আতসীকুসুমসম-সুবর্ণবরণী;
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করীকরে বেষ্টিত,
রতনঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী:
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পদ্মোপরে পদ্মসদাবিহারিণী॥ ১১৬॥

ইমন—আড়া।

কে রে নিরুপমা রূপ অনুপশ্যামা তনু হেরি হেরি নয়ন জুড়ায়।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়॥
অঞ্জন অধর আতসে মুকুতাফল, নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাসা, কটাক্ষ করে কামিনী, শিবের মন সহজে ভুলায়।
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ-নখ কিরণ, রক্ত উৎপল দুটী পদতল তায়,
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥ ৯৭।

কালাংড়া—ঠুংরী।

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অযত্নে স্থানে রাখে॥ ৯৮॥

ভৈরবী—একতালা।

আমার মন মজিলো ভবমায়ায় কেন ওগো তারা।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম সারা॥
সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক কেন ভ্রমণ,
হৃদব্জদি শ্যামাধন ঐ ধনে বাঁদ হয়ে হারা!
বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্বপথে হয় না জ্ঞান,
না করিলি কালী স্মরণ কিসে রক্ষা হয় সুতদারা॥
তুমি গো রজোরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারিণী,
অশেষ পাপবিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা॥ ৯৯॥

বেলাওল আলাইয়া—হরি।

ওরে মন নীলবরণ চরণ কেন ভাব না।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,
মিছা জন্ম দেহ ভেবে দেখ না॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সার ধ্যানে,
অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন;
আজ্ঞাচক্র করি দেখ না
কুণ্ডলিনী কালী কালো কালে মিশায় না॥
ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলা, যোগপথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছ জ্বালা:
নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়ে থাক না।
ইহা বই আরো নাহি, যোগপথের উপায় এহি,
ভাব পরাৎপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী:
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না॥ ৯২০॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা বলে, কেন ডাকা তবে।
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে॥ ৯২১॥

বাগেশ্রী—আড়া।

কেহ কি আপনার আছে রে, শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে।
ত্যজিয়ে তনুর আশা প্রাণ দিয়ে তোষিব তারে॥
আমিত ইন্দ্রিয়বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনোদুঃখ কব কারে।
মন রে ইন্দ্রিয়রাজ, ঐ নহে অন্যের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে॥ ৯২২॥

টোরী—আড়া।

মন নয়ন অন্তরে সদাই কুলাও গো;
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো॥
দেখিতে যতন করি, তোমার ভুলে অন্যে হেরি,
থাকিলে অন্তরে শ্যামা কর গো চাতুরী;
তুমি তো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো॥
যে সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায়;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গাপদ গো॥ ৯২৩॥

পরজ—কাওয়ালী।

তার শিবের নয়ন ভুলেছে।
নিরুপমারূপ চিকণ কালা হেরিয়ে॥
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে (গো)
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী, রূপ নিরখিয়া রয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ও রূপ আনন্দ নিধি কমলাকান্তের হৃদি,
কমল প্রকাশ করেছে॥ ৯২৪॥

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

নিস্তার তারিণী তারা ভবেরি বন্ধন।
স্নেহ-মেঘে অন্ধকার হেরি সর্ব্বক্ষণ॥
মায়া-বিন্দু বরিষণে, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণে,
কৃতান্তের পরশনে, কুম্ভীর যেমন।
বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,
যেন পাই অবশেষে, ও রাঙ্গাচরণ॥ ৯২৫॥

দেশমল্লার—অড়া।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কর আশা ?
তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি মনমত্তে আছ ঠেসা।
মায়া মোহ এ সংসার, স্ত্রীপুত্র পরিবার,
(তবু) শশব্যস্ত জন্য তার, হয়ে একি দুর্দ্দশা।
মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুন্তল,
তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা॥ ১২৬॥

জ লা—একতালা।

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হর যে শ্যামার;
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে,
কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার।
যেখানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি,
ও তুই যা চাবি তাই খেতে পাবি,
ভবানী ভাব আপনার॥ ১২৭॥

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার, ভবঘোরে সে ঘোরে না আর।
তার মনের মলা বিনাশেন বিমলা,
অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার।
রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে, মশানে, শূন্যাগারে,
শূন্যমার্গে, হুতাশনে, অস্ত্রাঘাতে, উল্কাপাতে,
বিষপানে, বিষস্ত্রীগমনে, বিঘ্ন নাইকো তার।
হস্তী-দন্তে, শৃঙ্গীশৃঙ্গে, নখী নখে,
নদী, নদে, হ্রদে, শৈলে, সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে
প্যারী বলে সে পার পারাবার॥ ১২৮॥

মধুকানের—সুর।

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাম্বুজবরণী মাকে।
নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নীলাম ডেকে ॥
কাল নিলে নীলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ঢেকে,
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড় ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সারা কেউ পাবে না ডেকে ॥
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ৯২৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এমন দিন মোর কবে হবে কালী বলে প্রাণ যাবে।
বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারানাম শুনাবে ॥
অন্তে সজ্ঞান-গৌরবে, ঘেরে যাবে বন্ধু সবে,
হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেমভাবে ॥
গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গা নারায়ণ বলে,
শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ত্তনে গুণ গাবে,—
মনেতে হয়ে নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মনাম;
প্রাপ্ত হব মুক্তিধাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে ॥
দেখে কাল পদ্মজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
সারহস্য সুধাময়, প্রাপ্ত সদ্গুরু-প্রভাবে। ৯৩০ ॥

ভৈরবী—যৎ।

কোথা গো দক্ষিণা কালী ভবভয় নিবারিণী।
ঝারে বরে এক ফাঁকি না দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জন দুঃখ না করবে নিস্তারিণী।
(তবে) দুঃখহরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, শুন গো শিব-মনোমোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা লোহিতরূপা কাত্যায়নী ॥ ৯৩১ ॥

মল্লার—কাওয়ালী।

করালবদনী, কালী, কপালিনী
কালিকে করুণা করিতে, কেন কৃপণতা কর সুতে॥
জগৎ-জনন, জগদীশ্বরী যা কর, যতেক জীবের জীবন রূপে বিহরে
অখিল ভুবনে যত চরাচর সুর নর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে॥
দনুজদলনী দয়াময়ী নারায়ণী,
অশরণ জনের শরণ পরমেশ্বর-মোহিনী, হেম-ভূধর-দুহিতে।
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়,
কিবা তব মায়ায় শচীপতি হর যার, দশশতবদন প্রণত যার পায়,
কি ভয় তোমার দ্বিজ রামশঙ্করে হেরিতে॥ ১৩২॥

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে, কুরসাভিলাষে গো, মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার॥
মত্ত করিবর যেন কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে, উপায় নাহিক আর।
দুর্মতি দুর্গতিহরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপা-কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার॥ ১৩৩॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞানভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে, মা চরমে কি হবে শিবে।
মানস তামস অতি, কুরসাভিলাষে কৃতি,
না চিন্তে জনম মরণ দেখিয়ে,
নিয়ত অবিদ্যা-বশ, পরনিন্দা পরিহাস,
অকিঞ্চনে তারিণি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে॥ ১৩৪॥

বাহার—যৎ।

মহারাজ! কে কালকামিনী সমরে,
শবোপরে না দেখি এমন কালো, শোণিতাক্ত অঙ্গ কালো,
যেমন কাদম্বিনী কালো তড়িত ঘেরে॥ (মায়ের)
রক্তাবৃত পদকর, রক্তাবৃত কলেবর, রক্তোথিত মুণ্ডমালিকে, মা
নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে। (মায়ের)
প্রচণ্ড কৃপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে,
করে খণ্ড অসুর নরে, মা
গ্রাসে গজ রথীদল, গ্রাসে রথী মহাবল,
ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে॥ (মায়ের)
নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা,
তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা;
হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে॥ (মায়ের)॥ ১৩৫॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

নেংটা মায়ের এত আদর, জোটে বেটা তো বাড়ালে।
নইলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা বলে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জোটে বেটা তাঁর গুরু,
আপনি বেটা বুঝলে নাকো, রইল শ্যামার চরণতলে॥ ১৩৬॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর মা,
সহে না সহে না আর সহে না যাতনা।
দুঃখে দুঃখে হলেম সারা, আর কত দুঃখ দিবি তারা,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে হের না॥ ১৩৭॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস,
চন্দ্রদোলে শম্ভু লহ পূরাও মন অভিলাষ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী, ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।
তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস॥ ৯৩৮॥

বাগেশ্বরী—একতালী।

এ কি বিচার শঙ্করী কৃপা তরী পেলে ধন্বন্তরী।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ, আমার কি ঘটল পাপ মোহ,
ধন-জন-তৃষ্ণা না লয় বিরহ কিসে জীবন ধরি॥
ও মা অনিত্য আলাপ কি পাপ প্রলাপ, সদত গো সর্ব্বমঙ্গলে,
মায়ারূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে,—
হিংসারূপ হল সেই উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হল ভ্রমি
এ রোগে কি বাঁচি তন্ন,মে অরুচি, দিবস শর্ব্বরী॥ ৯৩৯॥

ললিত বিভাস—আড়্খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী দিয়া আছি দাড়াইয়ে
শুন রে শমন তোরে কই, আমি তো আঁটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে হুনকো দিয়ে॥
কটূ বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে,
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, শ্যামা মার গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব চক্ষে ধুলা দিয়ে॥ ৯৪০॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

ও মা পরমেশ্বরী! কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী।
অনাদ্যা শক্তিরূপিণী, ভক্তি প্রদায়িনী, তারিণী।
কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরি ॥ ৯৪১ ॥

গড়া ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে
যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে ॥ ৯

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি রূপ মাধুরী।
হিমগিরি রাজসুতা রাজরাজেশ্বরী ॥
পদারবিন্দ মঞ্চে পঞ্চদেব মঞ্চে
বসে ত্রিপুরাসুন্দরী।
কত মায়া জান জানিতে নাহি কালে,
বিধাতা বিদিত নাহি কোন কালে,
দক্ষযজ্ঞ কালে মায়ায় মহাকালে,
ভুলালেন ঐরূপ ধরি।
ও পদ দাশরথী কেমনে চিন্ত গুণি,
যে পদ চিন্তাতে আছেন চিন্তামণি,
ব্রহ্মা চিন্তামণির চিন্তা নিবারিণী
ঐ বিল্বগ্রামেশ্বরী ॥ ৯৪৩ ॥

মুলতান—একতালা।

কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥ ১৪৪॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি কর দরশন। (রাজরাজেশ্বরী)
রক্তবর্ণ ত্রিনয়না, ভালে শশী সুশোভন॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চপ্রেত নিরমিত বসিবার সিংহাসন॥
শোভাকরে চারিকরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরে
প্রতি অঙ্গে প্রভাকরে বিবিধ ভূষণ,
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা তবু ভিখারী হরের ধন॥ ১৪৫॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

নীলবরণা নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিনু নিশানাথ নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী
নিকর চারিকর সুশোভিনী লোলরসনা করালবদনী॥
নিতম্বে দুলিছে শার্দ্দুল ছাল, নীলপদ্ম করে করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দুকরে, লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগম ইহার নিগূঢ় না পায়,
তার পাইতে শিবের উপায়, নিজ সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥ ১৪৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

জনসমাজে ভবে, আমি পার হব মা কেমনে,
ওগো তারা ব্রহ্মময়ী হাসালি বুঝি শত্রুগণে।
আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অদিনে॥
ছিল আমার অন্নাশ্রয়, তাও ত কলি নিরাশ্রয়,
দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে॥
চিন্তার্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে॥ ৯৬৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী
নবঘনে সুশোভিত জিনি কোটী সৌদামিনী॥
কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নামসুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবাযামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যায় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি॥
অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষটচক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্রদল যামিনী।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তরণী॥ ৯৬৮

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে।
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কি রে,
তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে জানিতে পারে,
যার ত্রিলোচন পেলে না তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কি রে॥ ৯৬৯

হাম্বির—মধ্যমান ঠেকা।

শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়,
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয়॥
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়,
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল,॥
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয়॥
নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ তে চিন্ময়॥ ১৫০॥

মুলতান—আড়া।

দুরাশা জীবন-আশা গেল না সকলই গেল,
কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে না দিলে পড়া, বাঞ্ছা তাতে হল বাড়া,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল॥
সমানবয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব;
আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি চরণের গতি;
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আশার আশ;
দরশনে জরা বলে কি দায় হল।
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনি পঞ্চাননে,
ক্ষীরোদশায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল;
শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই যে মঙ্গল॥ ১৫১॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাবিলিনে ভাই. শ্যামা মায়ের চরণ ছুটী,
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি॥
ভবে জন্ম কাজ কি হতো, জলে জল মিশায়ে যেত
মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর বুঝে না বসিতে পেরে. কাঁচালি পাকা ঘুঁটী॥ ৯৫

বাগেশ্রী—তিওট।

কাল হারালাম কালের বশে, আমার মন মজিল শ্রীরঙ্গরসে
অন্তিম কাল হবে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমায় আশে পাশে।
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালীনামে ভেলা বাঁধ, নিরুদ্বেগে থাকবে বসে॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশাবে ভূতলে,
মাটীর দেহ মাটী হবে, যাবে ছেড়ে অনায়াসে॥ ৯৫৩

ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী। ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী
ভবজায়া ভয়হারা বিশ্বের জননী,
ভ্রূভঙ্গে ভয় হর ভয়ঙ্করী ভবানী॥৯৫৪॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
মগনা নগনা গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী॥
রবি শশী দহন. জিনিয়ে ত্রিনয়ন,
অট্ট অট্ট হাসে যেন ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন কর বালা,
কণ্ঠে পরে শিরোমালা. এ কালকামিনী॥ ৯৫৫

টৌরী - আড়া।

হের মা এ দীনে প্রসন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে, জগদানন্দদায়িনী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।
উমা ত্রিপুরহরজায়া, সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অসীম তব মহিমা কে জানে
অমলকমলে শশধর ভালে, গৌরী গিরীশগৃহিণী গিরিবালে,
ভবভয়ভঞ্জনে, ত্রাহি অকিঞ্চনে॥ ৯৫৬॥

আলাইয়া—মধ্যমান।

ওমা কৃপণতা করো না মাঁ এক্ষণে,
গুরুবাক্য শোন শিববাক্য সত্যজ্ঞানে।
লয়েছি শরণ শ্রীচরণে,
আমি শুনেছি তোর পদ, সে নয় সামান্য পদ,
পায় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে॥
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
(ওগো জননি) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যত্নে আত্মশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে॥ ৯৫৭॥

ললিত বিভাস—একতালা।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে, ও যে কালীপদে প্রাণ সঁপেছে।
সন্ধ্যা-পূজা জপ-তপ, সে ত জলাঞ্জলি সব দিয়েছে॥
হৃদি সরোরুহদলে, কালীরূপ ধ্যান কত্তেছে।
মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
নিন্দা প্রশংসাতে সমান সুখ দুঃখ সে এক করেছে॥
অহর্নিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে।
কালীনামামৃত-রস সদা পান করিতেছে॥ ৯৫৮॥

ভৈরবী—ঠেকা।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাখি (গো মা
অকৃতি অধম দেখে, অন্তিমে দিও না ফাঁকি ।।
হাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন যেন মা বলে ডাকি ॥ ৯৫৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বল, আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥
সুরাপান করি নে রে, সুধা খাইরে কুতূহলে,
আমার মন মাতালে, মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে ;
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে
দেখা দেয় সাধয়ে যোগ, নিজে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ৯৬০

প্রসাদী সুর—একতালা।

দুর্গে দুর্গতিহারিণী। অনুগত প্রণত ভকতহিতকারিণী
চিন্ময়ী নির্গুণানন্দ গুণধারিণী।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি ;
মা স্বগুণে করুণা দানে হইও গো চরণে,
আকিঞ্চন চন্দ্রচারিণী ॥ ৯৬১ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যদি বাঁচিবি রে মন, সংসার-চিররোগে ॥
সুবিচার মহৌষধ কররে সেবন ॥
ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,
বিবেক রসেতে সাধুশীলে মরদন।
অনুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
গুরুনামাবলী আশু কর রে গ্রহণ ॥৯৬২॥

দেবগিরি ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

আয় দেখি রে শমন একবার দুজনে পরীক্ষা করে।
শক্তি থাক্‌তে লেগে দেখি বুদ্ধিবলে কেবা বাড়ে।
যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
তাইতে তোমার প্রতাপ এত, সে প্রভাব আর থাকিবে না রে॥
অন্যায় করে গেলে পরে, তারা পদে নালিশ করে,
আয় রে ওয়ারেণ্ট ধরে, বেন্ধে রাখব কারাগারে॥ ৯৬৩॥

ভৈরবী—আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণরূপিনী।
তামসী ভূভারহারিণী, ভবভয়ভঞ্জিনী,
ভবানী ভবরাণী॥৯৬৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন নিধন কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি জলস্থল অনিল অনল, ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশপ্রসবিনী।
সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসক-ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনে হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল পঞ্চ, কালভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননি।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়,
সকলি মাতা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী॥ ৯৬৫॥

ভৈরবী—ঠেকা

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে,
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসারবাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় পঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবভোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাননে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপূরে হুতাশন মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শিবশক্তি আরাধনে॥ ৯৬৬॥

সুরট মল্লার—কাওয়াল।

কি জন্যে ভবরোগে রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজে কুআহার সংসার এখন,
তারা-নাম মহৌষধি কর রে সেবন।
কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তার অনুপান।
যাবে সব বেদনা মনের মন খেদ,
তারা-নাম পাবকেতে করবে তনু-স্বেদ,
নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে মিশিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাঞ্জন।
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন, ভবে হইবে প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন,
যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ পুরে দাশরথীর গমন॥ ৯৬৭॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ও মেয়ে সমরে এলো কে, হবে ত্রিলোকপালিকে।
মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা, মুনির মনোলোভা,
নবীনবালিকে॥
মরি হায় কি রূপসী বয়সে ষোড়শী;
বিগলিতকেশী, মন্দ মন্দ ভাষি;
তাহে অট্টহাসি, প্রকাশিত শশী, করে ধরে অসি বিনাশিকে।
মায়ের চরণকমলে কত মধুকরে, গুন্ গুন্ স্বরে মধুপান করে;
বলে রামকুমার দেখ রে শ্যামারে,
নাচে ভবোপরে ভব-আরাধিকে॥ ১৬৮॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, দুস্তরে নিস্তার তারা দনুজদলদলনী॥
দয়াময়ী দুঃখহরা, দাক্ষায়ণী ভবধারা,
দুস্তরে নিস্তার তারা, দুরূহ দূরকারিণী।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে,
দয়া কর ভবপ্রিয়ে ধূর্জটি-মনোহারিণী।
দেহ দেবের ছয় জনে, দাসে ছয় দিকে টানে,
দান্তীযা গাম্ভীর্য্য হীনে, দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী!
কহে দীন জগপতি, কি হবে দীনের গতি,
দীনতারিণী দেও সুমতি, দরিদ্রদুঃখতারিনী॥ ১৬৯॥

(এ সংসার ধোঁকার টাটীর উত্তর)

প্রসাদীসুর—একতালা।

এ সংসার সুখের কুঠি;
যার যেমন মন তেমি ধন, মন কর রে পরিপাটি।
ওহে মন অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি;
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেতো দুধের বাটি॥১৭০

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কাশী কল্পতরুমূলে মন পাখী কর রে বাসা
ঘুচিবে ভব-পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আসা ॥
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্যভরে,
আধার আধার করে না পূরে প্রত্যাশা।
এখন উপায় কর, কালীপদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥১৭১॥

যোগীয়া—একতালা।

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার।
ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্মজনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হারা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিকায়, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিশিষ্ট [illegible] রে আমার,
অচঞ্চল হয়ে [illegible] ধ্যান কর রে,
না হইও আকিঞ্চন [illegible] ॥১৭২॥

টোরী—কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগৎ-[illegible]।
জগদম্বে প্রপন্ন-যমভয়-বারণ-কারণ-কারণ হলে মহিষমর্দ্দিনী ॥
সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বলবরণী, হেলে ঝলকে কত বেসর মণি,
বিবিধ আয়ুধ করে, পদকমলে [illegible] বন্ধনী।
(এ মা) এককপে কত গুণ প্রকাশ করে [illegible] মায়া, মহেশ-মনোহরা
রিপুগণ ত্রাস করা সুরভঙ্গিনী, সাধকজন মন উল্লাসিনী।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,
তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী ॥ ১৭৩ ॥

বেহাগ—একতলা।

কে রে বামা বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরনী,
কাহারো ঘরণী, আসিরে ধরণী, করিছে দনুজজয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ চরণ শরণ লয়
বামা হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥
করে ললিত রসনা, বিকট-দশনা,
করিয়ে ঘোষনা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥১৭৪॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দিকি রে,
যাঁর সনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে।
যদি দেখা পাই রে মাকে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে॥
দ্বিজ কেদার বলে মন, মা নয় সামান্য ধন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে॥১৭৫॥

মুলতান—একতালা।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি করি জ্ঞান তূণ, রাস ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,
কালীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাতে সংযোগ করে॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথী,
শব শত্রুনাশের হবে সুসঙ্গতি,
জীবে রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী, ভাগীরথীর তীরে॥১৭৬॥

রামপ্রসাদী ছুটা।

চল মন সু দরবারে, যথা কোটনামি কারো খাটে না রে।
দেওয়ান যথা ভ মমাথা, কপট ভক্তি জানে না রে।
সেথা লেংটা গেলে আদর আছে, ধন কড়ি তায় লাগে না রে
দুলাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়ে মিলে না রে,
তথায় হাজির বার্তা জানাইলে দয়াময়ী দয়া করে ॥ ৯৭৭ ॥

জ লা—একতালা।

সার করেছি অ মি শ্যামাপদ।
শিবের উক্তি, ডাক্‌লে মুক্তি, চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন, রসনাতে দিয়ে কর রে পান ;
অসীম মহিমা নামে ও নামে কি হয় বিপদ ॥
যে করেছে ক লীর নাম সাধন, সাধক হয়েছে তার জীবন,
শিব আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ।
দ্বিজ নবীন দীনহীন জন, দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন, পূরাই আমি মনের সাধ ॥ ৯৭৮ ॥

জ ল,—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।
তবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে রলি ॥
যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে,
এককালে কালের হাতে ঠেকালি ;
কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপনা দোষে আপনা কপাল খালি ॥
যখন দেহ অবশ হবে, বুকে পিটে খিল দিবে,
শব্দ বদ্ধ হয়ে চক্ষু ঘুরাবি, হাহাকার কত কর্‌বি,
যম-যাতনায় জ্বলে মর্‌বি, তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী।
বলে রাজমোহন তোর যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কার, সময়ের সকলি, না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আলি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥ ৯৭৯।

পূরবী—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করে কালী ভাবে সে মনে॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষম ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, বল সে মূল হারাবে কেমনে॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালীনামামৃত পীযুষ পানে॥১৮০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি খেলাও না পাশা। এম্নি ত্বরাত্বরি ফেলবি পাশা,
যেন ঘুচে যায় মনের আশ॥
দুর্গা নামে বেঁধে পাটা, চারি পাটার ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
সতেরো আঠার দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা।
ছকুড়ি পঞ্জুড়ি ফেল্লে পরে, বাজি তলাড়ু হয়ে যাবে,
আছে আমার ঘরে দু'জন রিপু, করবে তারা হাসি হাসা।
অদানের দিন নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
তারা দান মেরে নবীন তুলে দেরে ঘরে পাশা॥১৮১॥

আলিয়া কাওয়ালী—আড়া।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা ত্রাণকারিণী,
ত্রিভুবন দুঃখ নিবারণী ভব জননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বামা ভয়হারিণী॥
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকে সীতা,
অমিতা অভয়া নিত্যানন্দদায়িনী।
বৃন্দাবন রাস রসিক বিলাসিনী।
ব্যাস ভা[illegible] ল্লু রান [illegible]শনী,
কমলাকান্ত [illegible] তোমার হও বরদায়িনী॥১৮২॥

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তার উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ, কবে হবে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ কবে নিয়ে যায়॥
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানিছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হায় হায়॥ ১৮৩॥

বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
চতুর্দ্দল যুক্তে, স্বয়ম্ভু সহিতে নিদ্রিত রবে কি জননী॥
পদে পদে পৃথক মূর্ত্তি, সিতাসিতে নানা জ্যোতি,
চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে।
এসো গো শিরসি সরজোপরে, বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
ডাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে, সদা সিন্ধু রসপায়িনী॥১৮৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কেরে বাম-করে অসিধারা, রুধির পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে শিরধারা, মায়ের চরণেতে শির ধারা॥
এ কি গো তোর জেরের ধারা, প্রাণ-পতিরে প্রাণে মারা,
দেখি যে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা॥
কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা মোচন,
তুই কালি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তেঁই গেল মারা॥১৮৫॥

ষট্‌ভৈরবী—খেমটা।

নব সজল জলদকায়, কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায়।
কপালে সিন্দুর কটিতে সুন্দর রতন নূপুর পায়॥
মৃদু মৃদুহাসি দনুজ নাশিছে রুধির লেপিয়ে গায়।
চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায়॥ ১৮৬॥

সিন্ধু—ঠেকা।

সুরশাখীমূলে ত্রিপঞ্চারে বিহরে কার বামা।
সহাসাবদনা, সুধা পানে সদা মগনা,
কালরূপেদিক্ আলো করে শ্যামা ॥
ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ,
পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতি করে অবিরাম।
চিন্ময়ী নির্গুণ সগুণ রূপ দরশনে হয় অকিঞ্চন সিদ্ধকামা ॥১৮৭॥

বেহাগ—একতালা।

কিরূপ অনুপম মা মহেশ মনমোহিনী।
কলঙ্করহিত পরিণত শত বিধুনিন্দিত বদনী ॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি, রত্ন ভূষণে ভূষণী,
মঞ্জীর চরণে বাজে রুনু ঝুনু মণি মুকুতা গাঁথনী ॥
দশকরা বিবিধাস্ত্র ধরা, সদলে দনুজ বিনাশ করা,
পদভরে কাঁপে ধরা, দেব দেবী দেয় জয়ধ্বনি।
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতী, কে জানে মা তব স্তুতি,
প্রকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ বিশ্বজননী ॥ ১৮৮ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শঙ্করে করে বাস বিবসনা।
কে লোলরসনা, পূরাও কার বাসনা,
জবা দিয়ে পদোপরে কে করে উপাসনা ॥
দনুজ রণে প্রবেশি, নাচে উন্মত্তা বেশী, ঘোরধ্বনি সঘন ঘোষণা।
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট দশনা ॥
যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্যবদনী
বরাভয় যোগে সুরে সান্ত্বনা।
শব অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতি মণ্ডলে,
শবদোলে তাহে শবাসনা।
দাশরথীর দুঃখহারা শিবহার বিভূষণা ॥ ১৮৯ ॥

খাম্বাজ—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মাবিধু,
মনুজ্জা মধুর মুখী মধুর লালসা॥
সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্ম্মনাশা;—
হরিণাক্ষি হরিমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধ্যা
হরি পরিবার সেই যে ভজে দিগ্বাসা॥ ৯১০॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এ শশী কে মসীবর্ণা মুক্তকেশী ত্রিনয়না।
ভালে শশী করে অসি, ষোড়শী দিক্‌বসনা॥
বরাভয় মুণ্ডধরা, রুধির ধারা অধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা ভীমরাবিণী ভীষণা॥
কটিতে কর কিঙ্কিনী, হর উরে একাকিনী,
মুণ্ডমালা বিভূষিণী অতি বিস্তার বদনা॥
হেরিতে সদা ওরূপ, মহিমানাথ লোলুপ,
আহা কিবা অপরূপ কালিকে লোলরসনা॥ ৯১১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি পতিত পতিতপাবনী।
মম জন্ম অনিন্দ্য অবনী, [illegible]হীন পাপ নৈপুণ্য মা প্রসন্নে,
দিয়ে পদ অর্পণে, যদি সাধ পূ[illegible] কর আপনি॥
যদি কর এ দুরাচার, নির্গুণের গুণ বিচার,
প্রচার তবে না কর গো মা শিবসুন্দরী শ্যামা॥
হেতু দাশরথীর ত্রাণ, জীবনান্তে দিনে যেন,
জীবন [illegible] দেন [illegible] ৯১২॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ বসন বিহীনা কেরে সমরে
মদনমথন উরসী রূপসি, হাসি হাসি বামা বিহরে ॥
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন মনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
অস্ত্র শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়সে বিপুল শিক্ষা
ক্রুদ্ধ নয়নে নিরখে যে জনে গমন শমন নগরে,—
কল্যরতি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে ॥ ১৯৩॥

খাম্বাজ—তিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী, ত্রিপুরারী হৃদে বিহরে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাসে সুধা অমৃত ক্ষরে।
ভ্রমি কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত খরশর কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে,—
ও পদ পঙ্কজে বিহরতু মানক, মানস আশ ধরে ॥ ১৯৪ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।
অম্বর করেছে আলো নাচে এলো চিকুরে ॥
বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি
উদয় হয়েছে শশী আসি পদ নখরে ॥
বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নাচে অসুর সংহারী মগ্না হয়ে রুধিরে ॥১৯৫ ॥

বারোয়া—ঠুংরী।

কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ।
রাজারনন্দিনী হয়ে শ্মশানে প্রবেশ॥
এলথেলো চাঁচর চুল, কে দিয়েছে জবাফুল,
কাণেতে নাসিকার ছুল চরণে মহেশ॥
একি দেখি অসম্ভব, পদতলে পড়ে ভব,
নরমুণ্ড করে ধরা লগ্ন কটিদেশ॥ ৯৯৬॥

পরজ—মধ্যমান।

ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি॥
একদিন ঘুমায়ে ছিলাম, স্বপ্নে তারা হারাইলাম,
সেই অবধি তারা নাম যতনে হৃদয়ে রাখি॥ ৯৯৭॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে কালশশী পরম রূপসী।
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী॥
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয় বামকরে মুণ্ড অসি।
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী;—
জয়ী হবে যার বক্ষে, সেই প্রভু শবছলে
পদে মহাকাল কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ দাস, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী॥
যেই শ্যাম সেই শ্যামা অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশী॥ ৯৯৮॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কায নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দেমা, আলোয় আলোয় চলে যাই ॥
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম বিধি মত,
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ॥
জঠরে দিয়েছ স্থান, কোর না মা অপমান,
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥ ৯৯৯ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সাধে কি করুণাময়ী, করি তব উপাসনা।
কাল ভয় না থাকিলে কেহ তোমায় সাধিত না ॥
শুন গো মা আদ্যাশক্তি, করিতে জীবের মুক্তি,
কার হেন আছে শক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না ॥ ১০০০ ॥

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

সে কি পায় শ্যামা সামান্য লোকে।
প্রেমে মত্ত চিত্ত যে ধন ত্রিলোচন রাখেন বুকে ॥
ওমা কালী কালবারিণী, কালের শঙ্কা কেনা রাখে,
তোর ধরবে চরণ ক'র এত জোর, হাত দিবে সে কালের বুকে ॥
অভয়া তোর অভয় চরণ, অধিকারী তার হবে কে।
তুই দিয়েছিস্ মা শিবকে [illegible] স্বহস্তে সনন্দ লিখে ॥ ১০০১ ॥

সিন্ধু [illegible]—[illegible]।

এত কি করেছি [illegible] মা তব শ্রীপদে।
ফেলে ভবাব্ধি অকূলে [illegible] দাও পদে পদে ॥
রচিয়ে ভৌতিক দেহ, অহরহ দুঃখ দেহ,
সংসার মায়ায় গেহ পূর্ণ করেছ বিপদে ॥
কুলাল চক্রের মত, করি মোহ চক্রগত,
ঘুরাইছ অবিরত আর ত না সহে হৃদে ॥
যত না দেহ যাতনা, ডাকিতে মা ছাড়িব না,
মায়ে করিলে তাড়না সন্তানে মা বলে কাঁদে ॥ ১০০২ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তা কি হবে না মার্জ্জনা। (অপরাধ আমার মা)
কত শত হয় বয়ে যায়, মায়ের কোপ থাকে না॥
আমি মা অজ্ঞান শিশু, না দিলি জ্ঞান কল্লি পশু,
সেই কি আমার দোষ, সেত তোরি বিড়ম্বনা॥
ফেলে মায়াময় হ্রদে, কে কোথা সন্তানে বধে,
কার বা সন্তানের প্রতি হয় অকরুণা।
শুন গো পাষাণের মেয়ে, থেক না পাষাণী হয়ে,
ভেকেরে বধিতে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড় না॥ ১০০৩॥

বেহাগ—মধ্যমান।

মন চল ভবের হাটে।
করিব বাণিজ্য কার্য্য শ্যামা মায়ের নিকটে॥
মন বুঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকসান হবে,
এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে॥
মন হিসাব কিতাব, আদি তার, সকলি তারার ভার,
তুমি কি বুঝিবে ভাব,
সম্ভাবনা নাই বটে, ফলিতার্থ যাহা হবে, তুমি কিতা দেখ্‌তে পাবে
তবে দেখ ওরে মন তুমি কেবল চিনির মুটে॥ ১০০৪॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে।
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে॥
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ম্ম ভোগী,
শ্যামা নামামৃত ত্যাগী বিষয় সম্ভোগী হলে॥
অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি,
ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে।
ইন্দ্রিয় বশে ইন্দ্রত্ব, পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত,
পড়ে রবে ইন্দ্রত্ব দশেন্দ্রিয় অবশ হলে॥১০০৫॥

বাগেশ্রী—আড়া

কেন বাঁধা মায়াপাশে, ও অবোধ মন।
নেহার নয়ন মিলি, শ্যামা মায়ের শ্রীচরণ ॥
ই যে হেরিছ ভব, অনিত্য অসার তব, রজ্জুতে সর্পের তব ভ্রম দরশন ॥
বিষয় বিভব বল, সকলি এ হলাহল,
কোথা রবে দেহ বল, মুদিলে এ দুনয়ন।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, যদি চাও তবে নাম,
জপ আদ্যাশক্তি যিনি অনাদি কারণ ॥১০০৬॥

সাহানা—একতালা।

কালী বলনা দিন রবে না, আমার মন ভেবনা ভয় কি।
কালী নাম সত্য যে জানে তথ্য তাঁর বিপত্তি রয় কি ॥
জলধি মন্থনে দেখ পঞ্চাননে হলাহল পানে হল কি।
যে কালী বলে ছিল, তাই তার গেল, নতুবা সে শিব বাঁচে কি ॥১০০৭

খাম্বাজ—তিওট।

কে হরহৃদে বিহরে।
তনুরুচির সজল ঘন নিন্দিত চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীলকমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে মঞ্জু, মুকুতা ফল, রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুর ঘটা নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে ॥
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূচ্ছিত মহীরে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করি রে ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরিয়ে ॥ ১০০৮ ॥

পরজ—মধ্যমান।

কি ধন আছে দিবি গো আমায়।
ভিখারী তোমার পতি অম্বর নাহিক গায় ॥
নাম ধর অন্নপূর্ণ, কি তার রেখেছ চিহ্ন,
তবে কেন গঙ্গাধর ক্ষুধাতে গরল খায় ॥ ১০০৯ ॥

ইমন—আড়াঠেকা।

শঙ্কর উরে বিহরে রণরঙ্গিনী।
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত নিবিড় গুরু নিতম্বিনী॥
বামা, না বাঁধে চিকুর না পরে বাস, ও বিধুবদনে মধুর হাস,
কিবা সৌদামিনী সুধাংশু সহিত মিলিল কাদম্বিনী॥
চরণ তারণ কারণ যন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,
নিতান্ত শ্রান্ত করে কৃতান্ত কমলাকান্ত বন্দিনী॥১০১০॥

ইমন—একতালা।

কার রমণী নাচে সমরে।
বিগলিত কেশ, হাসিয়ে কে সে বর দেয় অমরে॥
দনুজ মারে শমনে, রক্তপিয়ে খগগণে,
নাহি হেরি ত্রিভুবনে এ বামার সমরে॥১০১১॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা, তিমিরবরণা দিগ্‌বসনা।
করে করবাল, কাল শশী শোভে শিরে,
লোলরসনা অতি বিকৃত বদনা॥
অসংখ্য দনুজদল সমূলে বিনাশ হল,
শোণিত হিল্লোলে মহি প্রায় যে মগনা,—
মম হৃদি পদ্মাসনে বিশ্রামহ শ্যামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত বাসনা॥১০১২॥

কল্যাণ—একতালা।

কি হেরিলাম কামিনী।
নহে মানবিনী জ্ঞান হয় ব্রহ্ম সনাতনী॥
চরণ কমলে রুধির লেগেছে, কালজলে রক্তজবা ভাসিছে,
এমন মেয়ে আর কি আছে, চিনিতে না পারি জগত জননী॥
শুন হে রাজন করি নিবেদন, সাধ যদি থাকে রাখিতে জীবন,
ধর গিয়ে শিরে বামার চরণ বামা নয় কালভুজঙ্গিনী॥১০১৩॥

কেদার—আড়াঠেকা।

কে রণ তরঙ্গে উলঙ্গী ভীমভঙ্গিনী।
কুরঙ্গনয়নী নীরদাঙ্গী শবচারিণী ॥
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি মুণ্ড ধরা
প্রত্যঙ্গে রুধির ধারা, নরশির হারিণী ॥
একা রণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে,
বিকট দশন বদনাদি বিস্তারিণী,—
রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন,
দীনে কুরু কৃপা কালি, কলুষনাশিনী ॥১০১৪॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব বিপদভঞ্জিনী,
ভক্ত মন রঞ্জিনী নাচে দৈত্য রণ জিনি।
পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে ভুবনান্ধকার ধ্বনি।
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
কপালে শিশু সুধাকর এলোকেশী উলঙ্গিনী ॥
অসিতা অসি প্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে ত্রাণ এ রণে, নাই রে দাশরথী বাণী ॥১০১৫॥

মল্লারণে—কাওয়ালী।

এলোকেশে কে রণে এলরে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর রঞ্জিত মন তনু মু[illegible] হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী নবরসরঙ্গিনী হাসত ভাষত নাচত বামা
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হত রিপু সমা ॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা
করে করে ধরে তাল, বব ম বম্ বাজায় গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন সুকৃতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে সতত মম মনে ঘোর ভবে পুনরপি গমনবিরামা ॥১০১৬॥

মল্লার—যৎ।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্মকটা ঠেকেছে ॥
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে ॥
দ্রুত চলে আসা টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা যাব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর পদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥১০১৭॥

বসন্ত—একতালা।

ওরে রসনা রসনা বুঝে কেন কুরসে মজেছ ভাই।
ডাক তারা তারা বলে, তারা চিরকালে, আমি যেন তাই পাই ॥
তারানাথ বাণী তারা নাম রস, পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়ে কেন অন্য রসে রস সে রসে পৌরুষ নাই ॥
রসময় বাক্য ভাষ যদি ভবে,
রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথীর অন্তে বিরস ঘটাবে তোর নাকি অন্তরে তাই ॥ ১০১৮ ॥

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

ভাব বসে, মদনান্তক রমণী মম মানসে।
নাহি পর্যাটন শ্রম, প্রেমগন্ধ ভাব কুসুম,
তেজ ধূপ দীপ প্রাণ আছে রে তব পাশে।
সহস্রারা মৃতে পাদ্য অর্ঘ দেহ মন, ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ।
কাম আদি ছয় জন বলির এই নিরূপণ
জ্ঞান কৃপাণে ছেদন কর অনায়াসে ॥
হোমকুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমিধ সমাধি
ব্রহ্ম অগ্নি জ্ঞান তায় মন এই বিধি,
হোতা হও তাজ কর্ম দার্ঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম
আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মন রে হেসে ॥ ১০১৯ ॥

মল্লার—একতালা।

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্ট হাসে দানব নাশে রণ প্রকাশে রঙ্গিনী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘন তনু হেরে কুমুদ বন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব, হইবে জগত জননী॥১০২০॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কার বনিতে ভাসিছে শোনিতে বিকশিত যেন নীল নলিনী।
চরণেরি তল, মার্ত্তণ্ড মণ্ডল, হেরিয়ে উজ্জ্বল প্রফুল্ল পদ্মিনী॥
কত শত শশী, নখরেতে বসি,
দিবা বিভাবরী নিভাতে প্রকাশি,
শসি রাশি নাশি, যোড়শী রূপসী ভুভার হরিতে উদয় মোহিনী॥১০২১॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

জননী হইয়ে করে, ধরেছ মা অসি।
বল তবে কে তারিবে ও গো মুক্তকেশি॥
তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ, শিবের বাঞ্ছিত ধন,
তাই ভেবে ত্রিলোচন হয়েছে শ্মশানবাসী॥ ১০২২॥

দেশ মল্লার—কাওয়ালী।

কেরে অঞ্জন গঞ্জন বরণী।
বামা নিরুপমা মোহিনী॥
কেরে রবিশশী বিশরণ বিজলী ঐ চরণ,
করি অরি জয় করি কটি সুশোভন;
মৃণাল নিন্দিত করে, অতুলনা পয়োধরে,
আশুতোষ হৃদিপরে বিহরে কার কামিনী॥১০২৩॥

দেশমল্লার—কাওয়ালী।

রণে বিরাজ করে কামিনী কার।
এলে সমরে অমরে নাই নিস্তার॥
চরণ চালনে ধরা অধীরা কম্পিত কায়,
অধরে মধুর হাসি রুধির বহিছে তায়,
অসি করে তাহে করে শশী করে মসীপ্রায়,
অঘোর পড়িয়ে পদে ভাবিছে অপার॥ ১০২৪॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

লম্বিত মুণ্ডমাল দন্তিত ধনী মুখ করাল।
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিত ভয়ে মেদিনী॥
দিগ্বসনী চন্দ্রভাল, আসুয়ে পড়ে কেশজাল,
শোভিত অসি করে কপাল, প্রখরা শিখরনন্দিনী।
চারিদিকে যত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কলুষখণ্ডিনী॥১০২৫॥

দেশ মল্লার—মধ্যমান।

শবোপরে নাচে শ্যামা মগনা হয়ে।
লাজেরে দিয়েছে লাজ কেমন মেয়ে॥
ভয়ঙ্করা অসিধরা, মুক্তকেশা দিগম্বরা,
অধরে রুধির ধারা পড়িচে বেয়ে॥
দনুজ নাশে সময়ে, বরাভয় দেয় অমরে,
কাঁপে ধরা পদভরে সদা সভয়ে॥১০২৬॥

খাম্বাজ—জৎ।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীলনলিনী॥
প্রভাত ভানুর আভা, চরণ কিরণ শোভা,
রণশোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী।
দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হরঘরণী॥ ১০২৭॥

খাম্বাজ—একতালা।

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী, কেন মা তোমার এমন বেশ।
সুরহৃদিপরে দিয়েছ চরণ, নাহিক তোমার লাজের লেশ॥
দিয়েছ চরণ হরেরি উপর, উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ।
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ, করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ, যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ॥ ১০২৮॥

পরজ কালাংড়া—আড়াঠেকা।

পতিতে তারিতে এত কি কাতরা হলে জননি।
তবে কেন ধরেছ মা, নাম ভব নিস্তারিণী॥
পুণ্য পুঞ্জ করে যারা, নিজগুণে তরে তারা,
নামের মহিমা তারা কোন্ গুণে মা বলাও শুনি॥ ১০২৯।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিধি যা লিখে ললাটে তাই যদি হবে শঙ্করী।
তবে তোমায় মিছে কেন ডাকি গো মা দিগম্বরী॥
যদি হয় নিয়তির কার্য্য, তবে তুমি কিসে পূজ্য,
জানি রাবণের সাহায্য বস তারে কোলে করি॥
পারে না তারে রাখিতে, রাই আছে এ জগতে,
রাবণ মলো সবংশেতে তুমি গেলে মা লঙ্কা ছাড়ি॥ ১০৩০॥

পূরবী—কাওয়ালী।

ভাব কি, ভাবনা মন ভবানীরে।
গেল দিন দীনতারিণী পদ, তরিতে তর না মন ভবনীরে॥
ওরে মন মধুকর, কি কর রে সুধাকর;—
শেখর রমণী নাম সুধা পান কর গান কর
দুস্কর ভাস্কর তনয় ভাবনা যায় দূরে॥ ১০৩১॥

মূলতান—কাওয়ালী।

আপদের আপদ তারিণী পদ।
চিন্ত ভ্রান্ত মন, যে জন যতনে ভাবে তারা পদ
তারা হবে তার আপদ ॥
যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র
ভাবিলে যে পদ ভবসাগর গোস্পদ বোধ
যে পদ সদা শিবের সম্পদ।
দেবের দেবত্ব যখন হরিল দৈত্য, পদ ভেবে পায় অমরে সম্পদ,
যে পদ স্মরণে পরমার্থ কৃতার্থ যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে,
নিরন্তর পদ ধ্যানে দাশরথীর কর মতি নিরাপদ ॥ ১০০২ ॥

টৌড়ী—কাওয়ালী।

মনমথ মথন মোহিনী।
পরিণত কলানাথ শত নিন্দিত হসিতবদনী ॥
শতদল জিনি তব চরণ দুখানি, সাধকজন মনোরঞ্জিনী,
অপার সংসার পারাবার দুস্তার তারিণী ॥
প্রণতপালিনী প্রপন্ন জনগণ সহায়িনী;
পার্ব্বতী প্রকৃতিপরা পরমানন্দদায়িনী পরম ঈশানী ॥
শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুপথ গত,
সদা অকিঞ্চন মন মা হয় যে ভীত,
দুর্জ্জনে তোমা বিনে উদ্ধারে কে তারিণী ॥১০০৩॥

টৌড়ী—কাওয়ালী।

কলুষ বিলাশিনী কালী।
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালি ॥
কখনো বা করে অসি কখনো মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালী ॥
হইয়ে বামনরূপ ছলে ছিলে বলি,
রাম অবতারে মাগো রাবণ বধিলি ॥
প্রকৃতি পুরুষ তারা দুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয় মা তুমি সকলি ॥১০০৪॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

জয়দে মাতঃ জগদম্বে জননী, যোগেশ রমণী জয়া জগদানন্দকারী।
মোহিনী জগজ্জন প্রসবিনী, মা যমযন্ত্রণা বারিণী, যোগমায়া জগদীশ্বরী
মা যশোদানন্দিনী যশপ্রদা যোগেন্দ্রাণী,
জীবের জীবাত্মারূপা যজ্ঞেশ্বরী
জগদ্ব্যাপিণী জলদরূপিণী জাহ্নবী,
জীবের জনমবারিণী, জগততারিণী জহ্নুকুমারী ॥১০৩৫॥

মেঘ—ঝাঁপতাল।

করালবদনা কালী, কালভয় নিবারিণী।
চতুর্ভুজে রক্তবীজে বিনাশহ মহেশানি ॥
প্রবল হইল দৈত্য, বলে নিল স্বর্গ মর্ত্ত্য,
সুরাসুর রণে মত্ত নাহি কহে ধরণী ॥
এমা গুণাতীত গুণ তব, ভেবে ভব পরাভব,
অসম্ভব গুণ সব পুরাণেতে শুনি।
সেবিয়ে ও অভয়পদ, ব্রহ্মা পেলেন ব্রহ্মপদ,
পেয়ে পদ ত্যজে মদ, শবরূপ শূলপাণি ॥১০৩৬॥

ছায়ানট—তিওট।

এমা কালিকে কালভয়নাশিনী।
কালবারিণী মহাকাল মোহিনী ॥
করাল বদনা বিকট দশনা,
লোল রসনা, আর রুধিরে মগনা,
বামা শবাসনা তারিণী ত্রিনয়না বিবসনা
ঘোরবরণা ঘনগভীর নিনাদিনী ॥১০৩৭॥

সাহানা—যৎ।

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কায কি বারানশী তায় ॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কে বা পায়।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিবে পড়েছেন রাঙ্গা পায় ॥১০৩৮॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মেয়ে হয়ে রণসজ্জা লাজের মাথা খেয়েছে কি।
ছি মা, ও মা একি গো মা এমন মেয়ে দেখেছ কি॥
বাম হাতে অসি ধরা, দন্ত জিহ্বা বাহির করা,
নর করে কটি ঘেরা কপালে উঠেছে আঁখি॥
একি অসম্ভবা মেয়ে, পুরুষের বুকে পদ দিয়ে,
নাচিতেছে থেয়ে থেয়ে আর কি রেখেছ বাকি॥ ১০৩৯।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হের কৃপা নয়নে তারা সাধন হীনে।
কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে॥
পাতক দেখিয়া ভারি, ভয় করোনা ভয়ঙ্করী,
কৃপাবিন্দু শুকাবে না কণিকা দানে॥
কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষনাশিনী তুমি,
তাই মা তারিতে হবে দুলালে ভণে॥ ১০৪০॥

খাম্বাজ—একতালা।

তারা কে পারে তোমায় চিনতে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা কটাক্ষে পার মা ত্রৈলোক্য জিনিতে
আমি দীন দুরাচার কি জানি বলনা,
ভবে এসে সাধন হলনা হলনা; তোর না ছলনা কি দিব তুলনা,
দনুজ দলনা ভুল না ভুল না বসিকে অন্তে॥ ১০৪১॥

মূলতান—একতালা।

কার না চাকরি কর।
ওরে তুই বা কে তোর মনিব কেরে হলি কার নফর॥
মহছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর,
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি কর্জ্জে জমা ধর॥
দীন রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটি সার
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর॥ ১০৪২॥

কানাড়া—ঝাপতাল।

কেও ললনা, নলিনী বদনা, দানবদলনা, বল রে আমায়।
মরি কি মাধুরী, যেন স্বর্ণগিরি, রবি শশী হাসি, পতিত পায়।
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ প্রভা, নীল নব ঘনে চপলার আভা,
কপোল কমলে, অনিল হিল্লোলে, অলঙ্কার ছলে, মধুপ ধায়।
রাজে মৃগ রাজে সাজে অপরূপ, সময় অলকে সুধায় লোলুপ,
ঘোর ধ্বনি, কাঁপিছে মেদিনী, চরণে বিপিন স্মরণ লয়॥ ১০৪৩॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি।
[illegible] বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি কারে দাও রাজত্ব পদ মা।
কারে কর অধোগামী।
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র, সংসারের সার তুমি॥ ১০৪৪॥

গারা ভৈরবী—একতালা।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত জগত জন।
রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা, সদা নিয়ম করে পালন।
সংসার খেলনা দিয়ে সুত জনে,
ভুলায়ে রেখেছ (মা) মোহিত করিয়ে; তুমি দিতেছ যে খেলা,
আমি খেলি মা ভুলেছি, বুঝিতে নারি খেলা নিত্য মন।
ইচ্ছাময়ি! তব ইচ্ছার নাহি [illegible], কিছু না জানিনা মা তব মহিমায়;
[illegible] নিয়ে যাও যে পথে, আমি নাহি জানি সে পথে, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ॥

পরজ—একতালা।

মা শিব[illegible]দেবী।

শুভকারিণী ত্রিতাপহারিণি। নাম নিলে ভবসিন্ধু তরি॥
অনন্ত্যারাধ্যে প্রধানা শক্তি, তুমি বিনা জীবের কে করে মুক্তি,
যে করে ভক্তি শিবের উক্তি, সেই পায় পদ জগদীশ্বরী॥ ১০৪৬॥

আলাহিয়া—একতালা।

শ্যামা! শিব মনোমোহিনী॥
তুমি থাক মা অন্তরে, সদানন্দ ভরে, (ওগো!)
সারদে শুভদে জয়দে জননী॥
ওগো কুলকুণ্ডলিনী! কালভদ্রা স্বরূপিনি,
কালভয় ভুজঙ্গিনি! কাল সঙ্গিনি,—
যন্ত্রীরূপা তুমি শরীর যন্ত্রে, সত্ব রজ তম ত্রিগুণ তন্ত্রে,
ঘোর ভ্রান্তে না পারি চিন্তে, ওগো অচিন্ত্যরূপিনি? ॥ ১০৪৭॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

শঙ্কর, সুরেশী শুভঙ্করী সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী সুরশরণী॥
শিশু শশধর শির সুশোভিনী, শরণাগত জনে সকল সম্পদদায়িনী।
সিংহবাহিনী শূল শক্তি ধারিণী, শত সৌদামিনী জিনি সুন্দর,সুন্দররমণী,
সারদা সুখদা সদানন্দ স্বরূপিণী,
অকৃত অকিঞ্চনে সদয় হও নিজগুণে শিবে শমনদমনকারিণী॥১০৪৮॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

শৈলসুতে স্মরহর দয়িতে মা।
শিশু শশধর শিরসি শোভিতে, শমন সদন গমন বারণ,
কারণ স্মরণ তোমার মা॥
সুরাসুরে শুভাশুভদায়িনী, শিবে,সাধক শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনী,
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সুন্দরী শঙ্করী অকিঞ্চনে, তার মা॥ ১০৪৯॥

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা।

শঙ্করী ভগবতী মা গ তদাহিনী।
ভব তারা ভবদারা বিশ্বজননী॥
ত্বং হি অনাদ্যে নিত্যানিত্যে মহাবিদ্যে,
কে পারে তোমায় আরাধ্যে দুঃসাধ্য সাধিনী॥ ১০৫০,

পরজ মধ্যমান।

মা তুমি সর্ব্বঘটে।
বিশ্বরূপে বিরাজিছ তিলকান্তি কড়া বটে॥
যে দিকে যখন যাই, যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই বিরাজিত বিশ্ব পটে॥
কিবা জলস্থল, কি অনিল কি অনল,
তোমারি রূপ সকল অখিল সংসার॥
কি ভূধর জলচর, খেচর কিবা ভূচর,
তুমি সকলে বিচর চরাচর চারু মাঠে॥ ১০৫১॥

ললিত—লাড়াঠেকা।

কি কুহক তারা তোমার ত্রিলোকে কেহ না জানে॥
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে যে থাকে ঐ সন্ধানে॥
দ্বিধা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উক্তি,
ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি অনৈক্য হয় ভ্রান্তি জ্ঞানে॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি,
কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে শ্রীরামদুলাল পানে॥ ১০৫২॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না কি বলে ডাকি তোরে।
কখন শঙ্কর বামে কভু হর হৃদিপরে॥
কখন বিশ্বরূপিনী কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে॥
কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,
কভু কুল কুণ্ডলিনী, চতুর্দ্দল বিম্বোপরে॥
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা বলে মা গো ঐ অভয় চরণ পাবার তরে॥ ১০৫৩॥

আলাইয়া—ঢিমে তেতালা।

রণে কে নীলবরণী চেন উহারে।
কে হরে বিহরে, বুঝি হরের মহিষী
হাসিতে হাসিতে আসি অসিতে নাশিতে অসি প্রহারে॥
নিতান্ত মরি বুঝি সদলে, কৃতান্তদলনী বুঝি দনুজ দলে,
ত্রিপথ প্রভৃতি শতদলে চরণ পূজিছে অমর দলে॥
সবে জীবন আপনারি, চিন্‌তে নারি এবে নারি
জীবনারি জেনেছি ব্যবহারে॥ ১০৫৪॥

আলাইয়া—একতালা।

বামারে কেউ পার রে চিন্‌তে।
এর সনে রণ মরণ চিন্তে,
মদন নিধনকারী ত্রিপুরারী শরণ লয়েছে চরণোপান্তে॥
বামার একি অসম্ভব ভাব দেখি, ক্রোধে রক্তজবা প্রভা তিন আঁখি
ঊষাকালে যেন হাস্যমুখী চপলা খেলিছে বিকট দন্তে॥১০৫৫॥

আলাইয়া—একতালা।

কে শবোপরে রূপসী বিহরে মুখমণ্ডলে জগৎ আলো করে।
কালী কি কমলী রাধা চন্দ্রাবলী অনুমান নাহি হইল রে॥
অনঙ্গ ঝলকে চপলা ঝলকে, নাসা নলকে মরি গো মরি গো ঠমকে
মরাল ধমকে কটি হেরি হরি ভুলিল রে॥
কুবলয়দল নিন্দি নয়ন, গৃধিনী-গঞ্জিত যুগল শ্রবণ,
দশন দাড়িম্ব দম্ভবদন, হাসি ফাঁদে সুধা ঢালিল রে॥
অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণে দেরে জবাঞ্জলি,
শিবুর পাইবি মন তোরে বলি, ভব ভেবে পাগল রে॥১০৫৬॥

গৌরী—কাওয়ালী।

রণ তরঙ্গে রঙ্গিণী (কে ও)
নাহি লাজ কি সাজ, রমণী হইয়ে কেন শবাসনা বিবসনী॥
মায়ের রুধিরাক্ত নেত্রতারা, নীলাঙ্গে রুধির ধারা,
পদভরে কাঁপে সদা অধীরা ধরণী॥ ১০৫৭॥

মুলতান—কাওয়ালী।

কি ধন তোমারে দিতে পারি।
নয়ন মুদে দেখলাম ও মা ব্রহ্মাণ্ড তোমারি॥
কি দিব মা রত্নধন, রত্নাকর তব দাস,
স্বর্ণ কাশীপুরে বাস অন্নপূর্ণেশ্বরী॥
কে বলে ভিখারী হরে, কুবের যার ভাণ্ডারী ঘরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু যার দ্বারে চরণ ভিখারী॥ ১০৫৮॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ মেয়ে সমরে এল কে, হবে ত্রিলোকপালিকে।
মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা মুনি মনোলোভা নবীন বালিকে॥
মরি হায় কি রূপসী, বয়সে ষোড়শী,
বিগলিত কেশী মন্দ মন্দ ভাষী তাহে মাখা হাসি,
প্রকাশিত শশী করে ধরে অসি, অসুর বিনাশিকে॥
মায়ের চরণকমলে কত মধুকরে, গুন্ গুন্ স্বরে মধুপান করে,
বলে রামকুমার দেখরে আমারে,
নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে॥ ১০৫৯॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড় গতা শবে।
গদ গদ রসভাবে, বদন চুলায় হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে,
অবিস্তৃতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদে গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে;
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে॥ ১০৬০॥

ললিত বিভাস—ঠুংরী।

কালরূপে রণভূমি আলো করেছে।
সমরে কে কার বালা, নয়ন বিশাল বদন করাল নরশির মালা পরেছে
শিবা সবে ঘোর রবে ঘন নাচিছে,
তার মাঝে মাঝে বামা অট্ট হাসিছে,
চাঁচর চিকুর জাল এলায়ে দিয়েছে,
কমলাকান্তের মন মগন হয়েছে ॥ ১০৬১ ॥

সাহানা—জৎ।

দুখ্ পাসরা নয়ন তারা, তারা ঘরে এসেছে।
দেখ্ সিয়ে প্রতিবাসি! চাঁদের উদয় হয়েছে।
গগণের যত তারা, চন্দ্র ঘেরে আছে তারা,
আমার ঘরে দেখে তারা, তারাও মলিন হয়েছে ॥ ১০৬২ ॥

টোরী—কাওয়ালী।

বিবসনী কার বামা, নব জলধরবরণী শ্যামা।
করালবদনী, ভয়ঙ্করনাদিনী, বিশালনয়নী কে ভীমা ॥
আপাদলম্বিত বেণী, সমরে উন্মত্তবেশী
সদাশিব উরসী নৃত্যতি অবিরামা,—
ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা নির্গুণা অনন্ত গুণধামা ॥ ১০৬৩

সোহিণী—আড়াঠেকা।

নবাভ্র বরণী কার কামিনী, নাচে উলঙ্গিনী?
বিকট অট্ট হাস, নাহি লাজ ভয়লেশ,
একি বেশ এলো কেশ, রণ উন্মাদিনী?
নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ! যুদ্ধে নাহি কাজ,
বুঝি হবে সর্ব্বস হারিনী;—কহে অকিঞ্চনে, কি ভাব রে দৈত্যগণে
যে ভব ভাব মনে, সেই ভবভাবিনী ॥ ১০৬৪ ॥

পরজ—কাওয়ালী।

কার বামা রণে নাচিছে॥
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে।
একে ও নীরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দী সলিলে যেন জবা ভাসিছে॥ ১০৬৫॥

পরজ—কাওয়ালী।

কামিনী যামিনী বরণে রণে। (এল কে ?)
এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দীন রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিরে ভয় ?
অনায়াসে হবে জয়, জীবনে মরণে রণে॥ ১০৬৬॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

ভুবন মোহন কামিনী।
বিহরে সমরে, অসিত বরণা অসিধারিণী।
আসবে অবশ অঙ্গ, শবোপরে করে রঙ্গ,
মুক্তকেশী দিগম্বরী শঙ্করী রণরঙ্গিণী।
তার চরণতলে মৃগরাজ, বিপরীত তার কাজ,
দশন নখরাঘাতে বিদরে দনুজসমাজ ;—
তার সঙ্গিনীগণ যোগিনী মেঘে যেন সৌদামিনী,
নাচিছে হাসিছে গ্রাসিছে ভ্রমেও নাহি লাজ ;—
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, গভীর গর্জ্জন করে,
ভুবন কাঁপে ডরে থর থর প্রলয় সময় জানি॥ ১০৬৭

আড়ানা - ঢিমা তেতালা।

নিন্দি ঘোর ঘন ঘন ঘটা বরণী ?
উলঙ্গিনী কার কামিনী ?
বাম করে অসি ধরে, অসুর বিনাশ করে,
শ্মশানে মগনা কে সমরে! হুহুঙ্কার রবে সদা কাঁপাইছে মেদিনী॥১০৬৮

আলাইয়া—চিমে তেতালা।

কালী আমারে কি কালের হাতে সঁপিলে।
কালে শাপ হানিলে এমা, কৃতান্তের নিতান্ত পণ,
লয়ে করিবে গমন, নাহি মানে নিবারণ বুঝালে।
কালভয় কি করি বলনা, এমা কাল গেল কাল এল,
কালাকাল সে মানে না,
কালীর নাম সাধন তখন হবে না, শুনালে শ্রবণে শুনতে পাবে না
যখন অন্তিম সময় হবে, শ্মশানেতে লয়ে যাবে,
তখন আমি কারে ডাকব মা বলে॥ ১০৬৯॥

আলাইয়া—একতালা।

মরি হর হৃদয় রাঙ্গা পায় কে দিয়েছে জবা।
যেন কনক অচলে অরুণ প্রভা॥
পূজিল চরণ সেই বিশারদ, তাহারি হৃদয় হরের সম্পদ,
এ ভব সাগর বিপদ গোষ্পদ মোক্ষপদ তার দুর্লভ কিবা॥
ভাগ্যে থাকে যদি পাব দরশন, ভবানীতি বাণী ভুলনারে মন
শ্যামা চরণের স্পৃহা কেমন চকোর চন্দ্রিমা সুধারি লোভা॥ ১০৭০

টৌরী—কাওয়ালী।

মন মিছে মায়ায় ভুলনা।
হলনা সাধনা, একি তব বিবেচনা
পাইয়ে অনিত্য দেহ নাহি ধনে বাসনা॥
বাল্যাদি যৌবন কাল, ক্রমান্বিলায়ে গেল,
নিকট হইল কাল ভেবে দেখনা,—
তথাপি চঞ্চল চিত্ত না হল চেতনা॥
ভবসিন্ধু তরিবার, উপায় নাহিক আর,
বিনা শ্যামা মায়ের শ্রীচরণ সাধনা।
অতএব অবিশ্রাম, মুখে বল কালী নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম দ্বিধা ভেবোনা।
অন্তে পাবে মোক্ষধাম রবে না ভব যন্ত্রণা॥ ১০৭১॥

মূলতান—একতালা।

মজ মজ অভয়া পদে, যদি পার পাবে ঘোর ভয়াপদে।
শমন দমন ঐ শ্রীচরণ ভাব মন নিরাপদে॥
যে পদ বিভব, ভাবে ভাবে ভব, ভাবিলে ভাবেতে ভাব অসম্ভব,
অভাবের অভাব সব হয় সুলভ সম্পদ পদে পদে॥
বল বল করি বঙ্গরে রসনা, শ্যামা বিবসনা শিবে শবাসনা,
শবাসনা করি তব উপাসনা, অঘোরে বরদে বরদে॥১০৭২॥

কালাংড়া—একতালা।

বিহরে রণ মাঝে। (রণরঙ্গিনী শ্যামা)।
রতন নূপুর, বাজে সুমধুর, হরহৃদি সরোজে বিরাজে।
গজ বাজি ধরি, বয়ানেতে পূরি, নিরাসে দারুণ সমরে;
সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী, রণজয়ী মাদল বাজে।
নব জলধর, বরণ সুন্দর, ধরণী লম্বিত চিকুরে;
কমলাকান্তের মন মধুকর মগন চরণ সরোজে॥১০৭৩॥

ললিত বিভট॥

ও কার রমণী সমরে নাচিছে?
দিগম্বরী দিগে হরোপরি শোভিছে।
তনু নব ধরাধর, রুধির ধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমো রাশি, রাশি নাচিছে,—
কহে কবি রামপ্রসাদে কালিকা কমলপদে,
মুক্তপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥১০৭৪॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তাইতে আমার মন, কালবরণ ভালবাসে।
ত্রিগুণে তিমিরে শ্যামা, তিমির নাশে অনায়াসে।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে, বিহরে যে ত্রিভুবনে,
ব্রহ্মচারী দীপ্তকারী মন! ছেড়ে দাও আমার পাশে॥১০৭৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

আর কত ঘুমাবি কুল কুণ্ডলিনী, মূলাধারে।
জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ জাগ সহসা রে॥
আমায় দিয়ে মায়া নিদ্রা, মা তোমার কি কপট নিদ্রা,
আমার আগত যে মহানিদ্রা অজপা ফুরাইবারে।
কিবা রাত্রি দিনের বেলা একি ঘুম তোর দিনের বেলা,
আমি কাল ভয়ে গিরিবালা মা মা বলে ডাকি তোরে।
এ মা মাধব অভিলাষী, আশী লক্ষ ভ্রমি আসি,
আমায় মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, যেন আর না আসি এসংসারে॥ ১০

ললিত—তিওট।

শঙ্করে পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল।
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল;
ক্রুদ্ধা মানস উদ্ধ শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।
নিগম স ঋ গ ম, পধ পধ পধ, অবয়ব খর্ব্ব মণ্ডল ভাল;
তাতা থেই থেই দ্রিমিকি দ্রিমিকি, ধা ধা ডঙ্ক বাদ্য রসাল।
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি! রক্ষ মম পরকাল;
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বরাহ কাল করাল॥ ১০৭৭॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন কারো ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশ মণি যে, অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন করিওনারে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে বাজিকরে চিন্‌লে না যে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ ১০৭৮

ভৈরবী—একতালা।

ব্রহ্মাণী বাণী ভবানী সে বাণী বলনা রসনা অনিবার।
ভব তরিবার তরণী তারিনী চরণ স্মরণ কর সার॥
মন তারা তারা বল, বল পাবে হবে সম্বল পথ চলিবার॥
নিত্য ধন ত্যজি অনিত্য আশ্রয় কেন পাপচয় কররে সঞ্চয়,
দারা সুতচয় পথের পরিচয়, পরিণামে বাদী পরিবার।
ভয় নিবারণ অভয় চরণ, চরণ অভয়ার।
ভবভয়ে ভীত হইয়ে, আশ্রিত দাশরথী শ্রীচরণে চায়। ১০৭৯।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভুবন ভুলাইনি গো ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য নিনাদিনী॥
শরীরে শরীরী যন্ত্রে, সুষুম্নাদি এয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তাল মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত সুরভেদিনি॥
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী,—
শ্রীনন্দকুমার রায়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
ভব তত্ত্ব গুণ এর বাসীমুখ আচ্ছাদিনী॥ ১০৮০॥

গৌর সারঙ্গ—তিওট।

শিবে শবাসনা।

লজ্জারূপা নাহি লজ্জা, মেয়ে হয়ে রণসজ্জা, একি বিবেচনা॥
অভয়ে সভয় করে, সতী নিজ পতি পরে রুধিরে মগনা॥
কহিছে গোপীমোহনে, ঐরূপ পড়ে মনে,
বামা ত্রিলোচনা॥১০৮১॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ॥

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে, জগদ্ধাত্রী দুর্গা বিহরে।
চরণ কমলে প্রতি দলে, শশী নখছলে,
হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে ॥
পরিণত বিধুশত নিন্দিত বদনী,
বিচিত্র বসন কিবা উরগ পরিধিনী,
কুসুমরচিত চঞ্চল চিকুর বেণী, দোলনে স্মরহর মনহরে ॥
বিবিধ রতনভূষণে চতুর্ভুজ সাজে,
ঘুঙ্গুর নূপুর পদে কি মধুর বাজে,
প্রসন্ন হইয়ে গো গিরিজা এইরূপে,
কর স্থিতি অকিঞ্চন হৃদয় মাঝারে ॥১০৮২॥

যোগিয়া—ঢিমা তেতালা।

মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমল দল, নিন্দিত চরণতল,
শশধর নিকর নখররূপে প্রকাশিল ॥
রতন নূপুর সাজে কটিতটে কিঙ্কিনী বাজে,
বিরাজে যোগিনী মাঝে করি কুতূহল,
মৃদুহাস সুধাভাষ, সুর নর ত্রাস নাশ,
এই অকিঞ্চন আশ দেহি শ্রীচরণে স্থল ॥১০৮৩॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর বামবিধু বামেতর তরণী,
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী ॥
শবশিব শিরে মন্দাকিনী রাজিত, ঢল ঢল উজ্জ্বল বরণী,
উরোপরি যুগপদ রাজিত কোকনদ সুচারু নখর নিকর সুধাধামি
কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাকুরু হরমোহিনী।
গিরিবরক ন্তে নিখিল শরণো মম জীবন ধন জননী ॥১০৮৪॥

গায়ত্রী।

ভাব সেই পরমেশ্বরী।
ভবে ভ্রান্ত হয়ে ভুলনারে মন ॥
প্রভাতে বালিকাকৃতি, আদিত্য মণ্ডলে স্থিতি,
রক্তবর্ণা পরমা কুমারী,—
মধ্যাহ্নে যুবতী রামা, শ্যামবর্ণা নিরুপমা,
সায়ং বৃদ্ধা নিতাঙ্গিনী নারী ॥
ব্রহ্মরূপা নাভিমূলে, বিষ্ণুরূপা হৃদকমলে,
ললাটে হয় শিব ত্রিশূলধারী ॥
সহস্র দল কমলে, পরং ব্রহ্ম বেদে বলে,
নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী ॥
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের বাণী, নিশুম্ভ শুম্ভনাশিনী,
শম্ভু মনোহরা শাকম্ভরী,—
বাঞ্ছিতপদ, সুধাপংক্তি কোকনদ, বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী।

লগ্নী ভৈরবী—যৎ।

হারে! উন্মত্তা ছিন্নমস্তা এরমণী কার।
লোহিতাঙ্গ নগণা মগণা রক্তে তার ॥
নিজমুণ্ড এক করে, আর করে অসি ধরে,
অস্থি মুণ্ড মালা পরে, বিবসনা ভীমাকার ॥
কামে রতি কামে মাতি, বিপরীত রতারতি,
তদুপরি সে মুরতি বিকৃতি আকার ॥
আর এক চমৎকৃত, কণ্ঠেতে শোণিতাবৃত,
সে তনু হতে সঘনে, প্রবল বেগ ধারণে,
ধাইছে উর্দ্ধপানে রুধির ত্রিধার ॥
একধার নিজে পিয়ে, দ্বিধার যোগিনী পিয়ে,
বুঝিতে নারি ভাবিয়ে এ কেমন ব্যবহার ॥
যে শক্তি ধরে সে শক্তি, বলিতে কার আছে শক্তি,
নাহি হেরি হেন শক্তি ত্রিভুবনে আর,
ভক্তি মুক্তি গতি নর পায়, জ্ঞানহীনে কিসে তা পায়,
ভব পায় কিসে পায় বিনা কৃপায় নিরুপায় ভুবনে পার ॥১০৮৩॥

গারা ভৈরবী - বৎ।

মন! তুমি একাল দেখে, সাধনায় কি পেলে বল।
কাল রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল।
ছিল রামা কার ঘরে? কেমন করে আন্‌লি ওরে?
কাল নয় পূর্ণিমার শশী, হৃদয় মাঝে করে আলো।
অরুণ যেমন প্রভাত কালে, তেম্‌নি মায়ের চরণতলে,
দ্বিজ শম্ভু চন্দ্র বলে, (ও পদে) জবা দিলে সাজে ভাল ॥১

আলাইয়া—খেম্‌টা।

নবীন নীরদ বেশে, সেজেছে কার কামিনী?
বাম করে অসি ধরে, রণমাঝে উলাঙ্গিনী।
নাচিয়া নাচিয়া রণে, নাশে সদা দৈত্যগণে,
সে যে চামুণ্ডা প্রচণ্ডা মূর্ত্তি, সাজে কালরূপিনী।
রূপের নাই অন্ত, দেখে হয় ভ্রান্ত, দেখ অনেকে অনন্তরূপ
ক্ষণে হয় দিগ্বসিনী; চতুর্ভুজা হয় রণে, কৃষ্ণকুমার ভণে,
তাহার ভয়ঙ্কর রূপ নেহারি, কম্পিত হয় মেদিনী ॥১০৮৮॥

পরজ—আড়াঠেকা।

হের মহারাজ! নারী দনুজ দলে।
জ্ঞান হয় রবি শশী, দীপিছে পদকমলে।
এলান চিকুর জাল, গলে শোভে মুণ্ডমাল, শিরে শোভে অর্দ্ধ
করতলে করবাল—নারী কি হবে যক্ষিনী ইন্দ্রানী কিবা
মায়াবিনী কুহকিনী, একাকিনী রণস্থলে ॥১০৮৯॥

সোহাগ—আড়াঠেকা।

নাচে কার রমনী রণে।
নিবিড় নীরদ রূপ হেরি নয়নে।
সর্ব্বাঙ্গ শোণিত ধারা, পীনোন্নত পয়োধরা,
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা, শব বাহনে।
কোটরাক্ষি লম্বোদরী, শুষ্ক মাংসা ভয়ঙ্করী, দেখি গে
নারী ত্রাসে মরি রুধির ঝরে বদনে ॥১০৯০॥

মূলতান—একতালা।

শবাসনে বিবসনা কে রমণী সমরে ?
যোগিনীগণ বেষ্টিত, মগনাঙ্গ রুধিরে।
নরাস্থি কঙ্কালে পূরিত খর্পর, বাম করে ধরে সাপটি শঙ্কর,
সুধা বোধে সদা পূরেছে উদরে, লোল রসনা অধরে।
দেখ রে মেয়ে সামান্যাও নয়, ধূমাবতী যেন ধূসরিত কায়,
অনুচরগণে প্রসন্না সদা, প্রমথেরে ডাকে আদরে ॥১০৯১॥

গৌরী আড়াঠেকা।

কে এল বলরে কার কামিনী ?
এলোকেশে কে সে রণরঙ্গিনী।
রেখির করে ধরি, খরধার অসি ধরি, নৃত্য করে নৃমুণ্ডমালিনী।
টিবেড়া কোটি কয়, বরাভয় কর, ভয়ঙ্করী দিগম্বরী দিগম্বর মোহিনী
তীক্ষ্ণ অসিতে, অসুর নাশিতে, এল এলোকেশী অসুরনাশিনী।
সুরাসুর নর করে, সে পদ সাধনা; ওমা শবাসনা!
উমানাথের বাসনা, সেই শ্রীপদ দুখানি ॥১০৯২॥

কালাংড়া—ঠুংরী।

পারিনা পারিনা চিনিতে অচিন্ত্যরূপিণী, বামা কার।
নিরখি পদ পল্লব হরেমন অন্ধকার ॥
কিবা অতুল বরন, নিন্দি তরুণ অরুণ,
রক্তবস্ত্র পরিধান গলে গজমতি হার ॥
লম্ফ করি করী অরি, আরোহণ করি করী,
ক্রোধ করী কর কুম্ভ করিছে বিদার,—
তদুপরি সরসিজে, হরিষে বামা বিরাজে,
আহা কি অপূর্ব্ব সাজে মোহ যায় ত্রিসংসার।
চতুর্ভুজা সুনির্ম্মাণ, শঙ্খচক্র ধনুর্ব্বাণ,
ধারণ করেছে চারি করে তার,—
যদি হবে জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতা জগৎকর্ত্রী
তবে কোন ভুবন প্রতি দিলে এত দুঃখ ভার ॥১০৯৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শ্যামা বামা রণে কে।
তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকর মণ্ডল বদনী রে,
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজবাজী বয়ানে পূরে,
দনুদল প্রবল, সকল হ'ত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী, ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী
লঙ্ঘে গগন, ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়নপলকে ॥
ভীমভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছে সেতু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী বালিকে ॥১০২৬॥

ত্রিলোক কামোদ—একতালা।

কে ওরে রমণী ভুবন মোহিনী?
রূপের ঝলকে, ত্রিলোকে আলোকে মহাকালী মহাকাল বরণী।
রক্ত কোকনদ লোহিত লোচনা, এলোকেশী সুলোচনী বিবসনা,
হসিত আননা বিকট দশনা শবশিব করা শ্মশানবাসিনী।
অঞ্জন গঞ্জন বরণী প্রখরা আস মাংসাহারা ভীমা ভয়ঙ্করা,
ললিত শরীরা হরদারা তারা আনন্দা বরদা রবিশশী নয়নী ॥ ১০২৫ ॥

গান্ধার—একতালা।

ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভে তারিণী।
পদযুগল বিচিত্র তরণী ॥
যদি হবি পার, এ অপার সংসার পারাবার, কর সার চরণ দুখানি
ওরে মূঢ় মন শুন, বলি তোমায় পুনঃ পুনঃ বৃথা কেন ভ্রমিছ অবনী
অকিঞ্চনে বিস্তর বিচার করে, নিস্তার তারা কর্ণধার স্বরূপিণী ॥১০২

ভৈরবী—একতালা।

দীনতারা ভবতারা ভবদারা গুণালাপে দিন হর রে।
স্মর করেরে শমন ভবন, গমন বারণ কারিণী তারিণী,
ত্রিতাপ হারিণী যে তারিণী পদ তরণী বিপদ সাগরে॥
আপনি আপন এপণ স্বপন, বৃথা আলাপন ছাড়রে,
সদা ধর ধর গঙ্গাধর প্রিয়ে ধরাধর মেয়ের, গুণ অধরে॥
ত্যজ মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ, কররে স্মরণ জননী চরণ,
জন্মিবে সুখ জনম বারণ, বারম্বার জঠরে।
সঘন সে ঘনবরণী সুরেশ শরণীয় গুণস্মর রে।
লয় কালে, নাহি লয় কালে, কালিদাস বলে দাশরথীরে॥১০৯৭॥

গারা—আড়াঠেকা।

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার,
ভুলে মূল হারায়ে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর॥
ভাই বন্ধু দারাসুত, পরিবার আছে যত,
যাকে অতি ভালবাস সেরূপ ভাব মায়ের।
নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চরে হয় তনু,
সংযোগ হইলে ধ্বংস ভেবে দেখ কেবা কার॥
শ্রীরামদুলাল রটে, সদা কিবা মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘাটে ভাব তুমি সেই সার॥ ১০৯৮॥

ইমণকল্যাণ—একতালা।

তব চরণ দুখানি, অতি বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণবে করিতে গো পার। (মা!)
স্মরণ মনন, তরণী বাহকগণ, শ্রীগুরু চরণ, কর্ণধার।
একান্তে যেই জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার।
ভবাব্ধি কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
তব কৃপা বিনে গতি নাহি আর॥ ১০৯৯॥

খট—একতালা।

মম সুখোদয় যে দিনে উদয় হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার, হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়॥
পবনের যে দিন গতিরোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গ গ্রাসিবে, সিংহেরি হবে শৃগালের ভয়
চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ, ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরণ
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়॥
দিবাভাগে রাত্রি রাত্রিভাগে দিন, জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তিহীন, যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়॥
ভূমিকম্প যে দিন হবে কাশীধামে, সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে
যদি রাজা হই হইব সে দিনে, দীনহীন দ্বিজ নরশ্চন্দ্র কয়॥ ১১০০

প্রসাদী সুর—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
মা জগন্মনোমোহিনী এলোকেশী॥
কালোর গুণ ভাল জানে শুক শম্ভু দেব ঋষি,
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কালবরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী,
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী,
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালরূপে মেশামিশি,
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন কোরনা দ্বেষাদ্বেষী॥ ১১০১॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর কত দুঃখ মোরে দিবি মা জননী তারা।
ভ্রমিতেছি বিষয়ারণ্যে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে হারা॥
দুঃখ কি আমারি তরে, সৃজিলে গো এ সংসারে,
তাই ডাকি জননী তোরে ওমা দুর্গে দুঃখহরা॥ ১১০২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শবারাধ্যে ভবোপরে শোভে ভবভাবিনী।
শ্বেত সরোবর মাঝে যেন নীল নলিনী॥
তরুণ অরুণ জিনি, শোভে চরণ দুখানি,
বালেন্দু নখর শ্রেণী, বিবসনা উলঙ্গিনী॥
উরু তরু রম্ভা সম, নাভি সরোবরোপম,
অসুর নিকর কর কটিতে কিঙ্কিনী॥
কিবা অমৃত আধার, শোভে পীন পয়োধর,
পায় প্রীতি সুরনর যাহা পানবারি—
চারি করে শোভা পায়, অসিমুণ্ড বরাভয়,
রিপুভীতি শূল সদা ভক্তে অভয়দায়িনী॥
করালবদনী বামা, লোহিত লোলরসনা
তীর্থ দশন দশনা, অট্ট অট্ট হাসিনী,
রবিশশী বৈশ্বানর, ত্রিনয়ন শোভাকর,
ভালে সিন্দুর সুন্দর, অর্দ্ধেন্দুধারিনী॥
যুগল শ্রবণ মূলে, শবশিশু যুগ দোলে,
সৌদামিনী সদা খেলে অধর হাসিতে,—
বিমুক্ত কুন্তল রাশি, চরণে পড়েছে আসি,
যেন মত্ত মধুকর ঘেরিয়াছে পঙ্কজিনী,
বরণ নবনীরদ, অতুল শোভা আস্পদ,
সাধকগণ সম্পদ যোগীন্দ্র হৃদয় ধন,—
কালিকে কালবারিণী, ত্রিতাপ পাপনাশিনী,
জীবে মোক্ষ প্রদায়িনী, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিণী॥ ১১০৩॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

জামাই আর নাই মা তোর ভিখারী।
কাশীতে রাজরাজেশ্বর তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।
অন্নপূর্ণা শুনতে সদা, কাশীতে তোর মেয়ে অন্নদা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি সকলে তার আজ্ঞাকারী॥ ১১০৪

ললিত—আড়াঠেকা।

ঘনরুচি এলোকেশী, নাচিছে কে রণে ৷
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে ॥
হুহুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে সৈন্যচয়,
এ বামা সামান্য নয় হয় অনুমানে,—
অব্যক্তা হইয়ে ব্যক্তা, হইবে সুরহিত সক্তা
এরণে জীবিত ত্যক্তা হবে দৈত্যগণে ॥
শ্যামাঙ্গে রুধির চিহ্ন, প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন,
যেন জবাদল ছিন্ন যমুনা জীবনে,—
কিবা হাসির হিল্লোলে, মেঘকোলে তারা খেলে,
ও রূপ হৃদিকমলে স্থাপে অকিঞ্চনে ॥ ১১০৫ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥
তুমি দিচ্ছ দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁজ সকালে,
তোমার অনাম কার্য্য অনিবার্য্য মাপাও যেমন যার কপালে।
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দি ভোলানাথই যাচ্চে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শীলে ॥
তোমার জারিজুরী আমার কাছে খাটবে না মা কোন কালে।
ও সব ইন্দ্রজালে মন্ত্র জালে,, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ।। ১১০৬

পিলু বাহার—খং।

জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়ের দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারে ভাগ্য কিবে,
ও মা দেওয়ান দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথায় রে।
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
তোমায় তারা ডাকে ডাক আমি কাণ নাই বুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে হাড় কালি করিল আমার রে। ১১০৭ ॥

ঝিঝিট—ঠুংরী।

হেরি কি রূপ চমৎকার।
সমুৎপন্না এক শক্তি বীজেতে হুঁকার ॥
জিনি কোকনদ দল, মনোরম পদতল,
হেরিয়ে নখর আলো সুধাকর সুধাকার ॥
লম্বোদরী ত্রিলোচনা, বাঘাম্বর পরিধানা,
মহাঘনবরণা ষোড়শী আকার ॥
এক ক্ষেত্রে প্রভাকর অ র ক্ষেত্রে নিশাকর,
আর নেত্রে বৈশ্বানর কিরণ সঞ্চার ॥
শিবরূপী শবাসনা, লোলজিহ্বা বরাননা,
ফণীরূপে অক্ষোভ্য ঋষি শিরে জটাভার ॥
মুদ্রারূপে ভাল মাঝে, নর অস্থিপঞ্চ রাজে,
ভয় হয় কাহে কাহে দেখে ব্যবহার ॥
শ্বেতপীত নীলরঙ্গে, বিষধর নানা রঙ্গে
বিভূষিত তার অঙ্গে যেন অলঙ্কার ॥
বর্ণিতে সেরূপ সার, ত্রিভুবনে সাধ্য কার,
যার লাগি মহাযোগী শিব শবাকার ॥
মুণ্ডমালা সুশোভিতা, বরাভয় চতুর্হস্তা,
বাম করে নীলোৎপল তদধে খর্পর, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ করে, কৃপাণ ধারণ করে
তারি অধঃ আর করে কাটারী সুধার ॥
ধ্যানে বুঝি হবে তারা, মহাবিদ্যা সারাৎসারা,
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা [illegible] আধার,—
শ্রীগুরুর শ্রীচরণে, মিনতি করে ভুবনে,
দুরারাধ্যে তারাধনে [illegible] হবে তার ॥ ১১০৮ ॥

সাহানা—জৎ।

কিঙ্করে করুনাময়ী ধন দিবি তোমা কি ধন আছে।
সবে মাত্র রাঙ্গাচরণ তাও বাঁধা শিবের কাছে ॥
যদি পেতাম যোগেযাগে, বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে,
নিদ্রা নাই তার ধনের লেগে স্বপনের ঘুম পাড়ায়েছে ॥ ১১০৯ ॥

"এবার কালী তোমায় খাব" উত্তর।

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ওরে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি॥
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভুষো কালী মেখে যাবি,
আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজে কলা যে দেখিবি॥ ১১১০॥

"ডুব দে মন কালী বলে" উত্তর।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,
তোমার হলে পরে জ্বর জারি যেতে হবে যমের বাড়ী।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি,
ও তুই ডুবিস্ নে মন ধর্‌গে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরি॥ ১১১১

প্রসাদী সুর—একতালা।

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্‌বে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল চাপায়ে চৈতন্য ভাটি॥ ১১১২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটন সত্ত মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূর মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই রে মন ভবরোগে মুক্ত হবা॥ ১১১৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভবঘুরে হয়ে রে মন, ভাবলে না ভবাণী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবাণী পদ যদি ভব পারে যাবে॥ ১১১৪॥

"আয় মন বেড়াতে যাবি" উত্তর

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন মন বেড়াতে যাবি।
রো কথায় কোথাও যাস্‌নে রে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি,
ও তুই সুদের ঝোঁকে ডুব্‌তে পারিস্ মাঝ গাঙ্গেতে ভরা ডুবি॥
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
যে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি॥ ১১১৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন যদি মোর ভেয়ান্ করিস্।
ওরে কালীর নাম কাশীর চিনি, বদন খোলাতে চালিস্॥
বর্ণমালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস্।
আর আলস্য তাজিয়ে সদা রসনা তাড়ুতে নাড়িস্॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল চক্রে চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস্।
সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস্॥ ১১১৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

মোরে সদা আঁখিনীরে কত কাল দেখিনি রে।
হেরিব কি আর ভবানীরে, যে উদ্ধারে ভবনীরে॥
পড়ে মায়ার ঘূর্ণজালে, গেল আশাতরি রসাতলে,
মন মাঝি আমায় ডুবালে, হাল ছাড়িয়ে জলে পরে॥১১১৭॥

আলাইয়া—যৎ।

এলোকেশে এমন বেশে কোথা যাও মা জননি।
শিবকে ছেড়ে যাবে কোথা, শিব মনোমোহিনী॥
তুমি মা কৈলাসেশ্বরী, ত্যজিয়া কৈলাসপুরী,
কোথা যাও মা শঙ্করী নিগূঢ় কথা না জানি।
জানি জানি ওমা তারা, সদাশিবের নয়ন তারা,
তোমা ধনে হয়ে হারা, সারা হবেন শূলপাণি॥ ১১১৮॥

পরজ কালাংড়া—একতালা।

এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জান্‌তে পারে॥
গুটি পোকায় গুটি করে, কাটিলে সে ত কাটিতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ কীট আপনার নালে আপনি মরে॥
বিল করে ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে,
যাওয়া আসার দোয়ার খোলা তবু মীন পলাতে নারে॥ ১১১৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরণ ত এড়াবার নয়।
সাধক মরণ কালী যদি স্মরণে মরণ হয়॥
জন্মিলে মৃত্যু আছে, চিরকাল নাহি বাঁচে,
সেই ভয় হয় পাছে ভুলি কালী এ সময়॥ ১১২০॥

খাম্বাজ—একতালা।

সার ভাবে যে তারাপদে।
বিপদে যে জন পড়ে পদে পদে তারে। হরে তারা পদে॥
পলকে যেমন নয়ন ঢাকে, ত্রিলোকে তেমন সে তারা রাখে,
তারা হারা হয়ে যে জন থাকে, জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে বিপদে॥
হরি হরে কাল স্মরি ঐ পদ, শিবের সতত ও পদ সম্পদ,
জীবের সতত হয় আস্পদ, অপার সাগরে ভাবে গোষ্পদে ১১২১

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মন কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর বসে।
জাননা কে অভয়ার অপ্রিয় হয়েছ নিজ দোষে॥
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম, হত ক'রে সে গত জন্ম,
ভেবে না করেছ কর্ম্ম করে ভাবিছ এসে॥
যখন পেলে জন্ম অবনীতে, দুর্লভ মানব যোনিতে,
কেন দুর্নীত হারালি দিন দুর্জ্জন সহবাসে।
সদা করেছ পরানিষ্ট, পরমেষ্ট পরদেবে ছিলনারে দৃষ্ট,
দাশরথী যে পরে কষ্ট, [illegible] না তা মানসে॥ ১১২

মূলতান—কাওয়ালী।

শমন নিকটে গো শঙ্করী।
কি হবে হারাণাম পরিণাম ভয়ান না করি॥
না ভাবি ও চরণ, অন্তিম উচ্চারণ, মূঢ়মতি আমার
তৎস্মরণ বিস্মরণ, বিরণ দিবস বিভাবরী॥ ১১২৩॥

বাহার—আড়াঠেকা।

ত্রিপুরা ত্রিলোক তারা ধরাধরনন্দিনী।
হাস্যযুত পূর্ণেন্দুবদনী হরমোহিনী॥
প্রকৃতির পরা বিশ্বেশ্বরী সুরবন্দিনী,
ভবজলধিচরা বরা ধারাধরবরণী,
দশকরা নানা অস্ত্রধরা, রিপু ভয়ঙ্করা
অক্ষরা অমরানর বরাভয়দায়িনী॥ ১১২৪॥

সিন্ধু—পোস্ত।

না কর গো দুর্গে! ভব দুঃখে দুঃখহরা তুমি।
করিয়ে কুকর্ম্ম অঙ্গ ঢেলেছি তরঙ্গে আমি।
নিত্য ধন না করি তত্ত্ব, নীচ কর্ম্মেতে নিত্য, সাধিলাম অনিত্য অর্থ,
ব্যর্থ এসে কর্ম্মভূমি॥ ১১২৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুর্গে পার কর এ ভবে।
দুখে পাপের ভার, কুব্যাভার তুমি ভার হলে মা, কে আর ভার সবে ॥
রাজন ভাজন কিংবা অভাজন, কে তব অপ্রিয় কেবা প্রিয় জন,
কি সুজন দীনজন কি দুর্জ্জন, স্বজন তোমারি সবে ॥
যা কর মা শমন এল শীঘ্রগতি, দেও যদি মা
গতি গতিকে দেখে দুর্গতি,
নৈলে দাশরথীর গতি অনঙ্গতি দুর্গতি সতত রবে ॥ ১১২৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

ছলনা করিতে মাগো হন্দ ছদ্মবেশ ধরা।
তুমি ছলিতে ছিন্নমস্তা হয়েছ ভীষণাকারা ॥
কে তোমারে প্রণাসিবে, সর্ব্বনাশী তুমি শিবে,
স্বীয় শির কাটে শিবে স্বীয় করে অসি ধরা ॥
স্বরুধিরে অঙ্গধারা, বহে তারা ভবদারা,
ভব ভয়ে জ্ঞানহারা, হয়ে আরাধিল তারা ॥ ১১২৭ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

বুড়ো মেরে কেন খুনের দায়।
বক্ষে চেপে আছ কত কাল, মহাকাল যায় ॥
কণ্ঠাগত প্রাণ হেরি, নয়ন মুদ্রিত করি,
মৃত্যুঞ্জয়ের একি হেরি, মৃত্যুতে না রক্ষা পায় ॥
মুখে নাহি সরে বাক্, তোলো পদ মরে দেখ,
না হয় আমার বুকে রাখ যাবে যাউক এ প্রাণ যায় ॥
দেখে শিবের দুর্দ্দশা, আশু প্রাণের নাই ভরসা,
যে তোমার করে আশা তার কি দশা এই হয় ॥ ১১২৮ ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

কালী কাণা বোবা মেয়ে, সর্ব্বশক্তিময়ী বলে।
না জানি কি গুণে তার, ভোলানাথ থাকে ভুলে ॥
শুনে না দেখে না চেয়ে, কয় না কথা কাল মেয়ে,
নিজ তমোগুণ লয়ে অহঙ্কারে সদা চলে ॥
চিন্ময় পরা প্রকৃতি, যে জানে তারে দেন গতি,
কৈবল্য প্রদানে সতী সত্য ব্রহ্মময়ী মূলে ॥
কেহ কয় অজ্ঞানে উদয়, জ্ঞানে নাশ আপনি পায়,
কেহ কয় জ্ঞানে উদয় সত্য মিথ্যা উভয় মেলে ॥ ১১২৯ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তারা পতনে পেলে ত ছাড় না।
করে পেলে কর তাড়না।
হও নির্দয় হৃদয়, কোনো কালে নও সদয় পাষাণী নাম গেল না ॥
হরিকে ভাসালে জলে হরকে শ্মশানে দিলে,
বিধি কমণ্ডলু নিলে দণ্ডধারী বরুণা।
(ওমা) পিনাকে সাজালে অজশিরে, করী মুখ গণেশেরে,
স্বদেহ মা নর শিরে, ফণী ভূষণ হর শিরে,
রেখে ধার ধনেশেরে হরের ভিক্ষা যোজনা ॥ ১১৩০ ॥

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নি! (এ মা)
ভবানি ভবরাণি, ভবভয় নিবারিণি! ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভারহারিণি,
ত্রিভুবন তারিণি ত্রিগুণধারিণি! ত্রিজন সৃজনকারিণি!
সারদে বরদে সদা সুরেন্দ্র পালিকে, গিরীন্দ্রবালিকে কালিকে!
খগেন্দ্র মনোমোহিনী!—এ শিবে সর্ব্বাণি গিরিজা গীর্ব্বাণি,
নির্ব্বাণ পদদায়িনি!—তারা! এ ভব দুস্তার, দাশরথীরে তার,
ভবার্ণবকারবারিণি ॥ ১১৩১ ॥

রামকেলী—ঢিমা তেতালা।

কি হবে গো তারা! আমার এবার?
আমি দীন হীন ক্ষীণ শক্তি দুরাচার।
বিষয়াবৃত কুপথে এ মন রত, নাহি ভাবে পরমার্থতত্ত্ব একবার;
অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
রবিসুত দূত ভীতি আশু কর পার ॥ ১১০২ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তারিতে হবে মা তারা! হয়েছি শরণাগত।
অনায়াসে তরে গেল, কত পাপী আমার মত।
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়াতে মোহিত হয়ে, বৎসহারা গাভীর মত ॥ ১১০৩ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হল মা দিবা অবসান।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মুদিতে নয়ন।
শুন গো মা ভবদারা, আশা হইল সারা, কৃপা করে দে মা তারা,
ঐ চরণে স্থান ॥ ১১০৪ ॥

মুলতান—কাওয়ালী।

হের মা কাতরে হরমোহিনি!
ডাকি সভয়ে রাখ গো মা অভয়ে! পড়ে বিপদে ডাকি মা
বিপদভঞ্জিনি!
আমি অধম পামর জন, ভজন পূজন হীন, দুস্তারে নিস্তার নিস্তারিণি
স্বকর্মে হয়ে পতিত, রয়েছি হয়ে পতিত,
মনেতে ভরসা পতিত পাবনী;
রাখ সগুণে নির্গুণে ত্রিগুণধারিণী ॥ ১১০৫ ॥

গারা ভৈরবী—একতালা।

জয় দে গো মা কালি।
শিবে সর্ব্বস্বরূপিণি, আদ্যে সনাতনি, অচিন্ত্যাব্যক্ত করালি!
দল বল সব যোগিনী সঙ্গে, মাভৈঃ মাভৈঃ ভ্রুকুট ভঙ্গে।
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলি॥ ১১৩৬॥

পূরবী—কাওয়ালী।

তব স্তুতের অবসান হল গো দিবে।
হে শিবে সঙ্কটনাশিনি! ও পদ কি এ দীন অধমে দিবে?
দুর্ল্লভ নরোদরে জন্ম লইয়ে ও গো ব্রহ্মরূপিণি!
কিছু ধর্ম্ম হল না রিপুধর্ম্মে অধর্ম্মে ভ্রমণ ভবে॥
জনমে নাস্তি মতি গতিপথে গতি, দাশরথির গতি মা কি হবে?—
ভক্ত মানস অন্তরক্ত পাতকে, ও গো মুক্তিদায়িকে,
নাম উক্তি এ মুখে নাহি, মুক্তি কি পাবে পাপযুক্ত জীবে? ১১৩৭॥

ইমন—একতালা।

কোথায় গো মা কালি! ঘুচাও মনের কালি।
অন্তরে যন্ত্রণা সে কালি, বলেছিলাম ভজ্‌ব কালী,
এখন তাতে দিয়ে কালি, বসে আছি মেখে কালি।
ভাব্‌ছি বসে মা ত্রিকালি, হল আমার কি নাকালি?
যেতে হবে আজ কি কালি, চিরজীবি নহে কেহ চিরকালী॥ ১১৩৮॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সেইত তারা তরাতে হবে।
তবে কেন বিলম্ব আর করিছ কি মনে ভেবে॥
ত্বরিত দানে মহাপুণ্য, আমারে কর মা ধন্য,
কে আছে মা তোমা ভিন্ন দুখীর দুখে কাতর হবে॥ ১১৩৯॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

করুণা কর মা গতিবিহীনে।
তুমি কৃপা না করিলে, কে উদ্ধারে এ দীনে।
তুমি মা তারিণী জানি, ত্রিতাপনাশিনী শুনি,
কৃপা কর মা কৃপাণি দিয়ে স্থান চরণে॥
যার আছে পুণ্যফল, তার মুক্তি করতল,
আমি যে যাই রসাতল, পাপের ভার বহনে॥ ১১৪০॥

সুরট—আড়াঠেকা।

তারা কর ভবে পার।
তোমা বিনে অধমের নাহিক নিস্তার॥
পড়িয়ে ভবসাগরে, আছি মা বিপদ ঘোরে,
তোমা বিনে এ সংসারে কে করে উদ্ধার।
নিরাশ্রয়ে এ বল্লভে, দেহ মা পদ পল্লবে,
বল তারা কেবা লবে, আমার এ ভার॥১১৪১॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর নাগী।
ও তার পদতলে পড়ে আছে অদ্ভুত এক যোগী॥
নয়নে না দেখে চেয়ে, ভব আছেন শব হয়ে,
একি অসম্ভব মেয়ে লজ্জা ভয় ত্যাগী॥১১৪২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কে রমণী মহাকালের ঘরে।
অসি ও বাম র বান করে॥
পরবাসে স্ববাসে কি কানন বাসে,
লাজ নাহি বাসে বামা তেয়াগিয়া বাসে, কৃত্তিবানের হৃদে বাস করে
শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ, তাই শিবের রসরঙ্গ,
সপত্নী সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়া সদানন্দ ভাসিছেন সদানন্দ সাগরে॥১১৪

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আজি কেন লোলরসনা, বিবসনা, শবাসনোপরে,
হরহৃদে কেন গো জননী।
নিবিড় নীরদ কায়, রুধির লেগেছে তায়,
উন্মত্তা যেন পাগলিনী॥
নেচ না জননী আর, ধরাতে না সহে ভার,
অস্থির কম্পিত করি সহ কূর্ম্ম ফণী,—
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী ধীরে ধীরে নাচ গো ত্রিনয়নী॥১১৪৪

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা কর গো মা পার।
মায়ানদী মধ্যে পড়ে ভাবি অনিবার॥
স্নেহের তুফান তায়, বেগে বহে অতিশয়,
ডুবি তাহে নাহি ভয় কলঙ্ক যে মহিমার।
জলচর পরিজন মনেরে করে দংশন,
বিনা তব শ্রীচরণ নাহি কর্ণধার,—
শিবচন্দ্রের এই ত্রাস, নিশ্বাসে নাই বিশ্বাস,
যাইতে কালের পাশ নাহিক নিস্তার॥১১৪৫॥

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।
হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী বারানসী ধামে জীবন যাবে॥
ষড়রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে জয় যথা আছেন মৃত্যুঞ্জয়,
রবির উদয় যেন তেজোময় পাপতিমির তায় বিনাশিবে॥
ত্যজি সুখ বাসনা শিব উপাসনা, পূরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা যাতনা সব ঘুচিবে।
বসি অসি ঘাটে জাহ্নবী নিকটে, শিব পূজা সেবা করে করপুটে,
কালীদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে, বিষম সঙ্কটে ত্রাণ পাইবে॥ ১১..

পরজ—একতালা।

তারা এই বাসনা করি।
অন্তিমকালে গঙ্গাজলে জ্ঞানযোগে যেন মরি॥
আপনি যাইব চলে, অৰ্দ্ধ অঙ্গ জলে স্থলে,
শ্রীনাথ দাঁড়াবেন কুলে, হেরিব নয়ন ভরি।
ভাই বন্ধু সুত দারা, চৌদিকে বেড়িয়ে তারা,
কাণের কাছে শুনাইবে গঙ্গা নারায়ণ হরি॥১১৪৭॥

পরজ—কাওয়ালী।

তারা এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা না জানি সাঁতার॥
একে দেহ জীর্ণ তরি, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি কি করি ভব জলধি অপার॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম সিন্ধুনীরে আসি পশিলাম আবার॥
একূল ওকূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝী তুমি
কালির ভরসা কেবল কালী কর্ণধার॥১১৪৮॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

অধমে পদান্তে অন্তে রেখো মা তারিণী॥
কলুষনাশিনী দুর্গে ত্রিতাপহারিণী॥
কাঁপিতেছে এ অন্তর, কালভয়ে নিরন্তর,
কর মা সে ভয় অন্তর কাল বিমৰ্দ্দিনী॥
হেরিয়ে ভব তরঙ্গে, কাঁপিতেছে প্রাণ আতঙ্কে,
পারের সম্বল নাই মা সঙ্গে কি হবে জননী।
যেন মা অন্তিম কালে, গোঁসাইদাস ঐ নামের বলে,
ভব জলধির জলে, পায় চরণ তরণী॥১১৪৯॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

হেরম্বজননী হের মা দীনে।
হে দীনতারিণী দুঃখ দিও না আর দীনে॥
যায় যায় যায় প্রাণ দেহ দহে পাপাগুণে,
ডাকি অনিবার একবার কৃপা নয়নে,
কর দৃষ্টি দুরদৃষ্ট হয়া তারা ভূভারহারিণী,
তোরে কি ভার দীনের ভারে,
সুধাকরে করে ধরে করুণা হলে বামনে॥১১৫০॥

বাহার—আড়াঠেকা।

মা মনে যত আশা করি, তবে পূর্ণ হয়।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিবতুল্য হয় সিদ্ধি,
পিতামহ সম আয়ু ধনেশের ধনচয়॥
মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় করি কর্ম,
কি করি কি করি দয়াময়ী,
শ্রীরামদুলাল কয়, মানসে কি ইচ্ছা হয়,
দচ্ছেন আত্মপরিচয় মন মহাশয়॥ ১১৫১॥

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

গিরিশরাণি পরমেশানি মা সম্প্রতি হের।
দীন দয়াময়ী হের ময়ি দিনে, দিন গত দিন দেহ মা সুদীনে
দিনমণি সুত এল দিনগুণে নির্গুণে নিস্তার॥
মা তুমি যা কর শিখরতনয়া প্রখর কলুষে দহে মম কায়া,
গুণ হীন দোষ নিজগুণে নিবার।
স্মরণ মনন সাধন না জানি, দাশরথী অতি ভীত মা ভবানী,
শঙ্কাকারিণী শঙ্কররাণি সঙ্কটে উদ্ধার॥১১৫২॥

আলাইয়া—একতালা।

গুণ শুনে যার মন ভুলিল, না জানি তার রূপ কেমন।
হল উচাটন কোথায় গমন, করিলে তার পাব দরশন ॥
কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে, কেহ বলে মেলে হর হৃদি কমলে
সর্ব্বভূতেশ্বরী যোগীগণে বলে, ভক্তেরি হৃদয়ে থাকে সে গোপন।
আলো করা রূপ কাল মনোহরা, কাল নিবারিনী ভালে শশীধরা,
মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা, হেরিতে না দেয় সে তারা কেমন

সুরট—মধ্যমান।

অন্তে যেন ও চরণ পাই। (তারা)
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই ॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি,
পষাণনন্দিনী তুমি তাই সে ডরাই ॥ ১১২৪ ॥

বাগেশ্রী কানেড়া—আড়া।

ওগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করালবদনী,
শবে শিবে হবে ভবে, ভবনিস্তারিনী,
তারা কে জানে তোমার কর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছা সুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিণী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
চরমকালেতে দিও চরণ দুখানি ॥ ১১২৫ ॥

বিভাস—মধ্যমান আড়া।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি;
দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী ॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা ভীম কারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী ॥ ১১২৬ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

মজিলে মজালে মন নব অনুরাগ ধরি।
ভুজনারে সঙ্গে লয়ে, ভ্রমে ভ্রম রঙ্গ করি॥
উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক,
সেটা মাত্র মেটা সখ্ যথেচ্ছা আচারী।
মরি কি তোর অপার লীলে, কালী নাম ভুলে না নিলে,
গিরীশ বলে পরকালে কালি দিলে ভাল করি॥ ১১৫৭॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥
নাইক জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী।
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইক কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা,
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা এটা করি মাল গুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ,
আমি ভক্তির ডোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥ ১১৫৮॥

সুরট—কাওয়ালী।

তারা দীনতারা দীন দুঃখবারিণী।
দুস্তরে তরণী, ভবনীরে মা মোর মানব তরণী॥
বে কলুষ ভারে, কামাদি রিপু ব্যাভারে ভার কে লবে ভব দুস্তারে।
ভয়ে ডাকি তোমারে ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি॥
স্মরণ মনন ধ্যান জ্ঞান বিহীন,
ক্রিয়াহীন মা মতি, কিং কারণ ভবে মা মম গতি,
পাগুণে মন দহতি, দ্বিজ দাশরথী দীন দুঃখ হর হররাণি॥ ১১৫৯॥

আলাইয়া—একতালা।

গুণ শুনে যার মন ভুলিল, না জানি তার রূপ কেমন।
হল উচাটন কোথায় গমন, করিলে তার পাব দরশন॥
কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে, কেহ বলে মেলে হর হৃদি কমলে,
সর্ব্বভূতেশ্বরী যোগীগণে বলে, ভক্তেরি হৃদয়ে থাকে সে গোপন।
আলো করা রূপ কাল মনোহরা, কাল নিবারিনী ভালে শশীধরা,
মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা, হেরিতে না দেয় সে তারা কেমন॥

সুরট—মধ্যমান।

অন্তে যেন ও চরণ পাই। (তারা)
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি,
পষাণনন্দিনী তুমি তাই সে ডরাই॥ ১১২৪॥

বাগেশ্রী কানেড়া—আড়া।

ওগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করালবদনী,
শবে শিবে হবে ভবে, ভবনিস্তারিনী,
তারা কে জানে তোমার কর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
ইচ্ছা সুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিণী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
চরমকালেতে দিও, চরণ দুখানি॥ ১১২৫॥

বিভাস—মধ্যমান আড়া।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি;
দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা ভীমকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী॥ ১১২৬॥

ললিত—আড়াঠেকা।

মজিলে মজালে মন নব অনুরাগ ধরি।
কুজনারে সঙ্গে লয়ে, ভ্রমে ভ্রম রঙ্গ করি॥
উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক,
সেটা মাত্র মেটা সখ্ যথেচ্ছা আচারী।
মরি কি তোর অপার লীলে, কালী নাম ভুলে না নিলে,
গিরিশ বলে পরকালে কালি দিলে ভাল করি॥ ১১৫৭॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥
নাইক জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী।
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইক কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা,
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা এটা করি মাল গুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ,
আমি ভক্তির ডোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥ ১১৫৮॥

সুরট—কাওয়ালী।

তারা দীনতারা দীন দুঃখবারিণী।
দুস্তরে তরণী, ভবনীরে মা মোর মানব তরণী॥
ডুবে কলুষ ভারে, কামাদি রিপু ব্যাভারে ভার কে লবে ভব দুস্তারে।
ভয়ে ডাকি তোমারে ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি॥
স্মরণ মনন ধ্যান জ্ঞান বিহীন,
ক্রিয়াহীন মা মতি, কিং কারণ ভবে মা মম গতি,
পাপাগুণে মন দহতি, দ্বিজ দাশরথী দীন দুঃখ হর হররাণি॥ ১১৫৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভ্রান্তে কালী কর না স্মরণ।
আজি কালি করে কাল গেল অকারণ ॥
জপরে ত্রিসন্ধ্যা কালি, হয়েছে তোর সন্ধ্যাকালি,
হয়ত তোরে বেঁধে কালই দেখাবে শমন ॥
বলিতে বলিলে কালী, মায়াবশে কাটাও কালই,
সাধন কর সকালি কালীর চরণ ॥
কে ঘুচাবে মনের কালী, পাপেতে মন পাকালি,
কালী পদে না তাকালি দুখনিবারণ ॥ ১১৬৭ ॥

খট ভৈরবী—যৎ।

যা হল হল তারা যদি একবার কাছে যেতে পারি।
পুনরায় পাঠালে আনব চরণ ধূলি শিরে করি ॥
ও পদ সরোজ রজ, আপদুদ্ধারের বীজ,
সম্পদে বিপদে কবে, লাগিবে গো শঙ্করি ॥
পদতল সাধ করে, শিব রেখেছে বুকে ধরে,
কিঞ্চিৎ রজ পেলে পরে স্বকার্য্য সাধন করি ॥
আমার এ দরিদ্রের প্রাণ, অধিক নাহি প্রয়োজন,
চড়ই পাখীর যেমন স্নান অল্প জলে তৃপ্ত করি ॥ ১১৬৮ ॥

জংলা—একতালা।

গেল না গেল না দুখের কপাল!
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হল কাল ॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুখ,
মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দীন রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকূলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুঃখের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল ॥ ১১৬৯ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা কালী পুরাও মোর বাসনা।
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া বলে দে মা ঠিক্ ঠিকানা।।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ও মা তোমা বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না ॥ ১১১০ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাব দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কত দিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদিগে কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥ ১১১১ ॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

শ্যামা মার পদ আমার ভব তরি সার হয়েছে।
তরিব ভববারি কাণ্ডারি মন তায় চড়েছে।।
রসনা তায় আগের দাঁড়ি, বসে আছে কর ধরে সারি সারি,
তারা নামের সারি গেয়ে তায় চলেছে ॥ ১১১২ ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ভেবেছি এত দিনে।
আমি আপন পথ লব চিনে।
তোমারে মা না বলিব, বিমাতারি কাছে যাব,
যার দর্শনে পর্শনে অব, মুক্তিপথ লব কিনে।
হয়ে আমি তোমার ছেলে, বিমাতারি শরণ নিলে,
সে ত, তোমারি অখ্যাতি ব'লে, ভেবে তুমি লবে টেনে ॥ ১১১৩ ॥

দশ মহাবিদ্যা।

বাগশ্রী—মধ্যমান।

বিহর সরসীরুহে দিক্‌বেশে শিরভাগে।
জগমনমোহিনী শ্যামা সকরুণে কঙ্কালে॥
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, নাশিতে দানবগণে,
ভুবন মোহিলে যথা দশরূপে গিরিবালে॥ ১১৭৪॥

প্রথমে কালিকাবেশ, ঘনবর্ণা মুক্তকেশ,
শব রূঢ়া করকাঞ্চিত শবশিশু কর্ণপূরা,—
ভালে অর্দ্ধচন্দ্রোদয়, খড়্গ মুণ্ড বরাভয়,
চতুর্ভুজে শোভে কিবা ত্রিনয়না মুণ্ডমালে॥ ১১৭৫॥

দ্বিতীয়ে তারা ভীষণা, এক জটা বিভূষণা
লোলজিহ্বা নীলবর্ণা লম্বোদরী কৃত্তিবাসা,—
চতুর্ভুজ সুশোভন, শিবোপরি আরোহন,
অর্দ্ধচন্দ্র পঞ্চতক্ষ ত্রিনয়ন ভাল ভালে॥ ১১৭৬॥

তৃতীয়ে রাজরাজেশ্বরী, রক্তবর্ণা শুভঙ্করী,
বিধি বিষ্ণু রুদ্র ঈশ ঈশ্বর এ প্রেতপঞ্চে,—
সিংহাসন নির্ম্মিত, চতুর্ভুজে সুশোভিত,
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ত্রিনেত্র শশী কপালে॥ ১১৭৭॥

চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, আসন অম্বুজোপরি,
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, অর্দ্ধেন্দু যটাললাটে,—
অলঙ্কার মণিময়, ভুবন প্রদীপ্ত হয়,
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চতুষ্কর জিতনালে॥ ১১৭৮॥

পঞ্চমে ভৈরবী মায়া, লোহিতবরণ কায়া,
চতুর্ভুজ মুণ্ডমালে ত্রিনয়না পদ্মাসনা,—
অক্ষমালাভয় বড়, গ্রন্থমুক্ত চতুষ্কর,
শিরে শিশু শশধর সুশোভিত কেশজালে॥ ১১৭৯॥

ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা বেশ, উপবীত শোভে শেষ,
নিজ মুণ্ড খড়্গে ছেদি, বাম করতলে ধরি,
রক্ত উঠে তিন ধার, নিজমুখে এক তার,
আর দ্বিধারাপায়িনী দ্বিসখী মুখবিশালে ॥ ১১৮০ ॥

সপ্তমেতে ধূমাবতী, যমের যমবতী,
কাকধ্বজ রথারূঢ় বৃদ্ধা নতে লোলে স্তন,
বিধবা ক্ষুধায় আকুলা, করমালা আর কুলা,
দ্বিভুজে শোভিছে কিবা কালনে কাল জঞ্জাল ॥ ১১৮১ ॥

অষ্টমে বগলামুখী, পীতবর্ণা মহাসুখী,
রত্নগেহে রত্নাসনে ভূষিতা নানা রতনে,—
সোম সূর্য্যাগ্নি নয়ন, চন্দ্রার্দ্ধ ভালে শোভন,
দৈত্য রসনা মুদ্গর দ্বিভুজে সমরকালে ॥ ১১৮২ ॥

নবমে মাতঙ্গী বামা, নানাগুণ গুণধামা,
খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ চতুর্ভুজে যুক্তকারি,
রত্ন পদ্মাসনস্থিতা, রক্তবাস বিশোভিতা,
ত্রিনেত্রা অর্দ্ধেন্দু ভালে, বরণ জিনি তমালে ॥ ১১৮৩ ॥

মহালক্ষ্মী দশমেতে শোভিত বেদ ভুজেতে,
বরাভয় পদ্ম দ্বয় চারুমূর্ত্তি পদ্মাসনা,—
রত্নকুম্ভে চারি করী, অভিষেকে মৌলীপরি,
সুবর্ণ ছবি গ্লানি সুবর্ণ বর্ণায় জালে ॥ ১১৮৪ ॥

ঝিঁঝিট — আড়াঠেকা।

কামনাবিহীন হয়ে ভেবে তোমায় ব্রহ্মরূপা।
নিষ্কামে জপি মা তারা, না কর আর কর কৃপা ॥
কামনায় কিছু না মিলে, যা ভাগ্যে থাকে তা ফলে,
খণ্ডিবার নয় কোন কালে, আশায় জীবে করে ক্ষেপা ॥ ১১৮৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মুখে বল কালী সদা সুখেতে হবে মরণ।
যে নাম [illegible]ক নারদ লয় সুখেরি কারণ॥
কভু না [illegible] অসুখ, সুখে মোক্ষধামে সুখ
এ চাহিবে [illegible]লোক কররে স্মরণ॥ ১১৮৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভ্রমে পড়ে মন ভ্রমর ভ্রম নিরবধি।
কালীপাদপদ্ম মধুপানে যাবে ক্ষুধা ব্যাধি॥
বিষয় বনে ভ্রম সদা, তাহে নাহি পাবে সুধা,
যাবে না ভবের ক্ষুধা বাড়ে নিরবধি॥
শঙ্কর ভ্রমর ছলে, পড়েছে যে পদতলে,
তুমি সেই পদমূলে থাক সুখসাধি॥ ১১৮৭॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

কালরূপে এত আলো করে মনোমোহিনী।
গৌরাঙ্গিনী হলে আরো কত হ'তো না জানি॥
অশনি অনল ছাড়ে, সে তেজ আঁখি না ধরে,
এতেজ মা কলেবরে স্থির সৌদামিনী,—
বরং কালোয় দেখায় ভাল, তাইতে তেজ সম্বরিল,
ভক্তের আশা পূরাইল, 'কালরূপধারিণী॥ ১১৮৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেশরী পৃষ্ঠোপরি, বিহরে রূপমাধুরী।
সুবর্ণ চম্পকরূপ স্বরূপ তার নাহি হেরি॥
শিশুভানু পদতলে, শশীকর নখে খেলে,
কটিতে মৃগেন্দ্র ভুলে বাহন হইল তারি॥
চতুর্ভুজা কে ললনা, সুশোভনা ত্রিলোচনা,
জগদ্ধাত্রী পদ্মাসনা জ্ঞানানন্দদাত্রী হেরি॥ ১১৮৯॥

কেদার—কাওয়ালী।

নাচে শ্যামা রঙ্গে, যোগিনী সঙ্গে।
প্রমত্ত রঙ্গিনী, মত্ত মাতঙ্গিনী, না হেরে কৃপাপাঙ্গে॥
কার দুর্ম্মতি নিরখি ললনা, ক্রোধে প্রজ্বলিত হ'ল বিবসনা,
এলোথেলো কেশ, পাগলিনী বেশ, দশনে কাটছে লোলরসনা॥
পদভরে দাপে, সর্ব্বসহা কাঁপে, অভাব্যভাবিনী হ'ল শবাসনা।
এরূপ কৈলাস, চিন্তে অনায়াস, তরিবে শমনাতঙ্গে॥ ১১৯০॥

টোরী—ঝাপতাল।

কালিকে কালকামিনী।
কালরূপ কাদম্বিনী, কালভয় নিবারিণী কলুষ কৃপাকারিণী॥
কর কৃপা কাত্তায়নী, কালী কৈবল্যদায়িনী,
কাতরে কৃপাকারিণী তুমি কমলেকামিনী॥
কুলহীনে কুলদায়িনী, কুহকী কুলকামিনী,
কুমারী কুণ্ডলিনী, অকূলে কুলদায়িনী॥
কল্যাণদায়িনী কালী, কঙ্কালী করালিনী,
কংস কুশকারিণী কারাগার বিমোচিনী॥ ১১৯১॥

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা।

শঙ্কর মনোরমা অপরূপ বেশ।
চরণে অরুণ শোভা তরুণ বয়েস॥
ত্রি আঁখি করি দশন, ত্রিকাল কর দর্শন
ভূতাগত বর্ত্তমান জান সবিশেষ॥
পরিপাটি নরকরে, কটিতট আছ ঘিরে,
বরাভয় অসি ধরে লুলায়িত কেশ॥
ত্রিজগত প্রসবিনী, বয়েস অধিক জানি,
যোড়শীবেশে জননী, রণেতে প্রবেশ॥ ১১৯২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মহাকাল জায়া, কাল ভয় হরা, ত্ব হি পরাৎপর শ্যামা।
কেমনে কহি মা, তোমার মহিমা, হিমগিরি সুতা বামা॥
তড়িতবরণী, তিমির ধারিণী, তপনতনয়ে তাপিতে তারিণী,
তৃষিতজনের তৃপ্তিকারিনী ত্রিলোচন মনোরমা॥
হের হের না মা হরমনোরমা পরমা রূপিসী বামা।
কালিকে বালিকে শশীকপালিকে, ভুবনমালিকে জীবনপালিকে
পুলকে পলকে ত্রিলোকনাশিকে, শ্মশান মশানবাসিনী উমা॥১১৯

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

সাধন হলে সে ধন মিলে, বদন ভরে ডাক তারা।
মদন নিধনকারী ত্রিপুরারীর মনোহরা॥
ওহে দুরিত দমনী যিনি, দুরাশা দূরকারিণী,
দয়াময়ী দিনদায়িনী, দীনের দারিদ্র্যহরা॥
কালদারা কালাঙ্গিনী, কালভয় নিবারিণী,
কালী কাত্যায়নী যিনি কাতরে করুণাকরা॥
অকূলে কূলদায়িনী, ব্যাকুল পরিতোষিনী,
থাকিতে হেন জননী, কেন স হয় দুখে সারা॥১১৯৪॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

গাওরে মানস বীণে তারে তারে কে তারা।
তবে জানি আছে গুণ তুমি সুস্বর সেতারা॥
বেঁধে সত্ত্ব গুণ তারে, কালীনাম মহামন্ত্রে,
শরীর যন্ত্রে বাজ তারা আদরে;
অনুরাগে বাজ তুমি, সে সুর না হবে হারা॥
পঞ্চমে গাওরে বীণে, তারা দুঃখ হরা
সাহানা রাগে সুর করি শীর মন,
গম্ভীর নাদে বাজ তারাতে কে তারা॥ ১১৯৫॥

সুরট মল্লার—যৎ।

পাতকী চাতকী ওরে মন।
তুমি সঘনে সে ঘনরূপা, শ্যামা কর দরশন॥
তৃষিত হইয়ে কেন, আছরে চাতকী মন,
করে ঘনরূপা ঘন কৃপাবারি বরিষণ,—
কি দৃষ্টে ও চাতক, আপাতক চেয়ে থাক,
তৃষিত জনেরে দেখ, হবে কৃপা বিতরণ॥১১৯৬॥

"মনরে আমার এই মিনতি" (উত্তর)।

প্রসাদী সুর—একতালা।

হৈও না মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে, দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি,
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে কে বলে উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥১১৯৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মাগো আমার খেলা হ'ল।
(খেলা হ'ল গো আনন্দময়ী)
ভবে এলাম কল্লেম খেলা, কল্লেম কত ধূলা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা কাল যে নিকটে এল॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল,
পরে মায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্ত কি করি বল,
ও মা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল॥১১৯৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজি কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে॥
শক্তি কুল কুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালিনী,
হেরে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অলস হলি কিসে॥
এ দেহ পাঁচফুলের সাজি, তুই হলিনে কাযের কাযী
প্রসাদ বলে রত্ন ত্যজি ঘুরে মর কর্ম্মদোষে॥১১৯৯॥

পিলু বাহার—যৎ।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী
আমারি অন্তরে থেকে আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালী নাম জপিবার তরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে,
তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অসি সুখে হলি সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
তোমার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ একবার শ্যামা বল দেখি॥১১৯০॥

ইমন কল্যাণ—আড়ঠেকা।

দেখরে নয়ন মন তারা মাখা ত্রিভুবন।
ভুবন ভবন বন, ছাড়া নাহি কোন স্থান॥
মুদিয়ে নয়ন তারা, নিরীক্ষণ কর তারা,
যদি নাহি দেখ তারা চক্ষে মাখ জ্ঞানাঞ্জন॥
যে রঙ্গের কাচ নয়নে, রাখিবে হে দরশনে,
সেই রূপ ত্রিভুবনে করিবে হে নিরীক্ষণ॥
তাই বলি নয়ন তারায়, যতনে রাখিবে তারায়,
তবেত দেখিবে ত্বরায় তারা ঘেরা জগজ্জন॥১২০১॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

থাকিতে এ দেহে প্রাণ ছেড় না মন কালীপদে।
অহর্নিশি জপ বসি, লভিবে সব সম্পদে।
মায়া নিদ্রা বশে মন, সতত দেখ স্বপন,
ধন জন পরিজন ভাবিয়ে থাক আহ্লাদে।
কৈবল্য-দায়িনী কালী, কৈ বল তারে ভজিলি,
কেবল মন মজিলি বিবিধ সম্ভোগে সাধে।
প্রাণ তোর যবে যাবে, সম্পত্তি তোর নাহি লবে,
তাই বা কখন ভাবে অস্থির হবে বিপদে॥ ১২০২॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

জলদবরণী হেরে বরিবে কেন নয়ন।
তাহে যে তড়িত খেলে আলো করে ত্রিভুবন॥
বহিছে মন পবন, আনি দিল নবঘন,
হৃদয় আকাশে ঘন, কর মন দরশন॥
হেরে মেঘ মনোহরে, শশধরে প্রভাকরে,
অবিরোধে প্রভাকরে কভু না হেরি এমন॥
যে পায় তার কৃপাবারি, সফল জনম তারি,
কৈলাস হের এই বারি শ্যামা মায়ের চরণ॥ ১২০৩॥

জলা—একতালা।

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে স্রোতের সেহলার মত॥
আমার সেমা মূল বাঁধা নাই কোথায় গেতে কোথায় দাঁড়া,
ছয় দিকেতে ছয় রিপুতে [illegible] পড়ে হলেম হত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার হৃদকমলে দেখে যাই জনমের মত॥১২০৪

জংলা—একতালা।

যাও গো জননী জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা যে তোর খোসামুদি করে॥
মা মা বলে পিছু পিছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে,
দুঃখে শোকে দঙ্গে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যে জন হয় মা শক্ত চিরকাল তার ত্রিকাল মুক্ত জোরজবরে॥
চোকে আঙ্গুল না দিলে পরে, দেখবি না বিচার করে,
হর আরাধ্যপদ ভয়ে দিলি মহিষাসুরে॥
যে দুকথা শুনাতে পারে, যে দুনা হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা কণার জোরে,
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় পুরে॥১২০৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কে জানে তারা তুমি ধর কত বেশ।
কখনো প্রকৃতি হও মা কখনো পুরুষ॥
কেহ বলে নিরাকারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা;
কেহ বা বলে সাকারা, কত মূরতী প্রকাশ॥
কখনো বা দশভুজা, কখনো বা অষ্টভুজা,
কালী রূপে চতুর্ভুজা করে অসি এলোকেশ॥
কখনো বা অসি ধরে, কখনো বা বাঁশী করে,
কৈলাসের অন্তঃপুরে কালীরূপে বারেক এস॥১২০৬॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

তারা দর্পন সম্মুখে মন অর্পন কর কৌতুকে।
যতেক পদার্থ স্বর্গ মর্ত্ত্য, সব অনিত্য দেখিবে সুখে॥
সে মুকুরে নাই পারার বিকার, ভব পারাপার করেছ স্বীকার,
নয়ন তার বাধাতে পারা তার, কোটি সূর্য্য প্রভায় ঝলসে চোকে

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস্‌না রে খরচ জমা ॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।
বাদে হলে অঙ্ক বাকি, তবে হবে তহবিল বাকি,
তহবিল বাকি বড় ফাঁকি হবে না তোর লেখার সীমা ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা,
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি কালী, তারা ও মা শ্যামা ॥ ১২০৮ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে,
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকি শেষ টেনেছে,
যার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কর্ম্মফলে ফল ফলেছে ॥
জমার কমি খরচ বেশী তরব কিসে রাজার কাছে,
যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কালী নাম ভরসা আছে ॥ ১২০৯ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

পাষাণী, [illegible]
কোমল [illegible]
মায়া রজ্জুতে [illegible]
অথচ জী[illegible]
ব্রাহ্মিকে সংহার [illegible]
যারে মার [illegible]
নব ভব অনন্ত [illegible]
কোমল হৃদয় [illegible]

শিব-সঙ্গীত।

ভৈরবী—একতালা।

ত্রাণ কর হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণধাম, হর মম দুঃখ হর হর॥
বিপদ কাণ্ডারী প্রভু ত্রিপুরারি, বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর
পাপে হয়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি, ওহে গঙ্গাধর ধর ধর।
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপহারি, ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধারি;
ত্রিজগত পাপ তাপ নিবার, কৃপা নয়নে হের,
কি করি শঙ্কর, শমন কিঙ্কর, বান্ধে কর হে কি কর॥
কর কর শত্রু জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
দাশরথী কাঁপে থর থর॥ ১২১১॥

আলাইয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ, শূলপাণি সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥
বামদেব বপু বিহীন বসন, বিশ্বেশ্বর ভব ভয় ভঞ্জন,
ভক্ত বৎসল দীননাথ দুঃখ মোচন, দক্ষ দলন দিগম্বর॥
পরম যোগী পরমাত্মা, পশুপতি পরাৎপর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর, গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর,
আদিনাথ অম্বুজাক্ষ, আশুতোষ অলকেশ্বর॥ ১২১২॥

ভৈরবী—একতালা।

যোগীবর হলে রাজরাজেশ্বর, আসি কাশীধামে।
হয়ে শ্মশানবাসী, স্বর্ণপুরী কাশী, অন্নপূর্ণা স্থাপন কর বামে॥
সত্ত বসতি ভক্ত, নহেত অভুক্ত, রক্ত বিরক্ত সবে দেখ সমে।
কীট পতঙ্গ পূত পাপাঙ্গ সমভাবে তরে তোমারি নামে॥ ১২১৩।

বেহাগ—একতালা।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
ববম্বম্ ববম্বম্ গাল বাজিয়া।
মগন হইয়ে প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাহিয়া ;—
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া।
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ;—
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া।
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া ;
বৃষভ চলিছে থিমকি থিমকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরিগানে হর নাচিয়া।
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ;—
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥ ১২১৪ ॥

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল।

শশধর তিলক ভাল, গঙ্গা জটা পর,
করে ধরি ত্রিশূল রুদ্রাক্ষ রাজে।
ভসম অঙ্গ ছায়া, গলে রুণ্ডকি মালা,
ভৈরব ত্রিনয়ন হরযোগী সাজে ॥
বৃষভবাহন আসন বসন মৃগছায়া
কালকূট কণ্ঠেপর তিমির লাজে।
করত হরিনাম সদা, শ্রবণে অতি কোমল,
ধ্যায়ত তান রাগ নিত্য হৃদয় মাঝে ॥ ১২১৫ ॥

আলাইয়া—একতালা।

শিখরনাথ হে শিখরনাথ, শঙ্কর অপার পার মহিমে,
আদ্যাবন্ধু হে অনাদ্য, পাদপদ্ম দেহিমে।
লট্ট পট্ট জটাজুট, শূল হস্ত ধারিনে:
দেব উক্ত পঞ্চ বক্ত্র, ভক্ত মুক্ত কারিনে।
ভালে ভাল শোভা সিন্ধু-সুত ইন্দু কিরনে:
দেবাদিদেব সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারিণে।
বিশ্বনাথ শ্রীঅঙ্গ ভূষণ ভস্ম ভূষিণে;
সর্ব্বত্রাতা মোক্ষদাতা, কর্ত্তা ত্রিভুবনে।
রঙ্গে ভঙ্গে ভূত সঙ্গে যক্ষ ভঙ্গ মানিনে:
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ, পতিত উদ্ধারিনে।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভু, হে পতিত পাবনে!
দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ, ত্রৈলোক্য পোষিণে॥ ১২১৬॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিব শঙ্কর শশধর ধর, হে গঙ্গাধর হর
অশেষ গুণ ধর, শেষ বিষধর ধারি।
গিরিশ গৌরীশ, অশেষ কলুষ কৃশ কর,
ত্রিপুরহর আশুতোষ, এ শিশু দোষ বিনাশ,
করিতে তোষ হে মহেশ, আশু দুঃখহারি।
কাল ভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু ওহে কাল কালবারি!—
ও পদে মতিহীন মূঢ়মতি, গতিবিহীন আমি হে অতি-
স্বগুণে গুণবিহীন, দীন দাশরথীরে,
তুমি ত্রাণ কর যদি ভব ভয় বারি॥ ১২১৭॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শঙ্কর শিবে সঙ্কট হারি।
নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।
সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমাবিনে আর।

পূরবী—আড়াঠেকা।

হে শিব শঙ্কর, হর হর বিশ্বেশ্বর।
কাশীপতি আশুতোষ গঙ্গাধর।
বাজিছে বিবিধ তাল, শুনিতে অতি রসাল,
বব বম্ বাজে গাল, শুনিতে কি সুমধুর।
যে জপে তোমার নাম, রাঙ্গা পায়ে তারই ধাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম দেহ তাহে মহেশ্বর।
তুমি না করিলে দয়া, কে দিবে আর পদছায়া,
ভব বশ মোহমায়া, তুমি প্রভু সারাৎসার॥ ১২৩৯॥

ভৈরবী—একতালা।

শঙ্কর হর ভাং বিভোর, আধমগন আঁখি বিশাল।
ধুতুরা কর্ণ রজতবর্ণ, কটিতটে শোভে ব্যাঘ্র ছাল॥
ভাঁও ভাঁও ভাঁও বাজে ভোরঙ্গ, ডমরুতে ধরে তাল।
তাহে বববম্ বববম্ ববরম্ বলে বাজিছে গাল॥
কুল কুল জটাতে গঙ্গা, ফং ফং ফণীরব ভয়াল।
যোগ নিরত পরম যোগী ঝলকে বঙ্কি তিলক ভাল॥
নন্দী ভৃঙ্গী বিষম শিঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গী প্রমথজাল।
তাতাথৈ তাতাথৈ তাতাথৈ নাচে তাল বেতাল॥ ১২৪০॥

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল।

দীনে কৃপা কর!
হর গঙ্গাধর দিগম্বর, অশিব নাশিয়ে শিব, দীনে নিস্তার।
কি কহিবে নরাধম, তুমি হে দেব উত্তম,
কে আছে তোমারি সম, মনোহর কলেবর।
মহাযোগী যোগবলে, যোগে সিদ্ধ ভূমণ্ডলে,
সর্ব্বেশ্বর নাম বলে, দেব সকলে;—
ত্যজিয়ে কৈলাস কাশী, হইলে শ্মশানবাসী,
অঙ্গে মাখ ভস্মরাশি, সংসার জানি [illegible]॥

সিন্ধু—আড়খেম্টা।

তোমায় বলে কেদার কেদার পঞ্চস্বরে ডাকে লোকে।
ভেবে তোমায় বধির বিভু অধীর হয়ে লোকে বকে॥
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কর, ইন্দ্রিয়ের বিষয় চয়,
ভোগ্য ভোক্তা হও উভয়, অহঙ্কারে জীবে বকে॥
চেতনরূপে তব স্থিতি, দশ ইন্দ্রেয় চিতে গতি,
যজমান পশুপতি, অষ্টমূর্ত্তি শ্রুতি লেখে॥
হৃদে বসে অন্তর্যামী, কর্ণাদিকে শুনাও তুমি,
ভ্রান্তি বসে ডেকে আমি ভাবি শুনাই শুনে লোকে॥১২২২॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

দেহ গতি পশুপতি অগতির গতি।
হে হর কলুষ বিনাশ কুমতি॥
তুমি দেব মহাদেব, তুলনা কার সহ দেব,
তোমায় পূজে বাসুদেব হন ত্রিদিবপতি।
শঙ্কর পাপ সংহার, হর হর স্মরহর,
দুর্ম্মতি দুর্গতি হর তার হে তারাপতি॥১২২৩॥

বসন্ত—কাওয়ালী।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত।
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত॥
হরপাপ কৈলাসবিহারী পাপহারী,ফণীহার হর নৈলে আমি এ জনম হারি
কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে পার,
অপার সংসার সাগর ঘোর, হর তুমি যদি কর দুখের অন্ত।
তৎপদ বিহীন ভক্তি অতি, কাতর অতি দাশরথী দেহ রথে
আমার অজ্ঞান সারথি;—মন অশ্ব বাঁধা তাতে,
অসার সারথি মতে, না চলে ভক্তিপথে,
মঙ্গালে সুতে করে কুপথ গমনেতে কালান্ত॥১২২৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী।
যেথানে ভ্রমণ করি সেই বারানসী॥
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্ন পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণ তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী॥
স্নান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থ সদাসুখী·
নমান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী॥১২২৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

হর অশেষ ক্লেশ মন হর,
হর রোগ হর, হর শোক হর, বিড়ম্বনা আর করো না বারম্বার,
রং মেখে সং সেজে কত আসিন শঙ্কর।
' কৃপা করা কৃত্তিবাস, ঘচাও দাসের গর্ভবাস,
কর্মফাঁসে কণ্ঠ ছেদ ক.র।
ওহে ত্রিনেত্র, দাও দিব্য নেত্র,
পাসরে করুণানিধি, করুণাকণা বিতরি।
বিরূপাক্ষ বামদেব, কোপ ভস্ম কামদেব, কামাদিরিপু সংহার।
মম তমোগুণ, হর তমোগুণ,
পড়িয়ে যন্ত্রণাজালে জর জর কলেবর।
আমি অতি হীনমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
ত্বং গতি পরমেশ্বর॥ ১২২৬॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

নমো নমো শশাঙ্ক শেখর, নমো বাঘাম্বর, নমো বৃষভবাহন।
নমো গদাধর, নমস্তে শঙ্কর, নমো বিভূতিভূষণ।
শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো মদনশাসন।
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর, ফণীভূষা শবআসন।
নমামি ঈশান, বাদন বিধান, নীলকণ্ঠ নমো নমো;
অতি দীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম॥ ১২২৭॥

নটবেহাগ—ঝাঁপতাল।

জয় শিব শঙ্কর, হর ত্রিপুরারি।
পাশী পশুপতি, পিনাকধারি ॥
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কাল কালকূট, সাধকজনগণ মানসবিহারী,
ত্রিলোকতারক, ত্রিলোকনাশক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষ বিধায়ক,
করুণা নয়নে হের, ভকত জনে,
লয়েছি শরণ, পদে তোমারি ॥ ১২২৮ ॥

ভূপালী—কাওয়ালী।

জয়, শঙ্কর শিব শূলপাণি।
গলেতে হাড়ের মাল, বববম্ বাজিছে গাল,
শিরেতে শোভিছে কাল ফণী।
অনাদি অনন্ত মহেশ দিগম্বর, অনঙ্গ অন্তক বসন বাঘাম্বর,
বম্ বম্ হর হর, ভোলা মহেশ্বর, বামেতে বিরাজে ভবরাণী ॥১২২৯॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

বঞ্চিত কোরনা মুক্ত কিঞ্চিৎ করুণা শিব।
ভব! তুব করুণা বিনে, ভবে আর কত আসিব।
বিনা করুণা উদ্ভব, কত দিন সহে ভব,
কূল বিহীন হয়ে ভব-জলধি জলে ভাসিব ॥
ওহে সঙ্কটবিনাশি, কবে বিনাবে করুণা রাশি,
নানা বাদী ভজনে আমি, ভজনে কবে না শিব ॥
দাশরথী সাধন যোগী, যবে হয় জীবন ত্যাগী,
হয়ে মোক্ষ ফলভাগী, ভাগীরথীতে ভাসিব ॥ ১২৩০ ॥

বাহার—খং।

ওহে হর বাঘাম্বর কৃপা কর অবলায়;
আকুলা অকূল মাঝে, রাখ ভোলা রাঙা পায়।
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে প্রাণ কাঁদে,—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার অঙ্গনা আশ্রয় চায় ॥ ১২৩১ ॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে,
বিভূতিভূষণ, দিকবসন জাহ্নবী-জটাভারে।
অনল ভালে দহন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥ ১২৩২ ॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

বুড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা,
ভূতনাথ ভব, বোম বম বোম বম, নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা।
মন্মথ-শাসন, নয়ন হুতাশন, ফণীমালা গলে, দল দল দোলা।
তমাল-নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল, জলদ-জাল জিনি জটাজুট দল,
কল কল চল চল গঙ্গা বিলোলা ॥১২৩৩॥

কামোদ—ঠুংরি।

শম্ভো শিব শঙ্কর : ত্রিলোকপালক, ত্রিনেত্রধারক, নাশক ত্রাসক,
নয়নে পাবক, শম্ভো শিব শঙ্কর।
বম বম ভোলা গলে হাড়মালা, শম্ভো শিব শঙ্কর ;—
জয় ত্রিপুরারি, জয় বিষধারী,
শ্মশানচারী, জয় ভস্মধারী, শোভিত গায়ে বিভূতি,
সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণের সম,
জয় শিব পশুপতি, শিব শঙ্কর, শম্ভো শিব শঙ্কর ॥১২৩৪॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

হর উর অম্বরে হের দীপ্ত কালশশী,
আ মরি কতই শোভা শশীর কপালে শশী।
তারা ঘেরিয়াছে তারা যোগিনীগণ ষোড়শী,
তুচ্ছ করি মহা মেঘ কুণ্ডল পড়েছে খসি।
অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচরে নাশে মসী,
সাধক চকোর সব সুধা পানে অভিলাষী ॥১২৩৫॥

পরজ—বাহার কাওয়ালী।

জয়, বিরূপাক্ষ ত্রিপুরারি।
কটিতে বাঘাম্বর, রজতাভ কলেবর ভস্মমাখা তদুপর,
ত্রিশূল ডমরু ধারি।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু সুনয়ন সম্বিদা পানে, বৃষোপরি আসন ভ্রমণ শ্মশানে,
বিধি আদি সুর তব মহিমা না জানে,
মূঢ় নরে কি কহিবে ওহে মদনারি॥
ববব্‌ম্ ববব্‌ম্ বিশাল বাজে, ফণী ধরিয়া ফণা গভীর গরজে,
বঙ্ক শশধর ভালে সাজে, শিরে কুলু কুলু করে সুরধুনী বারি॥ ১২৩৩

ইমন—কাওয়ালী।

কুরুমে করুণা ত্রিলোচন, দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন।
ব্যোমকেশ ঈশ বিভূতিভূষণ, ব্যাল উপবীত বপুতে শোভন,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর পরিধান॥
গলে অস্থিমালা করে পিনাক ডমরু,
ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাসুর সুদন॥
দক্ষ যজ্ঞান্তক সাধক-তারক কর বিভু কৃপাদান।
ত্যজি রোষ আশুতোষ, হয়ে মোরে সন্তোষ, মনোভীষ্ট কর পূরণ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভাঙ-বিভোলা ভোলানাথ ভোলা ভূতগণ নাচিছে,
ডিমিকি ডিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে।
বম্ বম্ বম্ বাজিছে গাল, তাল দিতেছে তাল বেতাল,
ভূত প্রেত প্রমথ পাল, হি হি হি হি হাসিছে;
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ফণী, ভালে শোভে নিশামণি,
শিরে সুরধুনী কুল কুল ধ্বনি করিছে।
ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু, কর্ণে শোভে ধুতুরারি ফুল,
কটিতটে বাঘছাল দুকুল, দুকুলে দুলে খসে পড়িছে॥ ১২৩৫॥

গঙ্গা-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হরিপদ রজো বিহারিণি। (এ মা গঙ্গে!)
ভবে নাম ভাগীরথী, সুরপুরে সুরধুনী।
যে লয় তোমার নাম, সে যায় বৈকুণ্ঠধাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী ॥ ১২৩৯ ॥

রাগিনী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

ভীষ্মজননী ভাগীরথী গঙ্গে।
তারণ কারণ, ভবভয় বারণ, স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গে ॥
হরিদ্বারবর্ত্তী, অতি দ্রুতগতি, জহ্নুমুনি ধ্যান ভঙ্গে :—
ের সন্ততি, তাদের গো মা দিতে গতি, মিলিত সাগর সঙ্গে ॥ ১২৪০

বাহার—মধ্যমান।

গঙ্গে গতিদায়িনী পতিতপাবনী।
কাতরে কলুষ হর শিব সিমন্তিনী ॥
কূলে আসি চিন্তাকরি, তব শুভঙ্করী বারি,
জলে যেন অন্তে মরি এই করো শিবরাণি ॥
কিনাশকরা তবোদক, সেবে পঞ্চ উপাসক,
ও বারি পাপনাশক, পুতকারী হও আপনি ॥ ১২৪১ ॥

ললিত বিভাস—ঝাঁপতাল।

অন্তে পদপ্রান্তে মোরে, রেখ গো মা সুরধুনি।
ভয়ে ডাকি গঙ্গে, ভয়ভঞ্জিনি রঙ্গিনী ॥
জনক জননী দারা, সুত বন্ধু বান্ধবে ;
নয়ন মুদিলে গঙ্গে, কেহ সঙ্গে নাহি রবে :—
ভব সঙ্কটেতে তব ভরসা জননী ॥ ১২৪২ ॥

বিভাস—একতালা।

তব জীবনে জীবন যেন, যায় গো জননি।
জীবন নিস্তারিণী নাম, তবে মা জানি ॥
প্রাণ পয়ান কালে, অর্দ্ধ অঙ্গ জলে স্থলে, জিহ্বায় গঙ্গা গঙ্গা বলে
ডাকি জননী!—এই মা মনবাসন', নাহি মা অন্য কামনা;
আমি ঐহিকের সুখ চাই না ভবে, তাই ডাকি ভবভাবিনি ॥১২৪৩

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা।

গঙ্গে হর অঙ্গনা হের আপাঙ্গে।
তরঙ্গ রঙ্গিণী তারা, নাচিছে রঙ্গে।
হরিপদ বিহারিণী, হরশির বিলাসিনী,
হর বৈকুণ্ঠবাসিনী ভব আতঙ্গে।
মানস মাতঙ্গ তারা, কুসঙ্গ কাননে সারা;—
হাসিছে মা রিপুচয়ে, নাশিছে মা ধর্ম্মভয়ে,
ভাসিছে অঘোর হয়ে, মহী তরঙ্গে ॥১২৪৪॥

সুরট—কাওয়ালী।

শমনদমনি শিবরমণি মা তরঙ্গিণি।
এ ভব তরঙ্গে তার গঙ্গে গতি প্রদায়িনি।
বরদে ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডজননী,
ব্রহ্ম স্বরূপিণী, ব্রহ্ম কমণ্ডলু নিবাসিনী ॥১২৪৫॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

তরল তরঙ্গে গঙ্গে, পতিতপাবনি,
পতিত পাবনি তারা, অধমতারিণি ॥
শিরে ধরি শঙ্কর, নাম হলো গঙ্গাধর,
তোমার মহিমাপার, পরাণে শুনি ॥ ১২৪৬ ॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

তুমি যা কর করুণাময়ি গঙ্গে।
ভীতোহং তরঙ্গে ; পায় পথ কুপথগামী, পায় যদি রাখ না তুমি,
পতিতপাবনি! এ পাপাঙ্গে।
ভরসা করে ভাগীরথীবাসীগণ, প্রবল পাপী দেখে সদলে আসি শমন,
সে আমারে বল করিবে যখন, সে বল ঘুচাব আছে বল কি এমন ;—
শিব এসে মোর হবেন সখা, অন্তে যদি ঘটে দেখা,
অভয়দায়িনী মায়ের সঙ্গে ॥১২৪৭॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

তুমি কি আর করিবে তপনতনয়!
যদি হয় অপ্রণয়, এ নয় অধিকার তুমি, শমন রে—
করেছি আমি নিরাশ্রয়ে জননীর আশ্রয়।
তুমি দুঃখ দিতে রে নিতান্ত, হৃদয় কঠিন তোর নিদয় কৃতান্ত,
তোর করে বঞ্চিত একান্ত, না করেছেন স্বগুণে দুঃখান্ত,—
দেখে সন্তানে অনুতি, তার করেছেন ভাগীরথী,
দাশরথীর সঙ্গে দেখা আর কি হয় ॥১২৪৮॥

ললিত—আড়াঠেকা।

বিমাতা যে দেয় কুল এমন কভু নাহি মিলে।
সবে মাত্র তুমি গঙ্গা অন্তে দোষনে ত্রিকূলে ॥
লয়ে অপবিত্র দেহ, মোক্ষধন তুমি দেহ,
এ ভার না অন্যে কেহ স্বীকার করে দেবদলে ॥
বিনিময়ে ত্যজাপদ, দেহে লয়ে বিষ্ণুপদ,
দিয়ে পূরাও মনোসাধ, তব গর্ভে স্থান পেলে ॥
পাবে না গর্ভ যাতনা, তব গর্ভগত জনা,
স্বর্গে বসি তার যোজনা হয় সুখে তব কোলে ॥
দূর থেকে শত যোজন, অন্তে গঙ্গা বলে যে জন,
সব পুণ্যের হয় ভাজন, তার মোক্ষ করতলে ॥ ১২৪৯ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভব নিস্তারিনী সুরধুনী।
জগত রূপকে তোমায় করে নানা স্তুতি শুনি॥
শৈলসুতা সপত্নিনী, সে ভাবেত হও ভবানী,
পুরাণেতে আরো শুনি শান্তনু সহধর্ম্মিণী॥
দেব নদী সুরধুনী, হরের শিরে কর ধ্বনি,
কিন্তু এই শঙ্কর বাণী তুমি জ্ঞান স্রোতস্বিনী,
এ তত্ত্বে সবে অজ্ঞানী বিনে পাগল চূড়ামণি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, জ্ঞের বস্তু জেনে পরে,
পরিত্যাগ করেন তোমারে তাতেইত পান জহ্নু মুণি॥
জ্ঞানেতে অজ্ঞানতা ক্ষয়, শেষে জ্ঞান আপনিই হয় লয়,
সেইরূপকে তোমাকে কয় জাহ্নবী জহ্নুনন্দিনী॥
বিনয় করে বলে পাগল, ঝেড়ে পাগল রূপক সকল,
তা ন বুঝিতে পারিবে কল, সার তত্ত্ব হয়ে জ্ঞানী॥
চিন্তা ত্যাগের চিন্তা করি, জ্ঞান স্রোতে ভাসাও তরি,
তবে উদয় হবেন হরি চিন্তাশূন্য চিন্তামণি॥ ১২৫০॥

আলাইয়া—একতাল।

হের মা অপাঙ্গ ভঙ্গে, সুখ মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তরঙ্গিণী! দিয়ে পদতরণী, তরল ভবতরঙ্গে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র শরণি, শশধর ধর শিরবিহারিনি,
শমনভবন গমন বারিণি, দমন দাবিনি সুর মাতঙ্গে।
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতি হীন দীন দাশরথী,
দ্বার গুণে প্রাণ বিয়োগ সময়ে, স্থান দিও গো মা এ পাপ অঙ্গে॥ ১২৫

মূলতান—ছোট চৌতাল।

জয় গঙ্গে! জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত জীবন জীবনভঙ্গে, কলি কলমষ হর নিরমল ভঙ্গে॥
নির্ভয় ভূমি তব ভানতরঙ্গে, বিধিকর কমলজ কমল করঙ্গে,
হরি পদচারিনি বিপদ বিভঙ্গে, মদন হৃদয় ভয় পরিভব গঙ্গে॥ ১২৫২॥

বেহাগ—একতালা।

তার গঙ্গে মা শিব সীমন্তিনী।
একান্ত বাসনা, কর মা করুণা, পতিতোদ্ধারিণী তারিণী॥
তুমি সুখদা, মোক্ষদা, মন্দাকিনী জ্ঞানদায়িনী জননী;
দ্রবময়ী হ'য়ে শিবের মৌলে, কল কল ধ্বনি কুলপ্রদায়িনী,
ভগীরথের প্রভূত আরাধিত, তাহে অচ্যুত পদচ্যুত,
ভূতলে আসিয়ে করি কটাক্ষ রক্ষা করিলে যতেক প্রাণী॥ ১২৫৩॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ছিলে ব্রহ্মার কমণ্ডলে, এলে গঙ্গা ভূমণ্ডলে।
নিজে হয়ে অধোগামী ঊর্দ্ধগতি জীবে দিলে॥
পবিত্রদা তব বারি, উদ্ধারিতে ভববারি,
শরণ লব এবারি ভেবেছি চরমকালে;
বিষ্ণুপদে জন্ম নিলে, কত বিষ্ণু জন্ম দিলে,
তোমারে মা সংসেবিলে বিনা পূজায় মোক্ষ মিলে॥
শুভা শিব সীমন্তিনী, শান্তিদা ভ্রান্তিনাশিনী,
জ্ঞানদা মোক্ষদায়িনী শিব শিরে বিহরিলে,
উদ্ধারিতে সাগর কূল, হইয়ে মা সানুকূল,
কীট পতঙ্গাদির কূল, মোক্ষপায় স্পর্শ জলে॥ ১২৫৪॥

পঞ্চম্ বাহার—ধামার।

হরশির বিহারিণী, সুরধুনি, তরল তরঙ্গে গঙ্গে সুরাসুর বন্দিনী।
অসীমা তব মহিমা, মাতা মন্দাকিনী,
বিষ্ণুপদে উদ্ভব তব ও গো ভবাহ্লাদিনি॥
শতেক যোজনে থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে,
তরে পাপ তাপ শোকে, বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে;—
সগর রাজার বংশ, ধ্বংস ব্রহ্মশাপে, জননী!
পরশি বারি গেল তরি, কহে দীন খগমণি॥ ১২৫৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

পতিতপাবনী তার গঙ্গে।
দেখো দেখো রেখো তারা ছেড় না পাপাঙ্গে ॥
তব সঙ্গিনী সাধনা, চাহি যোগ আরাধনা,
দর্শনে তোমারি বারি পূত হয় অঙ্গে ॥
মৃতদেহ হ'লে পড়ে, জননী তখন ছাড়ে,
তুমি রাখ কোলে করে তরল তরঙ্গে ॥ ১২৫৬ ॥

সুরট—কাওয়ালী।

কিবা লহরী আ মরি।
ধরিলে সুখদা রূপ পাপ করি বারি ॥
ও বারি সবারি হয় পরশিতে সুখকর,
হরিষে ধরে নীরে শিরে গঙ্গাধর,
তুমি উদ্ধার জন্যে দরশনে পরশনে মা তব সত্বগুণে দেহ তারি তারি ॥
ভীষ্মজননী গো মা বিশ্বজননী হলে,
দূষ্য অদূষ্য জনে সকলে কর মা কোলে,
শ্রীহরি পদোদ্ভব, সত্বগুণ সম্ভব, বারিতে পূজিতে তব শিবনারি ॥১২৫৭॥

সরস্বতী-সঙ্গীত।

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল।

হে শ্বেত বেশ সারদে, শ্বেত বসনাবৃতে শ্বেত কমলাসনে।
ত্বংহি জড়কারিণী জড়তা সমূহ নাশিনী,
সপ্তস্বরা এ সপ্তবীণে পুস্তক পানে॥
সরস্বতী সকল সিদ্ধিকারিনী তারিণী, তব মায়া মূঢ়ে কি জানে।
ব্রহ্মাদি অর্চ্চিত বিশ্বনাথাদি বন্দিত, ভগবতী ঐ
এমা ভগবতী ভারতী পাতুমহ দীনে। ১২৫৯

হাম্বির—একতালা।

কমলদলবাসিনী।
নলিনাক্ষি নারায়ণী নলিনাক্ষ বক্ষ বিহারিণী॥
চোর রত্নাকরে রতন প্রদানে, কবি রত্নাকর কর মা,
দ্বৈপায়ন করি বেদের বিভাগ, তোমারি মহিমা করিল প্রকাশ,
তুমিই রাখিলে নাম বেদব্যাস ওমা বিধাতৃ রসনাবাসিনী।
ভবভূতি আদি কোবিদ মণ্ডলে, বিবেকদায়িনী মা।
আবার মুরারীর করে সঁপিয়ে মুরলী বলাও স ঋ গ ম প ধ নি॥
শশাঙ্কে মৃগাঙ্ক রাখি তুমি কলঙ্কী কর মা,
তুমি ভবভূতি ভালে বিভূতিদায়িনী ওমা শঙ্করাদি চতুর্মুখ প্রসবিনী।
কিবা বেদ বিধি তন্ত্রে, সবে মুগ্ধ তব মোহ মন্ত্রে,
প্রমথের এই হৃদয় তন্ত্রে বস ত্রিতন্ত্রীধারিণী॥ ১২৬০॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হে ভগবতি সতি।—প্রজাপতি দুহিতে॥
কোটি উড়ুপতি যিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ,
গুণাতীত গুণবতী, প্রধানা শকতি॥
ও মা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতিহীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি। ১২৬১॥

সোহিনী বাহার—একতালা।

বীণাপাণি বাক্‌বাদিনি! ব্রহ্মরূপিণি!
ব্রহ্ম সুতা বেদ মাতা! বেদ বিধি বিধায়িনি!!
বিমল বদনী বরদে বাণী! কি কব মহিমা কোথা মা বাণী?
বর্ণনা করিতে বর্ণ না জানি, যা বলাও বলি যা শুনাও শুনি।
শ্বেত বসনা শ্বেত মূরতি, শেতাজে বসতি সতি সরস্বতী,
রূপ গুণ বিদ্যা তিন স্রোতস্বতী, তোমাতে মিলিত যেন ত্রিবেণী;
বরণ জিনিয়া শরদ ইন্দু অধর মধুর সুধার সিন্ধু, সে সুধা বিন্দু,
পাইতে ইন্দু, ন ছলে ধরে পদ দুখানি।
তুমি সিতা তুমি অসিতা, গায়ত্রী তুমি সে গীতা,
বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি, গীতবাদ্যরঙ্গিণী!
আগম নিগম তুমি মা তন্ত্র, তন্ত্রসার সার তুমি মা মন্ত্র,
জয়ন্তী জীবের অন্ত, জীবন যন্ত্রে যন্ত্রিণী! ॥ ১২৬২ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

শ্বেত বরণী শ্বেতাব্জবাসিনী, শ্বেত নিশাকর জিনি শ্বেতাঙ্গিনী।
শ্বেত বসন অঙ্গে পরিধানা, করে বাজে বীণা বীণাবাদিনী॥
অলক্তাক্ত কিবা শ্রীপদ রঙ্গিমা, সুচারু সুঠাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
অপরূপ রূপ না হেরি স্বরূপ নিত্যজ্ঞানময়ী জ্ঞান বিধায়িনী ॥ ১২৬৩।

আলাইয়া—আড়ঠেকা।

মম মানস সরে, কেরে কামিনী বিহরে।
শ্বেত বাসা শ্বেত ভূষা, শ্বেতাম্বুজ দলোপরে॥
কিবা শোভা ও চরণ, জিনি রক্ত কোকনদ,
মধুলোভে ষট্‌পদ, বিহরে আনন্দ ভরে।
মনোহর বীণা করে বাজে কি মধুর স্বরে,
সে স্বরে জগত মন, সতত মোহিত করে;
ব্যাস বাল্মীকাদি কবি, তব ও বরে সব হইয়াছে মহাকবি,
সুবিখ্যাত এ সংসারে ॥ ১২৬০ ॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

সারদা বরদা আদ্যা, নমস্তে শ্বেত বরণি।
শ্বেত সরোজ উপরে, কি শোভে চরণ দুখানি ॥
তুমি জীবের গতি মুক্তি, বেদমাতা সরস্বতী,
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠাত্রী, বীণাধারিণী।
ভজন সাধন হীনে, তার গো মা নিজ গুণে,
কে তারিবে তোমা বিনে, মোক্ষদায়িনি ॥ ১২৬৫ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

বীণা করে কে বিহরে শ্বেত সরোরুহ পরে।
বদন শরদ ইন্দু অধরে হাসি না ধরে ॥
নখর নিকর শোভা, রজত রাজীব প্রভা,
মধুপ মানস লোভা কর কুবলয়,
ভালে তরুণ অরুণ, সিন্দুর বিন্দু শোভন,
আঁখি মঞ্জন গঞ্জন বর্ণ হারে বর্ণিবারে ॥
বামা অতি কৃশোদরী, নিবিড় নিতম্ব হেরি,
তনুরুচি চারু মরি ভুবনমোহিনী;
ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে, ছয় রাগ মিলে রঙ্গে,
চাহে মা বালা ভ্রূভঙ্গে সিতরূপে মনোহরে ॥ ১২৬৬ ॥

বসন্ত বাহার—ঢিমে তেতালা।

আ মরি! সুন্দরী ভুবনমোহিনী।
কিবা রূপ অপরূপ, শ্বেত সরোজবাসিনী; শ্বেতবরনী বীণাপাণি।
রূপের তুলনা আর নাই ত্রিসংসারে,
অতুলা শোভা করে, অমূল্য মণি হারে,
মুনির মন হরে হরের মনহারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাগ্‌বাদিনী, জয়দে জননী জগবন্দিনী;
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
কুরু কটাক্ষ নারায়ণি কালভয় নিবারিণি।
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনি ॥ ১২৬৭ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শ্বেত সরোজবাসিনী, শ্বেতবরণী।
শ্বেতাভরণে চরণে দশ নখরে নলিনী।
শ্বেত কত শত পঙ্কজ চরণে, শ্বেতাম্বুজকরী সরসিজ বদনে,
পুষ্করে ভাস্করে হের দেখ নয়নে, শ্বেত ভালে তিলক তাহে তারিণী
ও মা এরূপ স্বরূপ কি দিব তুলনা, ত্রিভুবনে জানে মা গো,
তোমারই মহিমা, তান লয় সুর করি গো বাসনা,
হের মা নয়নে সুরেশ্বরি বাণী ॥ ১২৬৮ ॥

ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা ॥

নমোনমঃ, সরোজবাসিনি।
সুহাসিনি সুভাষিণি! বাক্যের ঈশানী! বেদ বিদ্যা বিধায়িনি ॥
সুন্দরি সাকারা সতি! শুভ্ররুচি সরস্বতি।
দেহি দীনে হীনে গতি, দুর্গতিনাশিনি ॥
তুমি মা গায়ত্রী গীতা, অর্পণা অপরাজিতা,
দেহি মে অজ্ঞানে জ্ঞান, কৈবল্যদায়িনি।
ত্বংহি তন্ত্র ত্বহি মন্ত্র, ত্বহি বিদ্যা বাদ্যযন্ত্র,
কে জানে মা তব অন্ত, অনন্তরূপিণি ॥ ১২৬৯ ॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

করুণা অপাঙ্গে দীনে, হের হের বাগ্‌বাদিনি।
অজ্ঞান তিমির হরা জ্ঞানালোক প্রদায়িনি ॥
মহাবিদ্যা রূপ শক্তি, শ্বেত কলেবর! বীণাপাণি ত্রিগুণেশি!
শ্বেতাম্বুজ বিহারিণি।
রাগ রাগিণী আদি সব, সঙ্গের সঙ্গিনী তব,
সুরেশ্বরি নারায়ণি সুরবিলাসিনি।
আসরে হাসিয়া উর, অধিনের আশা পুর,
ভাবনা কর মা দূর, ভবভয় নিবারিণি ॥ ১২৭০ ॥

বাহার—একতালা।

মা সুরেশানি নারায়ণি বাক্‌বাণি! জ্ঞানদায়িনি এ সুরবন্দিনি॥
এ সারদে মা! সারদে জননি।
ঐ তুষার হার! শ্বেতবরণি শ্বেতাঙ্গিনি!॥ ১২৭১॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শ্বেত শতদলে কে মা! বিরাজে শ্বেতবরণী।
বীণা যন্ত্র করে ধরা, শিরে বেণী ত্রিভঙ্গিনী॥
পদাম্বুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ, হেরিলে হয় আতঙ্গ।
শশধরে কু ঙ্গিনী॥ ১২৭২॥

কোকভ—ঠুংরি।

শ্বেত সরোজে বিরাজে, শ্বেত বরণী।
নবীনা ললনা কে, বীণাধারিণী॥
বিধু লজ্জিত হেরিথে, বিধুবদনী; পদনখরে আসি উদয় অমনি।
নর কিন্নর সুর অসুর শরণী; শরণাগতে সকল সম্পদ দায়িনী।
অজ্ঞান তিমিরে দীপরূপিণী; কালিদাস কবির কণ্ঠবাসিনী।
এ ভবার্ণবে দে মা হরি ঘরণি! গুরুদাসে তরিতে পদ তরণী॥ ১২৭৩॥

গণেশ সংগীত।

হাম্বির—চৌতাল।

হে গণেশ! বন্দ শ্রীকান্ত নন্দন, বিঘ্ন বিনাশন তাড়ন,
পতিত পাবন।
(ধামার) জ্যোতির্ম্ময় যোগীন্দ্র ইন্দ্র বিনি গজানন,
পাপীরে উদ্ধারিতে তারণ কারণ;—
(চৌতাল) অনাদি অদ্ভুত দেব, মহাদেব সুত দেব,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব, পূজে সদা ও চরণ॥ ১২৭৪॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

গজেন্দ্র বদন, এক রদন চতুর্ভুজ স্থূলকায়,
সিন্দূর বরণ, ইন্দুরবাহন, দ্বীপী চর্ম্ম শোভে গায়।
করে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভন, যোগীন্দ্র পুরুষ আদি নিরঞ্জন
মদনরি রিপু প্রাণ নন্দন, বিপদে তার আমায়।
সর্ব্বদেব আগে মান্য হয় তব, তব গুণ প্রভু আমি কি বর্ণিব,
সিদ্ধি ঋদ্ধি আদি প্রদাতা তুমি সব মুণিগণে গুণ গায়।
শ্রীপদ সরোজে লইলাম আশ্রয়, অধীনেরে দয়া কর দয়াময়,
আমি মূঢ়মতি ধনকৃষ্ণ কয়, রাখ মোরে রাঙ্গা পায় ॥ ১২৭৫ ॥

রামকেলী—তিওট।

প্রণমামি গণরাজ, গজানন বিঘ্নরাজ,
দৈবকর্ম্ম অনুষ্ঠানে তুমি প্রভু সর্ব্বাগ্রজ।
হেরম্ব সঙ্কটে ত্রাণ বিনায়ক বুদ্ধিনেতা,
সিদ্ধিদাতা বিঘ্নত্রাতা তব চরণ পঙ্কজ ॥
খর্ব্ব স্থূল লম্বোদর, দৈন্যাতুর কৃপা কর,
বিঘ্ন হর বিঘ্ন হর দেহ দীন পদ রজ ॥ ১২৭৬ ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

হেরম্ব গণেশ হের হের গজানন।
সর্ব দেবাগ্রজ কেহ তবাগ্রজ নন,
যায় যায় যায় প্রাণ বৃথা না ভজি ও চরণ ॥
দেবাসুর নর অমর কিন্নরগন্ধর্ব্বগণে,
সুসিদ্ধি সবুদ্ধি পায় হে তোমায় হে, করিবর প্রদান হে,—
করিবর বদন হে তার পাপাশ্রিত জনে ঘুচাও মনোবেদন ॥ ১২৭৭ ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আরম্ভে মূঢ় মন মজ হেরম্ব চরণ রজে।
কেন উবিরা যাবে বিঘ্ন সিদ্ধি হবে সর্ব্ব কাজে ॥
হের তরুণ অরুণ কান্তি, যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি,
অবিলম্ব অবলম্ব লম্বোদর পদাম্বুজে ॥ ১২০৬ ॥
এ কিরে মন বিড়ম্বনা, ভাল স্পৃহা ভাল বাসনা,
বিষয় বিষে বাসনা, পাদপদ্ম সুধা ত্যজে ॥ ১২৭-

রাগ ভৈরব তাল—একতালা।

গঙ্গাধর অঙ্গজ গজানন গণনায়ক।
গণপতি গুণাকর গণেশ, গুণহীনে গতিদায়ক।
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর, যোগেন্দ্রাণী নন্দন,
তরুণ ভানু নিন্দিত তনু, ভানুজ ভয়বারক।
বিঘ্নহরণ মূষিকবাহন চতুর্ভুজ এক রদন,
সুন্দর রূপ আনন্দ কূপ, কামদ মদ দমন!—
সিদ্ধিদাতা- সর্ব্বেশ্বর, ভবার্ণব নাবিক;
কিঙ্করে কর করুণা প্রভো! ক্লেশ কলুষনাশক॥ ১২৭৯॥

ইমন—কাওয়ালী।

প্রণতি মিনতি চরণে গণেশং।
বিঘ্ন বিনাশন ত্বং পরমেশং; পরাৎপর পরম পুরুষং,
পরমানন্দদায়ক পরম ব্রহ্ম, পরম পাপ বিনাশং।
কিবা নিন্দি তরুণ ভানু তনু সুবিরাজিত, লম্বোদর চতুষ্কর
অতি সুশোভিতং, করীন্দ্র বদন ধরং;—
যোগীন্দ্র পূজিতং সুরেন্দ্র সেবিতং, গিরীন্দ্র সুতাসুত
মুনীন্দ্র বন্দিতং, মাগ্রতি সম্প্রতি দেহি শুভ শিবং
কুরু দেব করুণা লেশং॥ ১২৮০॥

ইমন—কাওয়ালী।

মানস! গণেশ ভাব না।
ভাবিলে তব রবে না রবিসুত ভাবনা।
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র যাকে, ভজ গিরীন্দ্র-সুতাসুত করীন্দ্র মুখে,
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা।
ভাব খর্ব্বদেহ দুঃখ খর্ব্বকারীরে, হবে সর্ব্ব সুখ তব লভ শরীরে,
ভেবে দিব্য জ্ঞান লভ না;—
মুক্ত করণ গুণযুক্ত হৃদয়, প্রভু ভক্তিকায় অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়,
ব্যক্ত গুণনিধি বক্তে, সদত, লভে মুক্তি সাধে যে জনা॥ ১২৮১॥

উমার বাল্যলীলা।

কীর্ত্তন।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে;
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥ ১২৮২ ॥

প্রভাত সময়ে জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী,
জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥
উঠ উঠ প্রাণগৌরী, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি।
সূতমাগধবন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রা জহিহি জহিহি জহিহি॥
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি॥ ১২৮৩॥

ভজন।

চল গো মন্দাকিনী জলে, শিব পূজা বিল্বদলে,
মাই শুন ওলো মাইকি ভাষ।
তখন গৌরীর কনকমুখে মৃদু মৃদু হাস॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিল কলতরু, শীতল মারুত,
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিত বিগ্রহা মলিন মুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন, দীন দয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীমভবার্ণব মম্মুম্ব তারয়, কৃপাবলোকনে,
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি॥ ১২৮৪॥

গাল বাদ্য ঘন, সজল লোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, বেদবিদাম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥
করুণাকর দেব দেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণাকটাক্ষ কর, দেব দেব শঙ্কর,
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
প্রেম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ ॥ ১২৮৫ ॥

জয়া বলে আমি সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, জগদম্বা চল পুষ্প কাননে,
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে,
জগদম্বে বিলম্বে ও চলিত চিত্তপদ চলনা।
লোহিত চরণতলারুণ পরাভব,
নখরুচি হিমকর সম্পদদলনা ॥
লীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবন ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী চলনা।
সকল সময় মম হৃদয়সরোরুহ,
বিহরসি হরশিরসি শশী ললনা ॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা ॥

ধূয়া।
তাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল, বেতাল ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে, তুলিছে হাত,
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিনী, কল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর ॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল, সুখদ বসন্তকাল ॥ ১২৮৭ ॥

গোষ্ঠ।

জগদম্বারে যব পূরে বেণু, যব পূরে বেণু
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ,　　　সো নাকি রঙ্গ,
নেহারি পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান,
স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাসে,　　　ক্ষণে মন্দ হাসে,
চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাষে॥ ১২৮৮॥

আগমনী।

গিরিরাজের প্রতি মেনকা।

জংলা ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
জিনি অকলঙ্ক বিধুবদন উমার॥
বসিয়া আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা মা বলে বচন সুধাধার,
জাগিয়া না হেরি তারে প্রাণ রাখা ভার॥
ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখনো মনে কর একবার,—
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি।
বিলম্ব না কর আর গৌরী আনিবার,
দূরে যাবে সব দুঃখ মনের আঁধার॥ ১২৮৯॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরী আমার এসে ঘরে।
মা বলে চাঁদমুখে কত দুঃখ প্রকাশ করে॥
সতিনী জাহ্নবীনীরে, আদরে শিব ধরে শিরে,
গৌরী দুখে কালী হেরে, বুড়ো মিন্সে পায়ে ধরে॥১২৯০॥

খট—একতালা।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল, নাহি চলাচল হলেম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল, অঞ্চলের নিধি পাইয়ে হারাল।
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভাগার পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হল।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ।
গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
আশুতোষ হৃদাসনে বেড়ি যোগিনী সমাজ॥
মন মন স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে কে বুঝিবে মরম যাতনা,
শুনহে ভূধর স্বামী, কেমন কঠিন তুমি,
তনয়া পাসরি আছ, তোমার কি এই কায॥ ১২৯২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়। গিরি তোমারি কুমারী তানয় তানয়॥
স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে করি ভয়।
ওহে কারো চতুর্মুখ কারো পঞ্চমুখ উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে হাস্যবদনে কথা কয়।
ওকে গরুড়বাহন কালবরণ জোড় হাতেতে করে বিনয়।
প্রসাদ ভাবে মুনিগণে যোগধ্যানে যারে না পায়;
তুমি গিরি ধন্য হেন কন্য, পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১২৯৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাধের গৌরীধন করে শিবে সমর্পণ কেন হলে বিস্মরণ।
আমার সর্ব্বস্ব ধন করিলে বঞ্চন, যদি মঙ্গল চাও তো মঙ্গলায়ে আন॥
গিরি জানহে অন্তরে, পঞ্চতপা করে,
কত যোগে যোগমায়ার আগমন ;—
এমন দুর্ল্লভ রত্ন নিলে, পঞ্চাননে দিলে,
বঞ্চনা করিলে অঞ্চলের রতন॥
বাছা কতই সেথা খাটে, শুনি সিদ্ধি ঘোটে,
করে সিদ্ধিদাতার পিতার সিদ্ধি আহরণ,
আমার কর্ম্মদক্ষ কণ্যে, সবে কহে ধন্যে,
দশহাতে করে সংসার রক্ষণ।১২৯৪॥

ভৈরবী কাওয়ালী—আড়াঠেকা।

ভেবে দেখ গিরি তুমি আগে কি হে বলেছিলে।
এখন কাঁদি নিশি দিন তবু এনে নাহি দিলে॥
বলেছিলে শরৎকালে, কন্যা আনি দিব কোলে,
এখন কলে কৌশলে, ভুলাতে আমায় বসিলে।
কর ঘরেতে বোধন, শিব্‌কে কর সম্বোধন,
চণ্ডীরে কর সাধন চণ্ডীর দেখা যদি মেলে॥
শিবানীর শিব ছেড়ে আশা কৈ বানীর নাহি ভরসা,
ভবানীর আসার আশা, নাই ভেবে বুঝি ত্যজিলে।
কিন্তু মোর মনস্তাপে, অনুতাপে তনু কাঁপে,
পড়েছি মায়া সন্তাপে মহামায়ার ওহিলে॥ ১২৯৫॥

আড়ানাবাহার—তিওট।

কয় হিম গিরিবর গেহিনী।
হয়ে কাতরা বিনা প্রাণ নন্দিনী, গিরিরাণী বিনোদিনী,
বলে কোথা গো অভয়ে ব্রহ্ম সনাতনী॥
হও অচল সচল অবিলম্বে, ত্বরায় আন গৃহে অম্বে, শুন হে শৈলবর।
গেল গৌরী লয়ে গৃহে হর, শুন হে শিখর মম কলেবর অস্থির,
স্থির নহে বিনা ঈশানী॥ ১২৯৬॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর না রাখিব গিরি প্রাণের গৌরী শিবের ঘরে।
এবার আনিলে তারে পাঠাব না পুন ফিরে॥
নির্গুণ জামতারে হেরে, সমর্পিলে গিরিজারে,
সেত পালিতে না পারে, শুনি গৌরী পালে তারে॥
নহে শিব পালনকারী, কহে তারে সংহারকারী,
জেনে শুনে সে ভিখারী কেন কন্যা দিলে তারে।
এ বড় মনের কালী, গৌরী মোর হল কালী,
দুঃখে কাটে চিরকালি সুখ নাহি দিনের তরে॥ ১২৯৭॥

খট্ ভৈরবী—একতালা।

গিরি কি সুধাও হে সমাচার।
বল্‌তে সে স্বপন না সরে বচন খেদে পুড়ে মন বহে অশ্রুধার॥
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, অনেক আয়াসে মুদিবে নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন শিয়রে বসিয়ে যেন মা আমার॥
নাহি সে বরণ নাহি আভরণ, হেমাঙ্গ হয়েছে কালীয়বরণ,
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার, সে উমা আমার উমা নাহি হে আর।
বসিয়ে শিয়রে কহিল কাতরে, কত আর দয়া থাকবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ করে, কেন লও না ফিরে তত্ত্ব একবার॥১২৯৮॥

আলাইয়া—ঢিমা তেতালা।

গিরি হে কৈলাশপরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণনন্দিনী হর ঘরণী ঘরেতে মিলাও॥
সম্বৎসর হল গত সময় হ'ল আগত, ওষ্ঠাগত প্রাণ বাঁচিনে বাঁচাও।
শৈল যাও হে শৈল যাও মেয়ে এনে অঙ্গনে দুখিনীর দুঃখ ঘচাও।
বনে জীবন কুমারী ভুবন তিমির হেরি, ভুবনে ভুবনেশ্বরী মিলাও,—
করে আরাধন, মহেশ তারাধন, এনে বাসে উভয়ের বাসনা পুরাও।
গৌরীর বিচ্ছেদাগুণ, দহিছে মনে দ্বিগুণ,
জানি গুণ যদি সে আগুন নিভাও॥ ১২৯৯॥

পরজবাহার—একতালা।

"যাও গিরি আনিতে গৌরী কেমন করে রয়েছে।
আমি শুনেছি নারদের মুখে আমার উমা নাকি কত কেঁদেছে॥
ভাঙ্গড়ে পীরিতি বড়, দেশের ভাঙ্গড় করেছে জড়,
আমার উমা মায়ের বসন ভূষণ তাও বেচে ভাং খেয়েছে।
সোনারি কুমারী কুমারি আমার, ভাঙ্গেতে মত্ত জামাতা তোমার,
ভাঙ্গের সহিতে ধুতুরা বীজেতে সুধা বলে না কি খেয়েছে॥ ১৩০০॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

অচল সচল হও আনিতে ঈশান জায়া।
জানানা মেয়ের প্রতি মায়ের যে কত মায়া॥
যদি আমি কোন মতে, পারি বক্ষ বিদারিতে,
তবে পারি দেখাইতে সে মায়া কেমন।
কি ফল ব'লে তোমায়, তুমিত পাষাণ কায়,
মম প্রাণ যায় যায় না হেরে সে মহামায়া॥ ১৩০১॥

খট—একতালা।

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম, পূ মনস্কাম সে আইলে গৃহে আসেন শঙ্করী॥
বিল্ববৃক্ষমূলে করিব বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে এনে চণ্ডী, শুনব আমরা চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী॥

সাহানা—যৎ।

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগরা জামাই বলে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ ১৩০৩

টোড়ী—কাওয়ালী।

যাও হে গিরিবর আন যেয়ে নন্দিনী আমার।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার॥
জানত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তারে,
কত আছে কপালে উমার॥
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাথে চিতা ছাই
ভূষণ ভীষণ তার গলে ফণিহার।
এ কথা কহিব কায়, ত্যজি সুধা বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈলেশ-রমণী,
শিবের যেমন রীত বুঝিতে অপার।
বচনে তুষিয়া হর, যদি আনিবারে পার,
এলে উমা না পাঠাবে আর॥ ১৩০৪॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

ধরাধরবর কর হর পুরেতে গমন।
প্রাণের উমায় আন হে ত্বরায় প্রবোধ কথায় নাহি বুঝে মন॥
সেই সুকুমারী কুমারী আমার, সংসারে সার সকল অসার,
প্রাণের আধার সে বিনে আঁধার মা বলিতে মোরে নাহি অন্য জন।
হয়ে যার আসার আশায় অধীন, করি বর্ষগত হয়ে হর্ষহীন,
দিন দিন বসে গণি নিশিদিন তিন দিনমাত্র হেরি সে রতন॥ ১৩০৫॥

খট—একতালা।

গিরি গৌরী ধনে আন গিয়ে।
হেরেছি স্বপনে, ভবনে ভবনে মা আমার বেড়ান ভিক্ষা করিয়ে॥
ধরহরিয়ে স্বপনে সুতায় এমন, ধৈরয কি ধরে জননীরমন,
তাহাতে শঙ্কর সদা দিগম্বর, ভাঙ্গে মত্ত সদা ঢুলেন বসিয়ে।
যখন কৈলাসী যান কৈলাসেতে, বলিয়াছিলেন ধরিয়া হাতেতে,
রাখিস গো অন্তরে ভুলিস্‌নে মা মোরে দরিদ্র পতিরে দিয়াছিস্ বিয়ে

আগমনী-[illegible]।

৩

পরজ কাফী [illegible]ন।

উমা ধনে বলে [illegible]।

দুখের দুখিনী উমা আর [illegible] দুখ সহিবে ॥
আর না শুনেছি নাচে গায়, [illegible] নাকি গরল খায়,
পাছে উমারে খাওয়ায় [illegible] মার ভেবে ॥
তার কপালে অনল আছে, ব[illegible] ড়ে মরে পাছে,
কি দশা হয়েছে [illegible] না হ আছে ॥
তার জটায় আছে এক [illegible], নাম তার সুরধুনী,
সে নাকি তার সোহাগিনী [illegible] পাবে ॥
নরেশচন্দ্র এই কয়, রাণী বলিলে তাই বলতে হয়,
দিয়ে কলো[illegible] [illegible] দিবে।
গর্ব্ব কর কি হে গিরি, কত [illegible] গিরিধারী,
হয়ে উমার দ্বারে দ্বারী বিরিঞ্চি চরণ সেবে ॥ ১৩০৭ ॥

[illegible]—[illegible]।

কে হে গিরি কৈলে আনিলে প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব [illegible] কে এক [illegible]নী ॥
ত্রিভুজা ব[illegible] [illegible], ওমা ইন্দুবদনী,
মা বলো না [illegible] আর আর বাণী।
ক[illegible] [illegible] শুভদায়িনী ॥
এ যে করি অ[illegible] [illegible], হের কায়ে [illegible] মাতার,
[illegible] শাশানী।
প্রেমময়[illegible] [illegible] রথিয়ে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক [illegible] জননী ॥ ১৩০৮ ॥

আলে [illegible] [illegible]।

আমি যে হারায়ে [illegible] আঁখি মেলি,
আন দিয়ে তারায় [illegible] রাখি।
হেরিব পলক [illegible] কৌমুদী,
তারা শশী আজি হৃদি [illegible] ॥ ১৩০৯ ॥

বেহাগ—একতালা।

কব কি গিরিবর।
প্রাণের নন্দিনী, জনমছুখিনী,
বারেক তাহারে মনে নাহি কর।
কি জানি কি ভাব, মনেতে ভাবিলে,
সোণার প্রতিমা পাগলেরে দিলে,
ছুহিতা বলিয়ে মুখ না চাহিলে পাষাণে বাঁধি অন্তরে ॥
নিশি শেষে যখন ঘুমে অচেতন দেখিলাম ওহে বড় কুস্বপন,
সেই অবধি মম স্থির নহে মন চঞ্চল নিরন্তর,
নলীন বয়ানে মলিন অতি, চলিবার মার নাহিক শকতি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন ভগবতী পথের শ্রমেতে কাতর ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা জরাজীর্ন বাসে, অবশেষে উমা আসে মম পাশে,
খেতে কিছু দেমা বলে উমা ভাষে, ধরিয়ে মম কর।
ক্ষীর, ছানা, ননী সযতনে লয়ে, উমারে দিতেছি পুলকি হয়ে,
নিদ্রাভঙ্গ হল এমন সময়ে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥ ১৩১০ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

উঠ ওহে গিরি কতই ঘুমাও,
কুস্বপন দেখেছি, ভয়ে কহিতে না পারি।
ঘোর অন্ধকার নিশি, বিবসনা মুক্তকেশী।
উমা শ্মশাননিবাসী সহ ত্রিপুরারী ॥
শিবা সব রব করে, রিপুমুণ্ড অসি করে, শবের উপরে,
ডাকিনী যোগিনী ঘেরি, দেয় সুধা কর পূরি,
লাজ ভয় পরিহরি আমার শঙ্করী ॥
ত্বরা যাও হে হরপুরে, আনিবারে মঙ্গলারে,
মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে বিনে সে কুমারী,—
নতুবা করিনু পণ, জীবনে ত্যজিব জীবন,
আনি দেহ উমাধন মিনতি করি ॥ ১৩১১ ॥

বেহাগ—ত্রিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
অচেতন কত না ঘুমাও হে, এই এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরি আমার কোথায় গেল হে আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে॥
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালেম গিরি হে,
ধৈরজ ধরে না জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারি দিকে শিবারব,
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে॥
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,
না জানি মোর গৌরি আছে কেমনে॥
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণী,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে স্বপনে॥
ও পদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হয়েছে যোগী,
হৃদয় মাঝারে রাখি অতি যতনে॥ ১৩১২॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

আন তারা ত্বরা গিরি নয়নে লুকায়ে রাখি,
তারা হারা হয়ে আমি সব শূন্যময় দেখি।
গগনে হেরিয়ে তারা, মনে হয় যে প্রাণের তারা,
শুনেছি তারারে না কি পাঠাবে না তারা॥
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন ধারা,
পাছে হারায় হৃদে তারা, রাখে শিব না মুদে আঁখি॥
মা আমার দুধের ছেলে, কাঁদে কত মা মা বলে, ও পাষাণ গিরি!—
শিবের নাইক পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা,
কারে কবে মনের কথা স্বর্ণলতা বিধুমুখী॥ ১৩১৩॥

আলাইয়া—একতালা।

উঠ ধরাধর ধর ধর ধর শুকাল অধর না সরে বাণী।
সভয়ে হৃদয় কাঁপে থর থর স্মর স্মর স্মর ভবানী॥
মা বলিতে কেবল উমা এক মেয়ে,
শিবা আছেন শিব সোহাগিনী হয়ে,
কে বুঝি আইল, কিরূপ হইয়ে দেখি রূপ চমৎকার,
শিব আছেন যেন পদতলে তার,
ভাবেতে মোহিত হয়ে সবাকার,
কি জানি কি দোষে কি হল উমার কে বুঝি হইল নূতন সতিনী॥১০১৪

আলাইয়া—একতালা।

আর কত দিন গিরি হে ভুলিয়ে রবে।
ভাবনা অন্তরে তুমি গৌরীকে আনিতে হবে॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, শরত উদয় হল,
শারদা নাহিক এল এ দুঃখ না প্রাণে সবে॥
স্বতন্ত্রা গৌরী ধন, ভিখারী কে করে দান,
বুকেতে বেঁধে পাষাণ কত সেন আর সবে॥
মনেতে রহিল কালী গৌরী নাকি হল কালী,
আর গিরি কত কাল শিবের ভরসায় রবে॥ ১০১৫॥

ললিত—আড়াঠেকা।

কবে উমারে লইয়ে আসিবে হে গিরি।
বলনা আমারে ত্বরা তারা বিনে প্রাণে মরি॥
সবে মাত্র একই কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
আমার কপাল জন্যে জামাতা ভিখারী॥
শ্মশানে মশানে থাকে, চিতা ভস্ম গায়ে মাখে,
ভূত সঙ্গে রঙ্গে সদা থাকে সেই ত্রিপুরারী। ১০১৬॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কেমনে না জানি গিরি তব মন প্রাণ।
তনয়ার প্রতি কিহে কিছু নহে টান॥
যতবার বলেছি যেতে, কৈলাসে গৌরী আনিতে,
ততবারই মন চিতে প্রবোধ করহে দান॥
কি কব হে জেতে নারী, নিজে আনিতে যেতে নারি,
সহজে লাজেতে মরি ভাবি কুল মান॥
কিন্তু তুমি কি করিবে, অচল ধর্ম্ম নাম রাখিলে,
নামেতে পাষাণ বলে হৃদয়ও কিহে পাষাণ॥ ১০১৭॥

ভৈরবী আশা—জৎ।

কবে যাবে গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হতেছে প্রাণ উমারে দেখিতে॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে,
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যাতনা সহিতে॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে না কর মনেতে,
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওহে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে॥ ১০১৮॥

মেনকার প্রতি গিরিরাজ।

কালাংড়া—একতালা।

কুমারী উমার তরে কেন এত ভয় লো।
তনয়ার প্রতি মায়া পিতার কি নয় লো॥
ত্যজিয়ে রোদন ধ্বনি, কর সুমঙ্গল ধ্বনি,
সর্ব্বমঙ্গলা আপনি আসিবেন আলয় লো॥১০১৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বৃথা রাণী বল যেতে কৈলাস ভবনে।
সামান্য দিলে কিহে পায় সে অমূল্য ধনে॥
কি ধন অভাব তার, কুবের ভাণ্ডারী যার,
অচলা কমলা আর নিরন্তর যার সনে॥
মহামোহ মহামায়ায়, ভুবন যে জন ভুলায়,
ভুলাতে বল সে ভোলায়, ভুল লো সুলোচনে॥
তবে যদি তেমন পারি, লয়ে বিল্বদল বারি,
ভুলাব সে ত্রিপুরারী উমারি কারণে॥১৩২০॥

খট—একতালা।

রাণি আনি গিয়ে গৌরীধনে।
হয়েছে স্বপন কর নিবারণ, সত্য কে কথন ভেবনাক মনে॥
ত্রিলোকের নাথ শিব সারাৎসার, রাজরাজেশ্বরী তনয়া তোমার,
বিধি চক্রধারী, আদি বজ্রধারী, অবনত রন তাঁহার চরণে।
তনয়া তোমার দেখ কাশীধামে, অন্ন দেন জীবে অন্নপূর্ণা নামে,
সকল মঙ্গল শিব মহাবল, কেন বল দুঃখ ভাবিতেছ মনে॥ ১৩২১॥

পরজ কালাংড়া—মধ্যমান।

এই নাও তোমার উমারে।
কত না মিনতি করি,তুষিয়া ত্রিশূলধারী,প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে
দেখো না মনে রেখো ভয়, সামান্যে তনয়া নয়, যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে॥
ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটী, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ-না করে।
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া ছায়ামাত্র জীব নাম ধরে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে
অসংখ্য তপের ফলে, কপটতা মায়া ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণী, তব পুণ্য কে কহিতে পারে

কাফি সিন্ধু—যৎ।

দেখ রাণি নয়ন ভরে উমা আমার ঘরে এল।
মঙ্গলারি আগমনে অমঙ্গল সব দূরে গেল ॥
সুমঙ্গল গান কর, উমাধনে কোলে কর,
এত দিনের পরে তোমার দুখ নিশি পোহাইল ॥ ১৩২৩ ॥

প্রতিবাসিগণের উক্তি।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কেমনে নিশ্চিন্ত মনে আছ গো শিখরি।
কালান্তে কালান্তে দিয়ে কোলের কুমারী।
সুধা ইন্দুমুখী উমা, সৌন্দর্য্য সাগর সীমা,
বিরূপাক্ষে সাজে কি মা, ভুবন সুন্দরী।
ভুজঙ্গ ব্যাসঙ্গ করে, চিতাভস্ম অঙ্গে ধরে,
সর্ব্বদা শ্মশানে ফিরে ত্রিশূলধারী,—
ষোড়শী পদ্মিনী বালা, পদ্মকান্ত মণিমালা,
শশিভালার ভাগ্যে ভোলা ভর্ত্তা ভিখারী ॥ ১৩২৪॥

পরজ কালাংড়া—কাওয়ালী।

এখনি আসিবে গো গিরিরাজ আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি জুড়াইব আঁখি চল সখি দেখি গিয়ে ॥
মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে করে।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেও,
বরণ করিয়ে রাণী লয়ে গো আপনার মেয়ে ॥
হেনকালে শৈলরাণী, এল যেন পাগলিনী,
মুখে নাহি সরে বাণী, রইল ও চাঁদ মুখ চেয়ে।
কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি বিধি দিল মিলাইয়ে ॥ ১৩২৫ ॥

... আড়াঠেকা।

ওগো ... জনক জননী উমার।
পাঠাইয়ে ... নাহি আনিবার॥
ঊনা দিলে দিগম্বর ... কি র যেন কণ্ঠহার।
আপনি র... রেখেছে তেমন,
নাহি পরিধে... অলঙ্কার॥ ১৩২৬॥

... ।

ঐ মা এল তোম... পাষাণী, চল পাষাণী।
ধর ধৈর্য ধর, কেঁদনা ... দিয়ে ত্রিলোকবন্দিনী॥
যুগল বালক যুগল ... জিনিয়ে বাকো,
মা কে বলে জীবন চক্ষে,—
হরকামিনী, গজগামিনী, ...নী, অতি দুঃখিনী॥
আর নাই মা রূপ এ... মনের অন্ধকার হইল দূরে,
রূপ লাবণ্যে, জিনিয়ে অন্যে, মা তোর কন্যে ভুবন ধন্যে,
নহে সামান্যে ত্রিলোক মান্যে পাপহারিণী, তাপবারিণী দীন জননী॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

গা তোল, গা তোল বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে,
ডাকছে মা তোর ঐ শশধরবদনী॥
ধরি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে, রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী,—
মা কত পুণ্যফলে, এমন কন্যা পেলে, জীবে চতুর্বর্গ ফলদায়িনী॥
ত্রিভুবন ধন্যে, ত্রিভুবন মান্যে, তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি,
আমরা জান্‌তাম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি ভবের ভয়হারিণী॥
তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা, চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখিলে কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হরমনোমোহিনী॥১৩২৮॥

আগমনী সঙ্গীত।

বরারি [illegible] কো ॥

[illegible] বারে কত [illegible] গৌরী আনিবারে।
জান ত জামতার [illegible] প্রকারে ॥
[illegible] কাহিনী [illegible],
[illegible] উমা মারে।
[illegible] না [illegible], রাখে হৃদিপরে,
সে কে। [illegible] অন্তরে ॥
রাখি [illegible] গরল পান,
দারুণ [illegible] শরীরে।
[illegible] কায়া,
সে [illegible] না করে ॥
অবলা [illegible] আমার গতি,
যত কিছু [illegible] ।
কনকাকোট [illegible] দেহ,
মা বটে আমারে [illegible] পারে ॥১৩২৯॥

আলাই [illegible] কা।

এই [illegible] তোমার নাম।
ছেড়েছেন [illegible] কৈলাসধাম ॥
গিরিরাজ কৈলাস [illegible] গৌরী আনিবারে,
মেনকা দাঁড়ায়ে দ্বারে [illegible] অবিশ্রাম ॥ ১৩৩০ ॥

ঝিঁঝিট [illegible] রা।

মেয়ের ত তুমি [illegible] রেখেছিলে।
কেন মা তোর [illegible] দুর্গা দুর্গা বলে ॥
শুন গো মা [illegible] দীন হীন ভবে যারা,
তোর মেয়ের নাম [illegible] তারা সকলে ॥
কেহ ত্রিগুণ [illegible], [illegible] বিপদহারিণী,
কেহ বলে [illegible] সর্ব্বমঙ্গলে ॥১৩৩১॥

মেনকা ও জয়া পরস্পরে উক্তি।

মালশ্রী—কাওয়ালী।

ওগো রাণি নগরে কোলাহল উঠ চল চল নন্দিনী নিকট
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এস না সঙ্গে অ
জয়া কি কথা কহিলি. আমারে কিনিলি কি দিলে
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কা
প্রাণ দিয়ে শুধি ধ'র গো।
রাণী ভাসে প্রেমজলে দ্রুতগতি চলে, খ'সিল ব
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদ
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মায় ভু
মা একি কথা মা'র গো।
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম
সান্ত্বনা করে করে বার বার,—
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন হ

আলাইয়া—আড়াঠেকা

ঐ গো দেখ রাণী আইল তব ন
আহা মরি কিবা রূপ যেন স্থির (
শুনে রাণী দ্রুতপায়, অঞ্চল ভূ
বলে উমা আয় আয় প্রা
স্নেহভরে কোলে লয়ে, বদনে
বলে মা কেমনে ছিলে ভুলে দু
আজি সুপ্রভাত কিবা, দেখসিরে
ধন্য হিমালয় আজি হেসন্ত
মঙ্গল আচার কর, বরণ ডালা
শিবসী

মেনকা ও জয়া পরস্পরে উক্তি।

মালশ্রী—কাওয়ালী।

ওগো রাণি নগরে কোলাহল উঠ চল চল নন্দিনী নিকটে তোম
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এস না সঙ্গে আমার গে
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি কি দিলে শুভ সমা
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়ে শুধি ধ'র গো।
রাণী ভাসে প্রেমজলে দ্রুতগতি চলে, খ'সিল কুন্তলভার,
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কতদূরে আর গে
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার,
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মায় ভুলেছিলে
মা একি কথা মা'র গো।
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে করে বার বার,—
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন কার গো॥ ১৩

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

ঐ গো দেখ রাণী আইল তব নন্দিনী'
আহা মরি কিবা রূপ যেন স্থির সৌদামিনী॥
শুনে রাণী দ্রুত ধায়, অঞ্চল ভূমে লুটায়,
বলে উমা আয় আয় প্রাণনন্দিন
স্নেহভরে কোলে লয়ে, বদনে বদন দিয়ে,
বলে মা কেমনে ছিলে ভুলে দুখিনী জননী॥
আজি সুপ্রভাত কিবা, দেখসিয়ে ভাগ্য কিবা,
ধন্য হিমালয় আজি হেমন্তবরণী,—
মঙ্গল আচার কর, বরণ ডালা ধর ধর,
শুভক্ষণে গৃহে আজি শিবসীমন্তিনী॥ ১৩৩